রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত।

তৎকালীন লিখিত হন্তলিপি হইতে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

১৩১৫।

মূল্য কাপড়ে বাঁধা ১০০ তাকা, কাগজের মলাট ১০০।
KUNTALINE PRESS,
Printed and Published by P. C. Dass,
6a & 62, Bowbazar Street, Calcutta.

1909.
TRANSIIT, NON PERIIT.

(My Grandfather, Rajnarain Bose, died September 1899).

Not in annihilation lost, nor given
To darkness art thou fled from us and light,
O strong and sentient spirit; no mere heaven
Of ancient joys, no silence eremite
Received thee; but the omnipresent thought
Of which thou wast a part and earthly hour,
Took back its gift. Into that splendour caught
Thou hast not lost thy special brightness. Power
Remains with thee and the old genial force
Unseen for blinding light; not darkly lurks:
As when a sacred river in its course
Dives into ocean, there its strength abides
Not less because with vastness weds and works
Unnoticed in the grandeur of the tides.

AUROBINDO GHOSE.
LEAN HARD.

Child of my Love—lean hard—
And let me feel the pressure of thy care.
I know thy burden, child—I shaped it—
Poised it in mine own hand—made no proportion
Of its weight to thine unaided strength;
For even as I laid it on, I said—
"I shall be near, and while she leans on me,
"This burden shall be mine, not hers;
"So shall I keep my child within the circling arms
"Of mine own love." Here lay it down, nor fear
To impose it on a shoulder which upholds
The government of worlds. Yet closer come—
Thou art not near enough—I would embrace thy care,
So I might feel my child reposing on my breast.
ThouLovest me? I know it—doubt not, then,
But loving me—lean hard.

LINES WRITTEN ON READING
"LEAN HARD."

Father I must "Lean Hard,"
And lay on Thee the burden of this pain:
This murmuring impatience too—Thou know' Is harder still to bear: my fainting heart
Must find its shelter 'neath the circling arms
Of thine own deep love. Firm, clasp it there!
Take all my burden—Thou said 'st it shall be Thine;
Leaning on Thee I know I shall be strong.
Father! dear Father! I would be closer yet—
But thou must draw me, else I cannot come.
Thine arm is not enough—where else can I repose
But on Thy loving breast? Soft pillowed there
For ever let me lie! Weary and weak,
My feet had stumbled on this rugged way,
Had'st thou not held my hand; and now I'm come
Close to the narrow stream—E'en should its waters
Roar and Waves swell high—Thine everlasting arms
Shall bear me safely through—its floods can ne'er
O'erwhelm. Father! Thou lov'st thy child—
I do not doubt—but will "Lean Hard."
বিচ্ছাপন।

এই আস্তাচরিতের যত্নে গর্ষণ্য লিখিত হইয়াছিল, তাহার পরও ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বন্ধু মহাশয় ২৪২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি ইহার হস্তলিপিবাণী তাহার প্রিয় দৌহিত্রী, শীতল রুদ্ধকুমার মিত্র মহাশয়ের জ্যোঠা কন্যা, কুমারী কুমুদিনী মিত্রকে দিয়া যান, এবং তাহাকেই ইহা প্রকাশ করিবার ভার দিয়া যান। তাহার এই দৌহিত্রীর নাম তিনি কুমারীরান্ন রাখিয়াছিলেন। আস্তাচরিতের মূল খাতাখানি হইতে কুমারীরান্ন একটি নকল গ্ৰহণ করেন। তাহা হইতে, মূলের সহিত মিলাইয়া, এই পুনর্কর্ত্ত মুদ্রিত হইল। মুদ্রণকার্য্য নানা কারণে তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিয়া হইল। তজ্জন্ত ভূল ক্ষত লক্ষিত হইলে পাঠকগণ মার্জনা করিবেন।

বন্ধু মহাশয়ের একখানি সম্পুর্ণ জীবনচরিত প্রকাশিত হইলে ভাল হয়, কিন্তু তাহা সম্ভব নাই। পরে তজ্জন্ত চেষ্টা করা যাইবে।

তাহার বেঁচে চারিখানি ফটোগ্রাফ প্রকাশিত হইল, তথম যে খানিতে বৎসরের উল্লেখ নাই, তাহাই আহমদানিক ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের।
আমার প্রকৃত ধর্মজীবন ইং ১৮৬০ সাল হইতে সম্পূর্ণ পরিভাষণের সহিত আরম্ভ হয়। পূর্বে সেকেল কবিরশক্তিসহকারে বক্তৃতা লিখি-তান। তার মৃত্যুর অনুপস্থিতি অজ্ঞ যায় না। এসব সাধনার উপর অভ্যন্তরে অনুপস্থিত হইয়া*। উচ্চ কিংবা পরিবর্তে দ্বিতীয় সংখ্যা তাপলাতোপসাহার সহিত হইয়াছে।

আমার জীবনে সম্পাদিত কাঙ্গ্রেসের ফর্দ।

(২) রায়ের মৃত্যু প্রেরণের ভাব প্রবেশ করা। ও রায়ের সম্প্রদায়ের সঙ্গ-লক্ষণনির্দেশক বক্তৃতা।

(২) ধর্মবিজ্ঞানের শক্তি—ধর্মতত্ত্বালীক।

(৩) "Grand father of Nationality"—একজন আমাকে বলিয়াছিলেন। Hindu Revival হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ হইভে।

(৪) সমাজ-সংস্কার বিধবাবিবাহ নিঃসরণ পরিবারে প্রবর্তন।

(৫) আমার বাবা উর্বুথ হইয়া নবগোপাল মিত্রের ধারা হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন।

(৬) College Reunion.

(৭) বিবর্জন সম্মান।

[* এই রূপীত আমার প্রকৃত ধর্মজীবনের সত্যিতে পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় তিনি লিখিত যাইতে পারেন নাই।]
রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত।
Mahatma Raja Ram Mohan Ray.

Three-colour blocks by U. Ray.  

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.
স্নাতক রাজনারায়ণ বসু।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ।
রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত।

জন্ম ও বংশ রস্তাত।

১৭৪৮ শকের ২৩ই ভাদ্র দিবস (ইং ৭ই সেপ্টেম্বর ১৩২৩) বঙ্গ-দেশের চবিশ পরগণা জেলার মাওরা পরগণায় বোড়াল গ্রামে আমার জন্ম হয়। * চাপড়া ঘটার দিন জন্ম হয়। আমার গ্রন্থ হয়, যে পর্যন্ত না ব্রাহ্মণ অবস্থান করি, প্রতি অমৃতসর দিবসে মাতাগুরুরাণি আমাকে পীতবন্ত রাখিতেন ও আমি দ্বারা একটি মাছ পুকুরে ছাড়িয়া দেওয়াইতেন। আমার পুর্বপুরুষদিগের নিবাস গড় গোবিন্দপুর ছিল। ইংরেজের যখন ঐ স্থানে ফোট উইলিয়াম ঢুঁই নির্মাণ করেন, তখন তাহার একজি জমি কলিকাতার বাহির সিমলা প্রাচীন আমার পিতৃ-পুরুষদিগকে দেন। বাহির সিমলার প্রাণোৎসাহ বস্তু আমার পুরুষপুরুষ-দিগের জ্ঞাতি ছিলোন। তাহার বঙ্গোপন্থ তৃষ্ণাবশ বস্তু একস্থানে (১২৯৩) রাজা ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ম করিতেছেন।

বাহির সিমল পরামৃত মাতৃশীরের পুকুরের নিকট এশাকঞ্চ বন্দুর বাতি হইতে আমার প্রেতিতামহ শুকদেব বস্তু কোন কারণ বশতঃ বোড়ালগ্রামে বসতি করিতে বাধ্য হইয়াই। ইনি পাঞ্জুরোগে আক্রান্ত।

* এই আত্মচরিতের তিনি ভির নাম ভির ভির সময়ে লেখা হয়। যে হলে ঐ স্থানে পীতবন্ত রাখিতে বাহির করিবার অবশেষ হইয়াছে, তাহার পূর্বকালের ভির উল্লিখিত হইয়াছে।

† [অর্থাৎ বিনিময় পুরুষ।]
রাজমহারাজের বয়স্তত্ত্ব অস্ত্র-চরিত।

হইল। বৈদ্যনাথ (সেখানে আমি একেশ্বরে অবস্থিতি করিতেছি) হত্যা দিবার অন্য সংগ্রাম হইতে বায়া করেন। রাজ্যের স্বপ্ন হয়। তাহাতে যে সম্প্রদায় উপভোগ লাভ করেন, তাহা হইবার জন্য আমাদিগের বোড়ালের বাণিজ্যিক ব্যক্তিরা নানা স্থান হইতে আসিত। আমার পিতামহ, তৎপর আমার খুঁড়া মহাশয়, ঐ উদ্দেশ্য বিতরণ করিতেন। অনেকে উভয় উদ্দেশ্যের পশ্চাৎ আরোগ্য লাভ করে। ইংরেজী ১৮৬৮ সালে যখন বোড়ালের বাণিজ্যিক ব্যবসায়ী করিতে আসি, তখন সেই উদ্দেশ্য প্রাপ্ত মহাশয়কে ঐন্দ্রিয় ও বিতরণ করিবার তার দিয়া আসি। এক্ষণে অতি আশা লক্ষ্য ঐ উদ্দেশ্যের জন্য আইসে।

শুধুমাত্র স্বস্তির ছই পত্র, রামগ্রাম বস্ত ও রামমহারাজ বস্ত। রামগ্রাম বস্ত চাকুরী করিতেন, তাহার অষ্ট রামমহারাজ বস্তু বাটিতে বসিয়া গৃহ-কার্য্য দেখিতেন। সেকালে ঐসব রীতি ছিল, এক ভাই চাকুরী করিতেন, আর এক ভাই বাটিতে ধাক্কায় গৃহকার্য্যের সময় সমস্ত অত্যন্ত ধার করিতেন। রামগ্রাম বস্ত চাকুর কষ্টের সেইন্তায় ছিল। তখন চাকুরী কাপড়ের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ঐন্দ্রিয়া কোম্পানী ঐ কাপড়ের উপর ভারতের জেলায় মানস্ত বসাইয়াছিল। আমাকে কোন সাহায্য বলিন্তে যে, ঐ নিধারণ প্রণালী দ্বারা চাকুর কাপড়ের ব্যবসায়ের গালায় দঝিল দিয়া উহাকে হত্যা করা হয়। রাম-প্রসাদ বস্ত বড় উদারচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। যাহা উপাঙ্কন করিতেন, তাহার অধিকাংশ দান করিতেন। বোড়ালের ব্যাঙ্গণিদের স্বর্ণ ও অশ্বত্থ স্বস্তি দান করিতেন। স্বর্ণ দানে অনেক ফল বলিয়া তাহার দান করিতেন। সে কালে অতিথি দেবা একটি পরমহিন্দু বলিয়া গণিত হইত। এ দিকে খুঁড়া বাটী (সেকালের পরিষ্কা বাটী করিবার রীতি এরপর চর্চিত হয় নাই) এবং পিতামহী ঠাকুরালীদিগের হাতে রূপার
জন্ম ও বংশ-বৃত্তান্ত।

পৈঠে, তথাপি বাড়িতে প্রতাহ ছিল বেলা একশত পাত পড়িত। পিতা-মহিলাকুর্দীরা সহজে পাক করিয়া লোকদিগকে খাওয়াইতেন, এবং পৌঁছিল বাটীর কাঠ ধি খাইলে তাহ দেখিয়া না বিলিয়া সকলের অন্য প্রস্তুত রাশিকৃত উঠষ্ক অল্পের উপর ধি ঢালিয়া দিতেন। কোন কারণ বলিতঃ আমার বড় ঠাকুরদাদা ঢাকার কর্মে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। যখন কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বাটীতে বসিয়াছিলেন, তখন উপরি উল্লিখিত স্বপ্নটি ঐক্য একমাত্র জীবনাপায় ছিল। একদিন গ্রামের একটি অতি দরিদ্র প্রাণে আসিয়া তাহাকে বলিল যে, কল্য আমার খাওয়া হয় নাই। এই সময় তাহার নিকট একটি মোটা টাকা ছিল। তিনি আপনার কি হবে না তাহি ঐ টাকাটি ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা লইতে অসম্মত হন। অনেক বেদান্তদিয়ের পর তিনি তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। ব্রাহ্মণ বাইবার সময় বড় ঠাকুরদাদা মহাশয় তাহাকে বলিয়াছিলেন, “তোমাকে আমি এই টাকাটি দিলাম, বড় গিরি (তাহার বড় স্ত্রী) এখন টের না পায়, তাহা হইলে আমাকে গালি দিয়া ভূত ছাড়া করিবে; যেহেতু এই টাকাটি আমার আত্মাকে একমাত্র অবলম্বন।” ঐক্যের কি কারণাঃ! ক্ষণেক পরে, কল্যাণকার এক বাবুর চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহার নিকট হইতে মোট টাকা আইসে।

সেকালে মুসলিম রাজ নীতি নীতি অনুসরণ করিতে আহ্মদিয়ের দেশের ভজ্জিতারা তাহাদিগকেন। বড় ঠাকুরদাদা চিন্তা পাঞ্জামা পরিয়া বাটীতে বসিয়া খাওয়াইতেন এবং দলাদলি করিতেন। একসময় ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিয়াছিল, “চিন্তা পাঞ্জামা পরিয়া দলাদলি করিলে কেহ আপনার কথা নিবেন না, চিন্তা পাঞ্জামা পরিত্যাগ করুন।”

আমার পিতামহ রামচন্দ্র বহুবর্ষ বড় উদারচিত লোক ছিলেন।
রাজনারায়ণ বন্ধুর আত্ম-চরিত।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে একটি ছাতি ধাড়ে করিয়া গ্রামের প্রত্যেক লোকের বাড়িতে যাইতেন এবং প্রত্যেক লোকের সেই দিনের অল্প আহার দ্বারা আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন। যাহার না থাকিত, তাহাকে তাহা নিজ বাড়ি হইতে পাঠাইয়া দিতেন। বিদেশে চাকরী করে, একন্ত লোকের পুকুরিণী খনন অথবা বাটী নির্মাণের ভার লইয়া, তুই প্রহর রৌদ্রে বৃষ্টি মধ্যমারায়ণ তৈল মাখিয়া, ছাতা লইয়া ঐ কার্য্য তদারক করিতেন। বায়ুরোগ ছিল বলিয়া মধ্যমারায়ণ তৈল ব্যবহার করিতেন। এই বায়ুরোগ জন্য তাহার ধাত এমনি গরম ছিল যে, শীতকালে একটি ফিনফিনে উঠানি গায়ে দিয়া কাটাইতেন। গরম কাপড় সহ করিতে পারিতেন না। তিনি পাগল পুষ্টিতে ৩ঢ় ভাল বাসিতেন।

একদিন গ্রামের প্রাতঃ বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার সৌভাগ্যক্রমে একটি পাগলের সহিত তাহার মোলাকাঁং হয়; তাহাকে বাড়ী আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার তোলোরের সাম। কি? সেই পাগলের একটি দৃষ্টি পরা ও মাথায় একটি লাল টুপি ছিল, সেই লাল টুপিতে তুতুকগুলি গুঁড়ুর বাধা ছিল। সে সকল বলিত “আমার নাম পূর্বে অনুক মুখুর্যে ছিল, এক্ষণে আমার নাম Don Antonio Pedro, আমি লিসবোয়া (Lisbon) গিয়াছিলাম।” তখন পটুরিজ জাহাজ বাণিজ্যার্থে বণ্দনায়ে আসিত, বোধ হয় এই বাণ্ডি তাহাতে চড়িয়া। বিলাত যাইয়া থাকিবে। ঠাকুরদাদা, বাইতে যে সকল রোগী স্পর্শে শুষ্ক হইতে আসিত, তাহাদিগের বিষ্ঠা মূত্র স্বহস্তে পরিপাক করিতেন। রোগীদিগের সঞ্চিদিগকে তাহাদিগের সেবা করিতে দিতেন না, নিজে স্বহস্তে তাহাদিগের সেবা করিতে ভাল বাসিতেন। ইহা তিনি পুণ্যকার্য্য জান করিতেন। এক্ষণে সত্যতাত্ত্বিক বাণিজ্যিকদিগের ভায় তাহাদিগের বিষ্ঠা মূত্র স্বহস্তে পরিপাক করিতে যুক্তি করিতেন না। কোন কোন ইংরাজকে আপনাদিগের
জন্ম ও বংশ-বৃদ্ধি

অতি গ্রিয় বন্ধুর এই রূপে গৃহায় করিতে দেখা যায়। ইহাকে তাহারা nursing বলেন। পুরুষ অপেক্ষা বিবরা। এই কার্য্য অধিক করিয়া থাকেন; কিন্তু আমাদিগের বর্তমান বাঙালী বাবুরা, বাবুরা। ইংরাজিদিগের অসুখকরণ করিতে তাহ বাসেন, তাহারা এই কার্য্যকে দুঃখ করেন। আমরা ইংরাজিদিগের দোষগুলি অন্তকরণ করিতে পারি, সদ্ভূপ অসুখকরণ করিতে পারি নাই। রামকুমার বন্ধু দীনবরিশের দ্বারা সেবা গৃহায় করিলেন, বর্তমান বাবুরা তাহার না করেন, খুব নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের ঐরূপ সুশ্রুষা করিতে দুঃখ না করিলে বাচি।

রামকুমার বন্ধুর তিন পুত্র। তাহার বড় বৃদ্ধ বাবা এক পুরুষলাভ করেন। তাহার নাম মুমুখান বন্ধু। তাহার ছোট বৃদ্ধ বাবা তাই পুত্র হয়। তাহাদিগের নাম নন্দরশার বন্ধু ও হরিহর বন্ধু। নন্দকিশোর বন্ধুর জন্ম ১৮০২ সালে এবং হরিহর বন্ধুর জন্ম ১৮০৪ সালে হয়। নন্দকিশোর বন্ধু আমার পিতা। ইহীর বিবরণ দিবার পূর্বে আমার খুড়ো মহাশয় হরিহর বন্ধুর বিবরণ দিতে উপযুক্ত বোধ করি। ইহীন ২৩ বৎসর বয়স্কের বায়ুরোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েন, সেই অবধি তিনি কলিকাতায় আর আসেন নাই। বোঝা কলিকাতায় হইতে হয় কোষ দুর্ধ মাত্র, তথাপি আসেন নাই। কলিকাতার বাস্ত আকারের যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহার তিনি মূল্যক পর্যন্ত চকচকে আদেশে দেখেন নাই। ৬৩ বৎসর বয়স্কের তাহার মৃত্যু হয়। পাল্লি চোদ। তিনি বিপদ জ্ঞান করিলেন। তাহাতে তাহার বড় অসুখ হইত। সহ্য দুর্বলতা জ্ঞাত অসুখ হইত। ইহীন আমাদিগের বৈদ্যশাস্ত্র বেশ জানিতেন। এামে চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কাহারো নিকট কিছু লাইতেন না। কথন পীড়িত ব্যক্তিকে গম্বুজ করিতে হইবে, তাহারা নাই দেখিয়। ঠিক বলিলা দিতে পারিতেন; এই জন্ম গ্রামে তাহার অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা ছিল। অতি বিশ্ব লোক বলিলা গ্রামে।
নাম্বারীয় বস্তুর আত্ম-চরিত।

তাহার খাতি ছিল। শাদীর অনেক লোক তাহার কঠোর ছিল। তাহি গ্রামের একজন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য ছিলেন। আমাদিগের কাছে ছুই-বেলা গ্রামের লোকের বিলক্ষণ জনতা হইত। অনেক তামাক পুরোধর গ্রামের লোক তখন ছুই ডাল বিভক্ত ছিল। একটি ডালের নাম বাজারিয়া দল, আর একটি ডাল ব্যাঙ্গানীর দল। আমার খুঁড়া মহাশয় ব্যাঙ্গানীর দলের কর্তা ছিলেন। আমার খুঁড়া মহাশয় নবজোবনকালে রামমোহন রায়ের একজন অমন্ত্র ছিলেন, এই অস্ম তাহার দল ব্যাঙ্গানীর দল এই নাম লাভ করিয়াছিল। তাহার নবজোবনকালে তিনি এককালে বাদার সমুদ্রথিত মোহী পুষ্করিণীর ধারে সিংহী রামমোহন রায়ের সহায়তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে গ্রামের রামধন তর্কবাদী সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। খুঁড়া মহাশয় কি এই পাঠ করিতেছিলেন, তাহা জানিতে পারিয়া। তাহা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া ধোবা পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। খুঁড়া মহাশয় বলিয়া দলাল করিয়াছেন যে, কিন্তু আপনার অন্যহৃদিকে লইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। বাজারিয়া দলের লোকেরা গ্রামের ঠাড়ের বাজারে সিংহী কেবল গাঙ্গা খাইত ও বাজারের লোকদিগের নিকট বলপূর্বক তোলা তুলিত। খুঁড়া মহাশয় একবার তাহারদিগের অত্যাচারের বিষয়ে শ্রীরামপুরের মার্শাল সাহেবের একাস্তিত্ব "সমাচার দর্পণ" নামক সমালোচনায় এক পত্র ছাপাইয়া দেন।

তাহার দাবোগা আসিয়া ঠাড়ের বাজারে সিংহী উঠ বিষয়ে সরো-দ্ধাল করে। আমার পিতামহের কলিকাতায় চাকরী করিতেন, আর খুঁড়া মহাশয় বাটি ধারকিয়া গৃহস্থালি দেখিতেন। খুঁড়া মহাশয় আমাকে পুর্ণাঞ্চল ভালবাসিতেন। বাটিতে রোপিত বোধাই আমার গাছে প্রথম ফল যখন ফলিল, তখন আমাকে খাইতে দিয়া বলিলেন যে, অস্ম আমার গাছ পোত্ত সার্থক হইল। বিধবা বিবাহ প্রথা আমার পরিবার মধ্যে
জন্ম ও বংশ-রূপান্তর।

এরকম করাতে তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকিলেও আমার প্রতি এইরূপ সহ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আমার পিতা নন্দকিশোর বন্ধু রামমোহন রায়ের স্কুলে ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতাঠাকুর ইংরাজী ভাষা উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, কিন্তু ঐ ভাষাতে বিশ্বদৃষ্টপথ পরাধি ও বিষয়কর্ত্তর কাগজপত্র লিখিতে পারিতেন। আমি যখন কলেজ ছাড়িয়া বেঙ্গল সেক্রেটারি হালিডে সাহেবের ( ইনি পরে সেক্রেটেন্ট গবর্নর হয়েন ) নিকটে ডেপুটী মার্জিনেটে জন্ম প্রাপ্তি হইয়াছি, তখন পিতাঠাকুরের পরিচয় দেওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন, “That Nanda Kishore who used to write English so well ?”

রামমোহন রায়ের স্কুল হেয়ার পুকুরনীর দক্ষিণপূর্ব কোণে অবস্থিত ছিল। পরে ইহা পূর্বাঞ্চলের স্কুল এই নাম লাভ করে। পিতা ঠাকুর স্কুল ছাড়িয়া বিন নতুক রামমোহন রায়ের সেক্রেটারীর কার্য করেন। তিনি রামমোহন রায়ের এক জন প্রাথমিক শিক্ষা ছিলেন।

আমাদিগের গ্রামের নিকটস্থ রাজপুর গ্রামের মধনমোহন মজুদারও ( সব বাড়ীর লোকে ইহাকে মধন কাকা বলিয়া ডাকিত ) তাহার এক জন প্রাথমিক শিক্ষা ছিলেন। ইনি যখন কলিকাতায় বাবার নিকট অধ্যয়ন আমাদিগের বোড়ালের বাড়ীতে আসিতেন, তখন আমাদিগের মহা আনন্দের উদয় হইত। ইহার কেশ তখন শূন্য হইয়াছিল। আমার মাতামহ অন্য কয়েক মেহেরাইয়া আমার মাতা ঠাকুরাণীর সহিত আমার পিতার বিবাহ হয়ে। তাহাতে বাবা চাটুয়া পুনরায় একটি বিবাহ করিতে ইহা প্রকাশ করাতে রামমোহন রায় তাহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন যে, গাছের ফলের ঘায়া গাছের উৎক্ষেপা বিবেচনা করা কর্তব্য। যদি তোমার এই ক্রীতে উজ্জ্বল পুত্র জন্ম, তবে তোমার এই ক্রীতে স্বন্দরী বলিয়া জানিবে।
রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত।

পিতাধীকুর প্রথমে দিন কতক হবলা। আরিসে কেরাণীগিরি কারয়াছিলেন। সে কালে হবলা (Hurkaru) বলিয়া এক সম্পাদ- পত্র ছিল। তাহা এক্ষেত্রে Indian Daily News সমাধিক্ষেত্রের সহিত একঘোড়া হইয়াছে। এই হবলা। সম্প্রতি নদীগোপাল নামক এক ইংরাজী কবি (ইন ইংরাজী ভাল জানিতেন না, তথাপি ইংরাজীতে কবিতা লিখিতে ছাড়িতেন না) তাহার শ্রীতি "Golden Moon" নামক কাব্য লিখিয়াছেন "Hurkaru husband Englishman Wife"। হবলা কাগজের তেকজসী লেখার জন্য তাহার হবলা বলিয়াছিলেন। তখন হবলার মালিক Samuel Smith সাহেব ছিলেন। তখন সাহেব আমার পিতাধীকুরকে বড় ভাল বাসিতেন।

পিতাধীকুর হবলা আরিসে চাষ্যা অচে হই এক জায়গায় কেরাণীগিরি করিয়া একাকু বৎসর বয়সে গাঞ্জিপুর Opium Agency Office এ নিযুক্ত হয়েন। John Trotten সাহেব তখন Opium Agent ছিলেন। পিতা ধীকুরের একবার জর হওয়ায়ে সেখানকার ভাস্কর সাহেব তাহাকে তেরিমি এক জেলাপ দেন যে, সেই জেলাপে তাহার অসংখ্য দান হয়; সেই অবধি তাহার শরীর ভালো হয়। তখন তাহার জলাপ দেওয়া, ফল খোলাও ও জোক লাগানো রীতি প্রচলিত ছিল। তত্ত্বে বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া কোন কোন আরিসে কর্ম করিয়া টেজস্মীতে নিযুক্ত হয়েন। তত্ত্বে দেবোত্তর তেকোত্তর জমি বাস্কের জন্য স্থাপিত Special Commission Office এর হেড কেরাণী পদে নিযুক্ত হয়েন।

এই কর্ম করিতে করিতে তাহার মৃত্যু হয়। ইংরাজী ১৮৪৫ সালে ৪ই ডিসেম্বর ৪৩ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়।

হফিতাধীকুর অভিগম খাটু লাক ছিলেন। তিনি যার মনে করিতেন,
তাহাই ইংরেজ Special Commission Office এ যখন নিযুক্ত ছিলেন,
তখন অন্তায়রূপে অনেক টাকা রুপগার করিতে পারিতেন। দেবোতের
ব্যাপ্তিতে মধ্যে রাজ্যের হইতে নিদ্রিত লাভ করিবার জন্য অনেক লোক
স্থানকে ধরিয়া, তাহা দেয়ার নিকট হইতে উংকোচ হইলে অনেক টাকা
রুপগার করিতে পারিতেন, কিন্তু এক পল্লী হইতে না। এরূপ আছে
ছিল, সেইরূপ বায় করিতেন, তাহাকে বড়মান্তি করিতে কেহ দেখে
নাই। তাহার মৃত্যু সময়ে আমি কোন সংক্ষিপ্ত অর্থ তাহার উত্তরাধিকারী
স্থান পাওয়া দুর্বল ধর্ম, তাহার কৃত কতকগুলি ধন পরিশোধ করিবার
ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তিনি ষেই Special Commissioner যুগ
সাহেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি এখানে এখানে কর্ম করিয়া-
ছিলেন, সকল স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক
বড় মানুষের সহিত তাহার আলাপ ছিল, সকলেই তাহাকে তাহার
সৎপ্রকৃতি ও আমরিক স্বভাব জন্য অতিশয় সমান করিত ও ভাল-
বাসিত। ইনি বেদান্তধর্মে বিশ্বাস করিতেন; যখন ঈহার মৃত্যু হয়,
তখন শরৎভাত আনাইচের পাড়াতে বলেন এবং তাহার জন্য করিতে
করিতে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল, তাহার বুদ্ধ। অমৃত
অত আনুভুমের উপর রহিয়াছে। রামমোহন রায়ের সকল শিষ্যরা
বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মে বিশ্বাস করিতেন। পিতার কূপের বেদান্ত প্রতি-
পাট নিরাকারবাদ বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তাহার এই মত ছিল যে,
ভিতরে যাহা মত ধারক না কেন, “তথাপি লোকিকচর্চ মনসাপি
ন লভন্তে” মনেতেও লোকিকচর্চ উঠতে হইবে না। তিনি কোনতেও
কুধি লইয়া রোজ পুঞ্জ আহিক করিতেন, আর একটি গ্রেটের উপর তুল
সীর মালা রুলানো থাকিত। রামমোহন রায়ের অন্মুকতা ব্যক্তি বালিগু
অন্য কোন ব্যবস্থার ভাষতে যাইলে তাহার পরিশোধ যাইতে। বর্ষান
ব্রাহ্মণের একটি আচরণ করতে হয় করিতে পারেন, কিন্তু তাহাঁ-
দীপির ইহা বিচেতন করা কর্তব্য যে, সকল ধর্ম একবারে উল্লিখ লাভ করে না। ক্রমে উল্লিখ লাভ করে। অতএব সেই ধর্মের প্রথম অনুষ্ঠান অশুভস্তুবিদ্ধগণে অবমান করা উচিত হয় না। এক্ষণে কার করোনার বালকের, নিউটিন অপবেক্ষা গণিত জ্ঞানে, তাহা বলিয়া কি তাহার? নিউটনের মুখ সম্পাদন বিশেষত্বের গ্রন্থি হইলে, তাহা বলিয়া কি তাহার। লোকিকাচার পালন করা। ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। অতএব তাহা পালন করার বলিয়া কিঞ্চিৎ গণ্য হইতে পারে যদি এখানে লোকিক তাহার পালন ভয়ানক দোষ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে মহামায়া। সক্রেটিসকে ঐ দোষ দূষিত বলিয়া হইবে।

তিনি মৃত্যুকালে বলিয়া ছিলেন “Crito, I owe a cock to Aesclapianus”。 সক্রেটিস লোকিকাচার পালন ধর্মের অঙ্গ মনে করিতেন। ১৮৪৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে আমার পিতামাতাকের মৃত্যু হয়। অনেক দিন হইল পিতামাতাকের পরলোক হইয়াছে, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, যেন এখনও তিনি জীবিত আছেন। এখনও যেন তিনি সেই ভিডিতে কিন্তু যেন মোর্ডিয়া গড়া। গোর্থন কর্মীর লইয়া দুর্ভাগ্য ডেন নিকট দুর্ভাগ্য প্রতিকার্য লিখিতেছেন। তিনি যখন বলিয়া লিখিতেন না।

আমার বাল্যকালে আমার স্মরণ হয়, যে, আমি শিব পূজা করিতে
ছিল বসিতাম। খেলার মধ্যে তাহা প্রথান খেলা ছিল। শিব গড়া পূজা
করিতাম ও তাহার সংখ্যা কমান। ইত্যাদি বলি বিতাম। শিবকে বলি
দেওয়া শান্তসমস্ত নহে, মূরকিরা বলিলেও তাহার শুনিতাম না।

-------------------
শৈশব ও তাত্কালিক শিক্ষা।

আমার শিক্ষা “মা নিয়ম” এবং চালকো-গল্পে এবং

গাড়—ঈশ্বর
লাড়—ঈশ্বর
আই—আমি
ইউ—তুমি
কম—আইস
গো—যাও

এই সকল মুখ্য করার দ্বারা আরম্ভ হয়। পবিত্র বালীকর পবিত্র রসন। হইতে যে অমৃত্ত ছন্দের প্রথম গল্পে আপনা হইতে নিম্ন্ত হইয়া তাহার আশ্চর্যরূপে আঘুত করিয়াছিল, তাহা নূতনে হইলে মুখ্য করাইয়া তাহার শিক্ষা আরম্ভ করান হইত। আমার প্রবন্ধ হয়, আমার কেঠা মহাশয় মধুর বস্ত, বীরস্ত নাম পূর্বে উল্লেখ্য হইয়াছে, তিনি আমাকে তাহার হাতের উপর বসাইয়া আমাকে “গাড়—ঈশ্বর, লাড়—ঈশ্বর” মুখ্য করাইতেন। দুর্গারাজ্ঞের বস্ত মধুর বস্ত পুত্র। ইনি এক্ষণে (১২৯৩) মেদিনীপুরে কেহ করিতে ছিলেন। ইনি অতি সুখবিক্ষিত ব্যক্তি। মেদিনীপুরে গিয়াছেন, অথচ দুর্গারাজ্ঞের জানেন না, এমন লোক নাই। আমি যে শ্রুত মহাশয়ের কাছে পড়িতাম, তিনি বর্ধমানের একজন উদ্ধৃতেরমিছ। কিন্তু তিনি উপজ্যুত ছিলেন না। কিন্তু আমি তাহাকে ভয়ানক পদার্থ বলিয়া দেখিতাম। তিনি যখি “রাজ্ঞারাজ্ঞে” বলিয়া আমাকে ডাকিয়া, তখনই
আমার আত্মাপূৃব ওকাউয়া নাইত। নাট বৎসর বয়ঃক্রমের সময় পিতা
ঠাকুর আমাকে শিক্ষার কলিকাতায় আনেন। আমি প্রথমে এক
গুরু মহাশ্রমের পাঠশালায় আমাকে ভদ্রি করিয়া দেন। কিছুদিন পরে
ইংরাজি শিখিবার জন্য শত্রু মাঠারের স্কুলে ভদ্রি করিয়া দেন। এই স্কুল
বৌদ্ধারের একটি ছোট অন্ধ্রার ঘরে হইত। ছাত্রের সংখ্যা অতি
অল্প ছিল। শত্রু মাঠার অতি অল্পই ইংরাজি জানিতেন। তিনি গৌর
হিন্দু ছিলেন ও তাহার নাসিকার উপর চন্দনের এক দীর্ঘ তিলক ধারণ
করিতেন। তিনি অপরাহ্ণ স্কুলে আসিয়া পড়াইতেন। পূর্বার্ঘে
গ্রিফ সাহেব আসিয়া পড়াইতেন। গ্রিফ সাহেব শত্রু মাঠারের
অপেক্ষাও ইংরাজী অল্প জানিতেন। কিন্তু তাহার বালিয়া কি হয়? একটি
লাল মুখ ধারিয়া যেমন স্কুলের গুমর বাড়ে, এমন আর কিছুতেই নহে।
ভূল করিলে ইহার ফেলার দ্বারা ছাত্রের হাতে মারিতেন। অনেক দিন
অবধি ফেলে শব্দের বৃত্তপতি কি জানিতে পারি নাই; পরে একদিন
লাটিন ভাষার অভিধান দেখিতে দেখিতে Ferula শব্দ পাইলাম। উহা
একটি কাঠের চাকৃতি, মন্ত লংটিওয়ালা। উহা রোমানন্দগীর দ্বারা ও
সেকালের ইংরাজীগীর দ্বারা ছাত্রকে দুই দিবার ক্ষুদ্র বাধ্যত
হইত।

শত্রু মাঠারের স্কুল হইতে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভদ্রি হই। তখন
হেয়ার সাহেবের স্কুলের নাম School Society’s School ছিল।
School Society দ্বারা সেকালে অনেক উপকার হইয়াছে। তাহাদের প্রকাশিত Reader গুলি অতি উন্নতর পৃষ্ঠক ছিল। স্কুলের
প্রকৃত নাম "School Society’s School" হইলেও হেয়ার সাহেব
উহার কর্তা ছিলেন। সাধারণে লোক হেয়ারের সাহেবের স্কুল বলিয়া
ভক্তি। হেয়ার সাহেবের জীবন-বৃত্তান্ত সাধারণে অবগত আছেন।
শেষের ও তাৎকালিক শিক্ষা।

বীরাগ্রা অবগত নহেন, তাহাদিগকে পারিচায়ক মিত্র প্রণীত Life of Dr. Hare পড়িতে আমুরোধ করি।

বাঙালীরা মন্ত্রণা জাতি জানিয়া, যাহাতে বাঙালী বালকেরা পরিষ্কার ধাকিতে যত্ববান হয়, তজন্ত হেয়ার সাহেব মধ্যে মধ্যে স্কুয়েলের ছাত্র হইবার সময়ে স্কুয়েলের ফটকে একটি তোয়ালিয়া ও বেত হাতে করিয়া দাতাহাইয়া ধাকিতেন। প্রত্যেক বালকের গা তোয়ালিয়া দ্বারা কথা করে ক্ষেত্রে রগড়ভাইয়া ধাকিতেন। যদি মর্যা বেরোয়ো, তাহা হইলে তাহাকে ছাদ এক ধা বেত কন্শাইয়া দিতেন। তিনি বালকদিগকে গা পরিষ্কার করিবার জন্য সাতান দিতেন। এতে শিক্ষার তাহাকে হাতের সেখা দেখিতে হইত। তিনি লিখিতায় বিষয় যে সকল উপদেশ দিতেন, সেইরূপ না লিখিতে ছাদ এক ধা বেত কন্শাইয়া দিতেন। তিনি একটা অক্ষর বড় ও একটি অক্ষর ছোট হইলে চাড় রাগ করিতেন। আমার ভাবায়কৃতে কখন তাহার নিকট হইতে বেত খাই নাই! কিন্তু আমি তাহার বেঁচালনারণী নিবন্ধন করিবার জন্য বেত থাইয়া একটি ছাত্রের আত্মহত্যার গল্প আমার তখনকার ইংরাজীতে লিখিয়া তাহার হাতে অর্পণ করিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার ঐ গল্প হইতে তিনি উপদেশ লাভ করিবেন, কিন্তু করিলেন না। যখন আমি এই কার্য করি, তখন আমার বয়স এগার কি বার। এই কার্যের জন্য আমি নিজে বেত খাই নাই, এক্ষেত্রে আমার পরম সৌভাগ্য জান করি। আমার চোদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি হেয়ার সাহেবের স্কুয়েলে পড়ি। হেয়ার সাহেব আমাদিগের বক্তৃতাশক্তি ও রচনা-শিক্ষাভূক্তি উন্মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে একটি বিতর্ক সভা (Debating Club) সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে “Whether Science is preferable to Literature” এই বিষয়ে এক প্রশ্ন লিখিয়া পাঠ করি। যদ্যপি আমার গণিত (mathematics) ভাল লাগিত না,
তথাপি আমার প্রবন্ধে আমি তাহাকেই সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা অপর্য করিয়াছিলাম। আমি আমার প্রবন্ধে একশূন্ধর শ্রেষ্ঠতা ও নিঃস্বার্থ দ্বারা প্রাকৃত করিয়াছিলাম, তাহাতে হেয়ার সাহেব আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমার প্রতি তাহার অতিশয় রেহ জমিয়াছিল। তিনি পিতার হাতে তেজপূর্বক আমাকে বলিয়া দেন যে, “কত শীত তুমি বাড়িয়েছ, (how fast you are growing)” একবার হবে টেলিফোনে আমি তাহাকে সম্বাদ দেওয়া তে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সম্বাদ দিলে তিনি অবশ্য আমাকে ডাকার ও ঔষধ দেওয়া দেখিতে যাইতেন।

হেয়ার সাহেবের বক্সের প্রথম শ্রেণীতে যখন আমি পড়ি, তখন আমাদিগের তিনজন শিক্ষক ছিলেন। একজনের নাম তুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর একজনের নাম উমাচরণ মিত্র, তৃতীয়ের নাম রাধামোহন দে। তুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত স্বরূপনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। ইনি পরে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার হইয়াছিলেন। উমাচরণ মিত্র জ্ঞানী নিবাসী ছিলেন। রাধামোহনের বাটী কলিকাতার চৌপাতলায় ছিল। উমাচরণ হেডমাস্টার ছিলেন। তুর্গাচরণের নিকট আমরা কত উপকৃত তাহা বলিতে পারি না। তিনিই আমাদিগের মনে জ্ঞানের ইচ্ছা এবং অমৃতস্রাদের ইচ্ছার উদ্দেশ্য করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের মনে মুক্তকাকে প্রথম এগুরুটিত করেন। শোনার মধ্যে এই যে, তিনি আমাদিগের নিকট সংশ্রবাদ প্রচার করিতেন। পরকালই নাই এবং শুধু ঘটিকা শব্দের কাছে, এইরূপ উপদেশ দিতে দিতে যদি উমাচরণ আসিতেন,তাহা হইলে বলিতেন, “Let us stop for a while, Umacharan is coming!” উমাচরণ অতিক্রম ছিলেন, তিনি সংশয়বাদ ভালবাসিতেন না। উমাচরণ আমাদিগের নিকট Scott's Ivanhoe,
শেখর ও তাংকালিক শিক্ষা। ১৫

Pope's Poems, Prior's Henry to Emma এবং অন্যান্য গদ্য পন্থা কাব্য আমাদিগের নিকট উত্তমরূপে পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের মনে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট জনমাহায়া দিয়াছিলেন। তিনি এরূপ ঐ সকল কাব্য পড়িতেন, তাহা কখন তুলিরার নাহে। যে সকল গদ্য পন্থা কাব্য তিনি আমাদিগের নিকট পড়িতেন, তাহার ক্রমের পাঠ গুনুক ছাড়ে। একালের কোন শিক্ষক কি এরূপ নিয়ম থাকেন? আর কি করিবারও জো নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী দ্বারা হস্ত পদ ভাঙ্গা।

রাধামাধব আমাদিগকে গণিত শিখাইতেন। চিরকালই আমি গণিত-বিদ্বেষী। গণিতের গুনুক দেখিলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত। ঐ রোগকে গণিততত্ত্ব রোগ বলে যাইতে পারে। উহা অলংকৃত রোগের ভাষা। গণিতের মধ্যে বীজগণিতের প্রতি আমার আকৃষ্ট ছিল। গণিতের প্রতি অমনোযোগ দ্বারা রাধামাধবের মনে কতই না কষ্ট দিয়াছিল। ঐ রাধামাধব বাবুর সহিত পরে আমার মেদিনীপুরে দেখা হয়। তখন আমি মেদিনীপুরে জেলা স্কুলের হেড মাহার। তিনি Overseer P. W. D. পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন।

হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় আমি হতশ্রেষ্ঠে মৃদুত্ব একটি সহায়তাতে প্রতি সোমবার বাহির করিতাম। উহা সমস্ত হাতে দিয়াই বাহির করিতাম। সহায়তাতে যেমন সহায়, সম্পাদকীয় উক্তি ও প্রেরিত পত্র থাকিত, উহাতেও সহায়তা গবেষণাকে থাকিত। ঐ কাগজ চালানোতে আমার সমাদ্যায়ীকে আমাকে সাহায্য করিত। ঐ সহায়-পত্রের নাম Club Magazine ছিল। উহার নাম আমাদিগের ক্লাবের নামে রাখিয়াছিলাম। নামটি পুরাতন ইংরেজী অক্ষর (Old English Character) কাগজের শিরোনামে অক্ষরাভাসে লেখা করিত। ঐ কাগজ দেখিয়া হৃদয়চরণ বলিয়াছিলেন যে, উহা বেন
নেপালিনের বাল্যকালের তুষারধর্ষ নির্মাণের ভাব। কিন্তু আমি একে বড়লোক হইব, তিনি আশা করিয়াছিলেন, তাহা আমি কিছুতেই হইতে পারি নাই। আমার মরণ হয়, হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় আমি ইংরাজীতে একটি প্রেমায়ক কবিতা (Satire) রচনা করিয়া তাহাতে আমার প্রধান প্রধান সংজ্ঞা দিয়া বিশেষতঃ একজন সুর্বন্তৃবল্লিক ভাষার সঙ্গীকে বিদ্রো কর্মের যোগ্য ছিল। তাহাতে সুর্বন্তৃবল্লিকা শুধু প্রাচীন বর্ণকেরা শব্দ দ্বারা তাকা কিংবা পরিক্ষা করির যায়, তাহার উল্লেখ ছিল। এই কবিতা রচনা জন্ত আমার অন্যতম হইতেছে।

হেয়ার সাহেবের স্কুলে থাকিয়া ক্লাসের পড়া হইয়া। আমার প্রথম অতিরিক্ত পাঠের বিষয় Robinson Crusoe। ঐ পুস্তকে উল্লিখিত ঘটনা সকল এমনি মনে বিদ্রোহিত হইয়াছিল যে, দেওয়ালি আমার সম্বন্ধে যেন ঘটিতেছে দেখিতাম। কোথায় পড়িয়াছিলাম যে, বিলাতের একটি ছাত্র হোমারের ইংরাজী পড়িবার সময় ঐ কাব্য দেওয়া ঘটনা সকল স্থানীয় সমুদ্রের ঘটিতে দেখিতাম। আমার তত্ত্ব না হউক অনেকটা সুর্নূর্ব বলে। পর্যন্ত বিয়ে আমার মনে যে পুস্তক প্রথম ওলিয়া দেয়, তাহার নাম এই Travels of Cyrus by Chevalier Ramsay। উহার কর্তিস্বী ভাষা হইতে অক্ষর সহায় ইংরাজি অনুবাদিত। বইটি কিছু মন্ত্র।

যেখানে ভিসর্পর দেশের পূর্ব পোষ্টের। সাইনর রাজাকে বুঝিতেছে যে, সিয়ারিক পুরাণ কোন রূপ নেই, সেই স্থান পড়িয়া আমার প্রাতিষ্ঠানিক হইল যে হিন্দুধর্ম ঐতিহ্য। মন ঐতিহ্যে ওলিয়া গেলে আমি প্রতিষ্ঠিত পৃষ্ঠায় হইতে বিঘ্ন হইয়। সরস্বতী পৃষ্ঠায় সমুদ্রে উপস্থিত হইল তাহ করিয়া না। ইংরাজে আমার যে ইংরাজী, আমার পিতা অস্ত্র হইয়াছিল ; যেহেতু তাহার মত ছিল, “তথাপি ঘোষিতাচার্য মনসাপি ন লজ্জেং” ; কিন্তু সেই অন্ধ পৌষকাচার না করিলে আমাকে আর কিছু বলিতেন না।
শৈশব ও তাত্কালিক শিক্ষা

ইং ১৮৪০ সালে আমি হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে ভর্তি হই। তখন মধ্যে মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে বালকগণ হিন্দু কলেজে ফ্রি (Free) ভর্তি হইত। হেয়ার সাহেব বংশদেশ ইংরেজি শিক্ষার পিতা বলিয়া তাহার সম্মান কলেজের অধ্যাপকের। ইহাদিগের নিকট হইতে বেতন লইতেন না। এই সকল বালকদিগকে হিন্দু কলেজের ছোটরা ‘বড়ে’ বলিত। কেন ‘বড়ে’ বলিত, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। হেয়ার সাহেব তাহার স্কুল হইতে তাহাদিগকে বড়ের মতন কলেজে চালিয়া দিতেন, এই জন্য কিন্তু বালকের। দরিদ্র বলিয়া তাহারা কলেজের বড় মানুষ ছাত্রদিগের কর্লান্ধুসারে বড় ভাত ভাত ভাত কামিয়া তাহাদিগের বড় মানুষ সমাধায়ী অপেক্ষা সকল সকাল কলেজে আসিতে সমর্থ হইত, এই বলিয়া তাহারা উক্ত বড় মানুষ ছাত্রদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের নিকট অগোর কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গৌরবস্বচক এই উপাধি লাভ করিয়াছিল কিনা তাহা বলিতে পারি না।

আমি প্রথমে হিন্দু কলেজের লাইসেন্সে অর্থাৎ সর্দোচ হই শ্রেণী কলেজ বিভাগ ধরিতে গেলে, তাহার স্কুল বিভাগের প্রথম ক্লাসে, ভর্তি হই। সেই বৎসরই অনেক পৃথক প্রাইজ পাই। সেই বৎসর Government সংহারিত General Committee of Public Instruction এর সেক্রেটরী ডাক্তার ওয়াইজ (Dr. Wise) আমাদিগকে মিল্টনের পরীক্ষা করেন। তাহার পর সেক্রেট ক্লাসে উঠিয়া ৩০ টাকার সিনিয়র স্কলারশিপ (সেই বৎসরই উচ্চ শ্রেণী জন্য ছাত্ররূপী প্রথম নির্দেশিত হয়।) পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠ। হই বৎসর উক্ত স্কলারশিপ ভোগ করি। তাহার পর ৪০ টাকার ছাত্ররূপী প্রাইজ হইয়া হই বৎসর তাহা ভোগ করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করি। তখন সর্দোচ ছাত্রদিগের প্রথম পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর সমাধানে প্রকাশিত হইত এবং টাউনহলে
The distribution of scholarships and prizes to the students of the Hindu College took place on Thursday last. Our readers will have found the abstract of the proceedings of this interesting ceremony in our last. *The Hurkaru* has published them in *ex tenso* including the best essay which was read by its author and the best answers to the historical questions for the senior scholarship. The essay, compared with the Hindu College Prize essays of several years past printed in the report, is very inferior; but the answers to the historical questions are astonishing for their fulness and general accuracy. They present too in their style a most marked contrast to the essay which is often not idiomatic while that of the answers is scarcely often otherwise. We have been told that it is the practice for the competitors for the scholarships to write their answers at first in rough draft and then copy them. Now if this was done in the case of the answers to which we are
referring, the student who is the author of them must, besides a most extraordinary memory, and faculty of expression in English, write it with a rapidity which is rare even among Englishmen, for these answers occupy very nearly two columns of the Hurkaru very closely printed in brevier type. We write tolerably fast but we doubt if we could write the quantity in the same time; and we are quite sure that we could not write so much twice over without allowing a moment for thought and recollection. If Rajnarain Bose wrote his answers at once, he cannot have taken any time to recall all the historical facts embodied in his answers but have written them off as if writing from a book and not from memory and his performance, despite some slight mistakes in matter and style, is really most extraordinary. He has not passed over a single question. He has answered every one in the most detailed manner generally with great accuracy and interspersed his answers with remarks that show considerable powers of reflection and discrimination. How comes it that he could not beat the essayist at the work, for the subject of the essay afforded great advantage to one whose mind is so well stored with historical facts and who writes with such extraordinary ease and rapidity? The subject given was: "On the effects produced on the fortunes of different nations and of mankind in general by the individual character of remarkable persons illustrated from History." The author of the answers to the historical questions should surely have been able to write a
better essay than the one to which the palm of superiority in business has been awarded."

_Bengal Herald_, 14th January, 1843. Saturday.

গাঠিকর্গের একটি অ্যাথার জানানো। কর্তব্য যে আমি পুরাতনের
প্রন্থের উল্লেখ খসড়া অবস্থায় পরীক্ষককে মিয়াছিলাম। তাহার পরিক্রাম
করিয়া লিখিয়া দিই নাই।

হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে এই সকল পুস্তক পাঠিত হইতঃ

(1) Bacon's Essays.
(2) Shakespeare—Macbeth, Lear, Othello, and Hamlet.
(3) Milton—Paradise Lost, Lycidas, Comus, L’Allegro, II Penseroso, Sonnets, &c.
(5) Young's Night Thoughts.
(6) Pope's Essay on Criticism, Rape of the Lock, Eloisa to Abelard, Elegy on the death of a young lady, Prologue to the Satires, &c.
(7) Gray's Poems.

পুরাতনে কোন পুস্তক হইতে প্রথম দেওয়া হইত, তাহা নির্দিষ্ট না
থাকাতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বৎসরের ভিতর পড়িতে হইত।

(1) Hume's History of England (unabridged).
(2) Gibbon's Roman Empire (unabridged).
(3) Mitford's History of Greece.
(4) Fergusson's Roman Republic.
(5) Elphinstone's India.
(6) Russell's Modern Europe.

সর্বশেষ প্রায় ছাত্র তালাম হইবে।

Mathematics.
(1) Euclid First six books and 11th book.
(2) Algebra.
(3) Plane and Spherical Trigonometry.
(4) Analytical Conic Sections.
(5) Differential and Integral Calculus.
(6) Mixed Mathematics.
(7) Whewell’s Mechanics.
(8) Berkley’s Astronomy.
(9) Webster’s Hydrostatics.
(10) Phelp’s Optics.
(11) Calculation of Eclipses.

The passage begins with a reference to Gibbon’s Roman Empire.

The passage continues, but it appears to be a continuation of the list of subjects, possibly from a historical or educational context. It mentions the works of various authors and topics such as essays, mechanics, astronomy, hydrostatics, and optics, as well as the calculation of eclipses.

The text concludes by mentioning Captain David Lester.
রাজনারায়ণ বন্দুক আস্ত্র-চরিত।

Richardson) কলেজের প্রিসিপাল ছিলেন। তাহার নিকটে আমি তিন বৎসর পড়ি। তাহার পরে তিনি বিলাত যান। তৎপরে ছই বৎসর কর সাহেবের (James Kerr) নিকট পড়ি। কাপ্তেন সাহেব ইংরাজি সাহিত্যশাস্ত্রে অসাধারণ বুদ্ধি ছিলেন। সেক্ষেত্রের তিনি যেন পাঠ করিতেন ও রুখাইতেন এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। সেখানে সাহেব তাহার সেক্ষেত্রের আর্থিক প্রশিক্ষা বলিয়াছিলেন, “I can forget everything of India but your reading of Shakespear!” তিনি আশ্চর্য্যরূপে সেক্ষেত্রের বুখাইতেন। হামলে যেখানে আছি “that shows its hoar leaves in the glassy stream” সেই ছান বুখাইতে সময় তিনি আমাদিগকে বলিয়া করিলেন যে গাছের পাতা সবুজ, “hoar leaves” এই শব্দের কবি কেন ব্যবহার করিলেন? ইংল্যাণ্ডের না দিও পারাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে পাতার নিয়ে ভাগই জলে প্রতিবিধিত হইয়া, সে ভাগ সাদা। তিনি “Literary Leaves” “Literary Recreations” প্রকৃতি গ্রেস্তের প্রণেতা এবং Selections from the British Poets নামক সংগ্রহের সংগ্রহ-কর্তা। ঐ সংগ্রহের প্রথমে ইংরাজী কবিদিগের জীবনী আছে। তাহার অভিসংক্রান্ত অংশ অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত। এই সকল এই এক সময়ে ভারতবর্ষের কৃত্বিত্তস্মাতে সর্বজনীন্দ্রিয় ছিল। কাপ্তেন সাহেব ইয়ারগো লোক ছিলেন। যদি কেহ “Amiss” শব্দকে “এমিস” উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে তখনই বলিতেন, “You are a miss.” তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্বদা যাতেতে বলিতেন। তাহার বাটাইতে যেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, “are you going to the theatre to day?” তাহার এই বিষ্ণু ছিল যে, কবিতা আরুণিক বিষ্ণু শিক্ষার প্রধান হস্ত নাট্যালয়। তিনি নিজে ভেতার গিরা।
শেষব ও তাংকালিক শিক্ষা।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আরূপ করিয়া শিক্ষা দিতেন, তাহার সমানের সহিত তাহার উপদেশ গ্রহণ করিত। ইনি বিলাত হইতে ফিরিয়া হুগলি কলেজ ও কুঞ্জনগর কলেজের প্রিসিপালী করেন। তৎপরে পুনরায় হিন্দুকলেজে নিযুক্ত হয়েন। শিক্ষাসংস্থার সভাপতি Drinkwater Bethune সাহেবের সঙ্গে ইহার বিবাহ হওয়াতে ইনি ১৮৫০ সালে কর্ষ্যচ্ছতা হয়েন। কর্ষ্যচ্ছত হইবার পর বলিকাতার ওয়েলিংটন দত্তচিঙ্গির (Wellington Dutt) ছাড়া সংযুক্ত Metropolitan Collegeএ দিন কতক প্রিসিপালী করেন। ইনি পুনরায় অনেক বৎসর পরে মেঝীর রিচার্ডসন হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের সাহিত্য ছাত্রাবাস পদে নিযুক্ত হয়েন। কয়েক মাস মাত্র ঐ কার্য করিয়া বিলাতে প্রত্যাগমন করেন। তখন তাহার মৃত্যু হয়।

তাহাকে প্রথম হইলে কি পরিস্থিতি ও প্রচেষ্টা বিচিত্র ছিল না—তাহার যথার্থ বিচিত্র ছিল না—কিন্তু তথ্য ছিল। যখন তিনি প্রথম বিলাত যান, তখন তাহাকে আমরা যে অভিনন্দন পাত দিই, তাহার সম্বূচ্ছে পড়িতে তিনি আমাকেই মনোনীত করেন। আমি কলেজে সর্বোচ্চ অব্যাহতিকারী বলিরা ক্যাথিলাভ করিয়াছিলাম। যেমন Historian বলিরা ক্যাথিলাভ করিয়াছিলাম, তেমনই Good Reader বলিরা ক্যাথিলাভ করিয়াছিলাম।

V. L. Rees সাহেব আমাদিগের গণিতাধ্যাপক ছিলেন। ইনি এক অদুর্দৃষ্ট জীব ছিলেন। ইনি ফ্রাঙ্কের সময় প্রথম নেপরিয়ানের খাতাবাহক ছিলেন। নেপরিয়ানের প্রতি তাহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। তাহার কথা বলিতে ইহার মুখ দিয়া লাল পড়িত। ইনি আমাদের ছাত্রদিগের প্রতি কেঠোর ব্যবহার করিতেন না; কিন্তু গণিতের কেমন একটি নৈসর্গিক ভ্যানকর্ত আছে, তাহার অধ্যাপনের সময় আইলে
কোন কোন বালক কলেজের রেল টপ্কিয়া পলাইত। আমি কখন রেল টপ্কিয়া পলাই নাই; কিন্তু একবার আমার ভ্রমণ হয়, তাহার ভয়ে সঙ্ক্ষিপ্ত কলেজের দ্বিতীয় তলের হলে অন্য কতকগুলি ছোকরাদিগের সহিত লুকিয়া ছিলাম। কমিটির মিটিংয়ের সময় বাতায় অন্য সময়ে ঐ হল বন্ধ থাকিত। আমরা সেদিন কোন রকমে তাহার ভিতর চুকিয়া-ছিলাম। ইনি ইংরেজী ভাষা উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। ইনি একদিন কেদারায় বসিয়া আছেন; ছারপোকা—যাহার সঙ্ক্ষেপে কোন 
সঙ্ক্ষিপ্ত কবি বলিয়াছেন—

"হিমালয়ে হরিশ্চন্দ্রে হরিশ্চন্দ্রে মহোদয়ে 
ধন্যো ভোগি চাকাশ মঙ্কুন্ত চ শক্য।"

তাহার তাহার অত মোটি পেটলুন ফুকিয়া কান্ডানতে তিনি 
“bugs! bugs!” না বলিয়া “bogs! bogs!” (বোগস, বোগস) 
বলিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি “d” কে “দ” এবং “t” কে “ত” উচ্চারণ 
করিতেন। একদিন তাহার ক্লাসে বসিয়া আমি সমুদ্রে কাগজ রাখিয়া 
তাহাতে আকড়ি জুকড়ি পাড়িতেছিলাম; তিনি আমার পিছু দিকে দাঁড়াইয়া আমার ছই কাথে ছই হাত দিয়া মুখটি আমার মুখের 
অতি নিকটে আনিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া তিনি সেইস্থান 
উচ্চারণ করিতেন সেইস্থান উচ্চারণ করিয়া বলিয়ান, “So good in literature 
why not good in mathematics!” এমন উত্তম শ্রবণ কিছু 
আমি কখন দেখিয়া নাই। তাহার শ্রবণ অতি চমৎকার ছিল; 
কিন্তু ধর্ষ বিষয়ে তিনি ধরে সংশয়বাদী ছিলেন। কাগজের সাহেবের 
ঈশ্বরধর্মে বিষয় ছিল না, কিন্তু তিনি সংশয়বাদী ছিলেন না। কবিরা 
কখন সংশযবাদী হইতে পারেন না। সেকলে সাহেব বলিয়াছেন,
শেষবির ও তাঁত্তালিক শিক্ষা।  

শেষবির নামের হইলেও তাহা অত্যন্ত অন্তিকটা তাহার কবিতার নানা মৃদু বাহির হইলাছে।

কর সাহেব কাপ্তেন সাহেবের মতন জাকালো লোক ছিলেন না কিন্তু প্রভাত বিষয় ছিলেন। কাপ্তেন সাহেব এক বিষয়ে অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্য বিষয়ে অসাধারণ রূপে বুঝি ছিলেন কিন্তু কর সাহেব সকল বিষয় জানিতেন। যখন আমরা কাপ্তেন সাহেবের শিক্ষাবীন ছিলাম তখন তিনি ধর্মনীতি বিষয়ে (moral philosophy) লেকচার দিতেন। তাহার পর যখন কর সাহেবের শিক্ষাবীন হই, তখন তিনিও ঐ বিষয়ে লেকচার দিতেন। কিন্তু আমরা হই তুলনা করিয়া দেখি নাই কর সাহেবের লেকচার গভীরতর বোধ হইত কিন্তু তত স্বনাম বোধ হইত না। কর সাহেব আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি প্রথমে হেড মাঠার ছিলেন, পরে প্রেসিডেন্স হন। তাহার হেড মাঠারের পদ হইতে উন্নতির জন্য চেষ্টা বিষয়ে আমাকে সব খুলিয়া বলিতেন। তাহার ধর্মনীতি কর্তৃপ ছিল আমারা অবহারণ করিতে সমর্থ হই নাই। এক দিন তিনি আমাদিগের নিকট আমাদিগের দেশের পৌষকিত্বার সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহাত্ত আমাদের বোধ হইল তিনি প্রগাঢ় ঐক্যতায় নাহেন। ইনি পরে হেড মাঠের প্রেসিডেন্স হয়েন। সেই অবস্থাতে গবর্ণমেন্টের আদেশ স্বার্থে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার স্কুল সকল পরিদর্শন করিতে যান। সেই সময়ে তাহার সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। আমি ঐ সময়ে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড মাঠার ছিলাম। ইনি বিলাতে গিয়া ভারতবর্ষ বিষয়ে হই খানি পুনর্বার প্রকাশ করেন, তাহাদের নাম “Domestic manners of the Hindus” এবং “Glimpses of Ind.” তিনি চারি বৎসর হইল (এক্ষে ১৮৮৯) তাহার মহুর্তগম্ভীর সমাধিগ্রহণ পাই। এই সমাধিগ্রহণ
রাজনারায়ণ বসুর আজ্ঞা-চরিত।

গাইবার পূর্ব কতটা আমি এইরূপ দিবা-স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, আমি যেন এই স্পষ্ট বলেন স্তন্ত গিয়া। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি, আর তিনি আমাকে দেখিয়া যাহার পর তাই আনন্দ প্রকাশ করিতে—

আমাদিগের আর এক জন অধ্যাপক ছিলেন, তাহার নাম হালকোর্ড (Hulford) সাহেব। মানুষের সকল বিষয়ে বিশেষতঃ ব্যাকরণ ও শব্দ শাস্ত্রে (Grammar and Philology) অন্যান্ত বিদ্যান ছিলেন। লোকটি বড় নীরস ছিলেন কিন্তু সক্ষম ভাল ছিল। ইনি একদিন এখানে করিতে গিয়াছেন, আমরা তাহার নোটবাক্সে খুলিয়া দেখিলাম, এক স্থানে snake, s-nake, nake, nák, náг লিখিত রহিয়াছে। এইরূপে সংস্কৃত “নাগের” সঙ্গে ইংরেজী snake শব্দ মিলাইয়া দিয়াছেন। আর এক স্থানে দেখিলাম “Bocchus King of Mauritania, Bocchus. in Greek = goat = Boka (Bengali) অর্থাৎ বোকা ছাগল। সেই নোটবাক্সে আমরা দেখিলাম এক স্থানে বার্সিক পুরুষ একটি কবিতা লিখিয়া রাখিয়াছেন। আমরা কখন যখন করি নাই যে Hulford সাহেব কবিতা লিখিতে পারেন অথবা কবিতা লিখিতে ভাল বাসেন। সেই কবিতা ল্যার এলেনবরোর প্রতি উক্ত। বিষয় চীনের সহিত যুদ্ধ। উহাতে এক স্থানে চীন সন্তাকে “Seric Lord” বলা হইয়াছে, দেখিলাম। রোমানেরা চীন দেশকে Serica বলিয়া। ইনি এক দিন আমাদিগকে বলিলেন যে Sematology নামে একটি নূতন বিষয় ইংল্যান্ডে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা ব্যাখ্যা ছায়া ও অলস্কার এই তিনের সংবাদ (Grammar, Logic and Rhetoric) Sematology নামেতে আমাদিগের বড় আমোদের উদ্দেশ্য হইল। আমরা উহাতে ঐ বিষয়ে লেকচর দিতে প্রার্থনা করিলাম। যে করেকজন অসুরোধ করিয়াছিলেন
শেখব ও তাঁকালিক শিক্ষা।

তাহার মধ্যে আমি প্রধান। তিনি কর সাহেবকে আমাদিগের উৎসাহের কথা বলতে কর সাহেব বলিলেন “আপনাকে উহারা ঠাট্টা করিয়াছে।” সেই অবধি আমার প্রতি কিছু দিনের জন্য বাম ছিল এবং কর সাহেবও যখন আমাকে নিজ হইতে (কলেজ কমিটি হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহার অতিরিক্ত) সাংবিধানিক দেন, তখন তাহাতে লিখিয়া দিয়াছিলেন “His conduct when under my eye was good”। কলেজ কমিটির সাংবিধানিকে লেখা ছিল “His conduct was very satisfactory”。 Sematology বিষয়ের উপরে একবার যাহা আমরা হালফোর্ড সাহেবের মুখে শুনিয়াছিলাম, আর কখন শুনি নাই। হালফোর্ড সাহেবের আর দুই একটি গল্প আমার প্রণীত হিন্দু কলেজের ইতিহাসে আছে।

আমার সহায়তায় মধ্যে মাইকেল মহুষুদন দত্ত, পার্বিচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূষণ মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দ কুমার বসু, জগদিশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র দেব, ও গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রধান ছিলেন। পরলোকগত করিবার মাইকেল মহুষুদন সেকেন্দ্র ক্লাস হইতে স্নাতক হইয়া ছাড়িয়া যান। তৎপরে বিশ্বস কলেজে ভর্তি হয়েন। পার্বিচরণ সরকার প্রেসিডিয়ন্স কলেজের প্রফেসর এবং স্নাতকনন্দিকার সভার প্রধান সংস্থাপক ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর বারিক্ষেত্র। তিনি স্নাতক হইয়া বিলাত যান। ইনি লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু আইনের অধ্যাপক পদে দিনক্ষত্ত নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষে (১৮৮৯) তিনি তঝায়া অবস্থিতি করিতেছেন। শিবিরে (Levee) ইহার কথার ভারতীয় পরিচ্ছদ দেখিয়া ভারতবর্ষাধিকারী ভিড়েরিয়া বড় সমুদ্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি স্নাতক হইয়া যখন ভারতে ছিলেন, তখন এক
বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন “I am a Brahmin Christian”. মানুষ
হাসার উদাহরণ হইয়া তাহার পক্ষে জাতীয়ত্ব সম্বন্ধে পরিচ্ছেদ
করা স্থির করিয়া দিল। ভূমিদেব মুখোঁপাদযার প্রভূত বয়সের সাহিত Inspector of
Schools পদের কার্য সম্পাদন করিয়া এক্ষণে পেশন লইয়াছেন।
ধন্য ভাষায় ঐতিহাসিক উপাদানের স্থান ও এবং “গার্হস্থ্যবিধি”
নামে কতকগুলি অতি উল্লেখ গ্রহণ রাখিলে ভাষায় রচনা করিয়াছেন।
যোগ্যচর্চা ঘোষ কলিকাতার বিখ্যাত কালীশঙ্কর ঘোষের
সংস্পর্শ। ইনি গণিত বিভাগে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং ডেপুটি
ম্যাজিস্ট্রেট কার্যে কিছুদিন করিয়া পরলোক গমন করেন।
আনন্দকুঞ্জ
কর্ম বিখ্যাত সর্‌ রাজা রাধাকান্ত দেবের দোহিতা। ইনি এক্ষণে বিবিধ
মান আছেন। ইনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও রাজা নরেন্দ্র
রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেবের লেখা পড়ার কার্যে উল্লেখ গ্রহণের
নাম হাস্ত বলিলে হয়। জগন্ধানন্দ রায় বাঙালীর মধ্যে প্রথম
District
Police Superintendent পদ পার্থ হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র
অনেক দিন অত্যন্ত স্থখতাত্মা সহিত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কার্যাধিকার
এক্ষণে পেশন লইয়াছেন। পরলোকগত নালামধুর মুখোপাধ্যায় কলিকাতার একজন
প্রসিদ্ধ ভাষাত্মা ছিলেন। গিরীচন্দ্র দেব অনেককাল
হেমন্ত সাহেবের পুলিস প্রধান শিক্ষক কার্যে বিশেষ সহিত সম্পাদন
করিয়া এক্ষণে পেশন লইয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্র দাস সেকালের ছোট
সেখানের জন্য বিখ্যাত রসময় দত্তের পুত্র। আমি কলেজে থাকিতে
ইংরেজ কবিতা পড়িতাম না বলিয়া, তাহার গীতিকাল বলিলে হয়, তাহার
এমনি আগ্রহের সাহিত পাঠ করিতাম। ইংলি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে
এক-একবার বলিয়া হয়। আমার ও আধুনিক কুস্তিঞ্চ ইংরেজী কবির
গ্রন্থ পয়ন্ত আমরা পাঠতাম। ইংলি কলেজ ছাড়িয়া টেক্সা এক
৩ কিশোরীচাঁদ মিত্র।
শিশুবালি ও তাত্কালিক শিক্ষা।

উচ্চ কর্মে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি কোন কারণ বলতঃ ঐ কর্ম ছাড়িয়া বিলাত যান ও তথায় সেকালের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জন্ম ও আমাদের একজন পরীক্ষক Sir Edward Ryan এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইনি ইংরেজী কবিতা উত্তম রচনা করিতে পারিতেন।

ইনি বিখ্যাত কুমারী তত্ত্ব দুবর্তী পিতা। ইনি যেমন স্বভাবত: ভঙ্গলোক ছিলেন এমন অতি অল্প পাওয়া যায়। ইনি সৌভাগ্যে বল্পধী ছিলেন।

কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময় আমার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটে, তন্মধ্যে আমার প্রথম বিবাহ, বিখ্যাত ইংরেজী লেখক কিশোরীচাদ মিত্রকে তাহার প্রগৌণ রামমোহন রায়ের জীবনী লেখনে সহায়তা প্রদান, অন্যান্য রামগোপাল ঘোষের সহিত রাজমহল ও গৌড় ভ্রমণ, এবং আমার ধর্ম্মনীতি পুন: পুন: করেকট পরিবর্তন প্রদান।

আমার প্রথম বিবাহ সেনালদের রামমোহন মিত্রের কথা। ন্যায়ী প্রসন্নময়ীর সহিত হয়। আমার বয়স্কত্ব তখন সত্ত্বেও বৎসর ও ক গ্র-বৎসর এগাছে বৎসর। আমার এখানে কুলকর্ষ হয়। প্রথম নরী মৃত্যুর পর আমার হাতলোকার দণ্ডিতে হয়। ইহা পরে বিশ্বাস হইবে। আমার প্রথম নরী মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত আমার বক্ত-ভাবে হই এক ঘটনে আছে। একুশ বৎসরে আমার আত্মরস হয়।

ইংরেজী ১৮৪২ সালে কলিকাতা রিচিউন নামক সামরিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কিশোরীচাদ মিত্র রামমোহন রায়ের জীবনী লিখিয়া। কিশোরীচাদ মিত্র বিখ্যাত টেক্সটল্যাব ঠাকুরের (প্যারিটিড মিত্রের) কল্পনা ভাত। তিনি নিজেও একজন বিখ্যাত লোক। আমি যে বৎসর হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উঠি, সেই বৎসর তিনি কলেজ পরিবর্তন করেন। শ্রদ্ধা হওয়া গিয়াছিল যে, তাহার ঐ জীবনী প্রণয়নে মহাকাব্যে-পরি সৌভাগ্য ধর্ম প্রচারক ভালুক ডক্টর সহায়তা করেন। ঐ জীবনী
কিশোরী বাবুর সাংসারিক উন্নতির কারণ হয়। তাকাল ঐ লেখা বেঙ্গল সেকেন্দ্রীয় হেলিডে সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেলিডে সাহেব তাহাকে ডেপুটি মাজিঝেট্রি পদ দেন। আমি উক্ত জীবনী রচনায় বিলক্ষণ সাহায্য করি। রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক গলা আমির পিতার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাকে দিই। এই সকল গলার সকল একটি গলা এইরূপ ছিল যে রামমোহন রায় নিজের এচারিত ধর্মকে Universal Religion অর্থাৎ বিশ্বজনীন ধর্ম বলিয়া বাখা করিয়েন। আর যখনই এইরূপ বাখা করিয়েন, তখনই তাহার অশ্রুপাত হইত। আমার পিতার কাছেও যখন এইরূপ বলিতেন, তখন গদগদ হইতেন।

কলেজে পড়িতার সময় বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয়। তাহার বার ঐ সময়ে ইংরাজীতে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিগত এক্ষণে আড়াল ছিল। এই অন্য তিনি “এডুরাজ” অর্থাৎ এডুকেটেডদিগের রাজা এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি ইংরাজীয়লিখিত অনর্থিয় রাজা (uncrowned king) ছিলেন। তিনি ঐ বৎসর পূর্ববর্তী সময় তাহার অতি সুন্দর কৃত্তিমায়ার “লেটারস” (পত্র) আরামের করিয়া রাজমহল ও গোড়ের ভাববেশ দেখিবার জন্য গমন করেন। মননমোহন তরুণকাল ও আমাকে ও অত্যন্ত হই একজনকে সঙ্গে লইয়া যান। অন্তত তিন বৎসর হইল “স্প্রিট” সমার্পণের উক্ত ভূমির বৃত্তাত্ত্বিক প্রকাশ করি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

চার্ল্স বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে ভ্রমণ-রূপান্তর।

একেবারে বাংলারা কত দেশদেশান্তর যাইতেছে, সত্য সমুদ্রের তের নদী পান্ন বিলাতে যাইতেছে, কেন কেন আট সমুদ্র চৌদ্দ নদী পান আমারিকায় যাইতেছে। কিন্তু চার্ল্স বৎসর পূর্বে কেহ নয়। (Landour)
শেষব ও তাৎকালিক শিক্ষা। ৩১
লেজোয়ারা মহীরী পর্যন্ত যাইত, তাহা হইলে তাহাকে লোকে বীর পুরুষ জ্ঞান করিত। স্বাগরী রামগোপাল বোধ তত্ত্বর্ণ গিয়াছিলেন। তজ্জ্বর তাহার বীরত্ব আমরা কত্ত্বর পুধ্সনীর জ্ঞান করিতাম তাহা বলিতে পারি না। উক্ত দোষজ্ঞ মহাশয় তাহার সময় ইংরাজী ও বাংলাদেশের প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের উত্তীর্ণ এবং উক্ত কলেজে গঠনশীল যুবকদিগের অধিনায়ক ছিলেন। তাহার সকলে রামগোপাল বাবুর বাটাতে একথিত হইয়া তাহার সহিত ইংরাজীতে কথোকথন করিতেন এবং ইংরাজী বিজ্ঞানবিদ্যার আগল করিয়া তৃষ্ণিমূল উপভোগ করিতেন।
এই জন্য তিনি “উদ্ধৃত” বলিয়া খাত ছিলেন। এই এক শত এক খন্ডের শেষের অপরাহ্ণ। ১৮৪৩ সালে যখন আমরা কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করি, তখন এক দিন রামগোপাল বাবুর সহিত আমাদের পরামর্শ হইল যে তাহার Lotus মাধ্যে আরোহণ করিয়া পৃথার ছটি বলষেষ্ঠমণী অতিবাহিত করা যাইবে। তাহার Lotus মাধ্যে কুষ্ট, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর, খাদ্যের তাহা। তাহার নামের উপমূলক ছিল।
সেটাকে যথার্থে পয়ে তার দেখাইত। বাণ্যীর পোত আরোহণ করিয়া বঙ্গদেশের দূরস্থ স্থান ভ্রমণ করা তখন দ্বিমাত্সর কথ্য বলিয়া লোকে মনে করিত। এরূপ দ্বিমাত্সর কথ্যে আমি প্রস্তুত হইব, পূর্বে মাতা ঠাকুরাণী তাহ। আমিতে পারিলে ভ্রমণ যাইতে দিবেন না, অতএব তিনি বাহাতে টের না পান অতি কার্য্যের সমাধা করিতে হইবে এই জন্য একটি বদ্ধমুক্তি করিলাম। সে বড়মানের ভিতর কেবল আমি ও আমার স্বাগরী পিতা ঠাকুরাণীর মহাশয় ছিলেন। স্থান হইল, মাতা ঠাকুরাণীকে বল। হইবে যে, আমি রামগোপাল বাবুর স্বাগম বাবাই বাইচি, তাহার পর ক্রমে ক্রমে পিতা ঠাকুর বর্ণনার কথা বাক্য করিবে। যে দিন আমরা বাণ্যীর পোত আরোহণ করিব সে দিন উৎসাহের সীমা কি? সকাল সকাল
চিহ্নিত করিয়া আমরা কয়লায় রামগোপাল বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তখন বাগ নামক পদার্থ—হায়! একুশ কাপড়, তরকারী, ফল, ফাঁকা, তাবার প্রভূতি জগতের জিনিসে পরিপূর্ণ হইয়া ভুজ লোককে ভুজ মুটিনীতে পরিণত করে—তাহার ব্যবহার ছিল না। আমরা প্রতোকে এক একটি কাপড়ের মোট লইয়া তীমার আরোহণ করিয়া ত্রিবেণী পৌঁছি-লাম। পূর্বে ত্রিবেণী, বাল্গড়, শান্তিপুর প্রভূতি স্থান কি স্থানকর স্থানই ছিল। লোক বুঝিতে হইতে গল বায়ু পরিবর্তন জ্ঞাত থাকাই বাহির। একা ইহ সকল স্থানে মেলেব্লিয়র আকর হইয়াছে। বাঘাটী ত্রিবেণীর নিকট রাম। আমার তথ্য রামগোপাল বাবুর উপর বাহিত পুঞ্জার করত দিন যাপন করিলাম। রামগোপাল বাবু বিশেষ পুঞ্জার কর্ত্রী লিপ্ত থাকিতেন না; তাহার সমস্তের একটি রূপ লোক পুঞ্জার সকল কার্যের মধ্যে পরিবর্তন করিয়া, ফেব্রু শান্তিস্থল লইয়া দিনে রামগোপাল বাবুকে শাস্তিস্থল নিতে দেখিলাম। এ কথা দুধুস ফেব্রু মেলের রচনাবলী (Macaulay’s Essays) পাঠ করি। তখন আমরা মেলে খোর হইলাম। তাহার ইংলিঙ্গের সর্বশেষ এইসব-কর্তা বলিয়া বোধ হইত। একুশে তাহার শত শত নবদুর্গু সত্যে তাহাকে কবিওয়ালা ও তাহার এক একটি রচনা (Essay) এক এক তার কবির ভাষা জ্ঞান হয়। অমন পক্ষপাতী, একটি একটি একটি বিশুদ্ধ ও অতুল্য এই প্রমুখ অতি অর্থী আছে। তৎপরে ত্রিবেণীতে তুলনায় তীর্থার আরোহণ করিয়া আমরা মুরশিদাবাদাভিযুতে যাত্রা করিলাম। দিনগুলি অতি আমাদের কাটান হইত। প্রায় ভূতরা চা, বিস্তুত ও দিন খাওয়া হইত। মধ্যাহ্নকালে বাঙ্গালীর তাড়, ডাল, মাছের মোল; রাত্রিতে ইংরেজীর অথবা হিন্দু তানীতের আহার হইত। সকল বিকাল দুই বেলা। তীরে নামিয়া আমরা পাথী মারিতে বাহিতাম। সেই পক্ষীর মাসে ভক্ষণ
করা হইত। একটি রামগোপাল বাবু আমাকে একটি পিস্তল ছুঁড়তে দিলেন। আমি বলিলাম। আমি পিস্তল কখন ছুঁড়ি নাই, তবে হইতেছে পাচ্ছে হাতের উড়িষ্যা যায়।” রামগোপাল বাবু বলিলেন। “গেলই বা।”
তখন ঐ কথা কঠোর বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছিল। আমরা ক্রমে, বঙ্গদেশের অর্কার্ণো নবীন পারে হইয়া বিষ্ণু হইতে সৌভাগ্য মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে ত্রিমাণে উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য তথায় ত্রিমাণে নেওয়ার করিলাম। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সে সময়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় একজন স্বর্ণবর্ণ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাহার প্রথম প্রধান কবিতার নাম বাসবদত্ত। তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।
বিটন খুল যখন প্রথম প্রথম ঘাইতে হয়, তখন আপনার কথাকে উত্তর বিতালয়ে ভাইন করাইয়া এবং অভাব প্রকারে স্বর্ণকে বিষ্ণুকে মহৎ কাজে বিটন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিটন সাহেব একজন তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং “My dear Madan” (এই মদন) বলিয়া পত্র লিখিতেন। ইনি ও স্বর্ণচক্র বিজ্ঞানীয় মহাশয় “সর্বগুণকরী” নামে পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকাতে স্বর্ণিকের আয়োজক বিষয়ে একটি প্রাদেশিক তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিত্তিছিলেন।
স্বর্ণিকের বিষয়ক ঐ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অত্যাবশ্যক বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিষ্ণুর একজন ভাষাচার্যে হইয়া সমাজ-সংস্কার কার্যে বেশুত উৎসাহ একাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহসা সাধারণের উপর উঠা। আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদের ভিত্তি গমন করিলাম। আমরা মুর্শিদাবাদের ছাত্রের সহায়তা করিয়াছি, এমন সময়ে নবাবের মাল বোঝাই করা। একটি নামাজের ভূত কুশাঙ্গী “লোটনের” উপর আসিয়া স্থানে পড়িত হয়।
তাহাতে লোটরের বিলকুল অঞ্চলিত হয়, লোটদের আরোহী কয়েকজন বীর পুরুষ ভড়ের উপর উঠিয়া মাজিদিগকে উত্তর মধ্যে দেন। এইরূপ উত্তর মধ্যে মিয়া মুসলিমদাবাদ সমুদ্রতে আর থাকা। বিধেয় নহে জান করিয়া ভাগীরথী ও পদ্মা সঙ্গমকলাভিমুখে সীমার চালান হয়। তৎপূর্বে উভয় সঙ্গমস্থ হইতে আমরা রাজমহলভিমুখে যাত্রা করি। রাজমহলে পৌছিয়া তখন মুসলমান নবাবদিগের নির্মিত আটালিকার ভাবাবশেষ দর্শন করি। তরায় কৃষ্ণ প্রবর্তিত সিংহ-দলান গড়ান। এই দলানে বসিয়া নবাব প্রত্যহ দরবার করিতেন। তৃতীয় পুরুষ হিন্দু কলের প্রিন্সিপাল ইঞ্জিরো পুরুষবাদ ও কাবা-শাত্রবিশারদ, সেনাপিয়র প্রেসিডেন্ট দলানের বিধায় আরোহিতা আমাদিগের শিক্ষক অষ্টাদিক কাপ্তেন রিচার্ডসন এই সকল ভাবাবশেষ সমন্ধে যে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার বাঙ্গালী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

এস হে, পার্থিক! হেথা, এস এই স্থানে,
কালের বাসনিতি হেরে এই স্থানে।
বখন নিশ্চিহ্ন কালে পোড়াকের রব,
প্রবণবিদ্রোহ আসি পশিবেক তব,
স্থীতিকৃত চীৎকার ধরনি উঠিবে সমন্ধে
কৃষ্ণতন্ত্র শিবা হতে নিক্ষত্র গগনে;
যদি হে! তোমার চিন্তা হয় হে তোমার পবিত্র উৎসাহে পূর্ণ, কবিতে মগন,
কিছু জ্ঞান-চিন্তাতর হয় তব মন,
এ ভব প্রাচীর তোমা বলিয়ে তখন—
কি অনিত্য হয়, হায়! পার্থিব গৌরব,
মানব কীর্তির সহ গত হয় সব,
শেষব ও তাৎকালিক শিক্ষা।

আশা ভরসা যত যৌবনের সাথে

স্নদয় ভ্রাতৃশেষ রাধিয়া পশ্চাতে।

যখন রেলওয়ে রাজমহল পর্যক্ষত হয়, তখন এই সকল ভ্রাতৃশেষ রেলওয়ে এবং রেলওয়ে কর্মচারীদিগের বাসস্থান নির্ধারণ জন্য একবার বিধ্রন করা হয়। যখন এই বিধ্রন কার্য্য চলিতেছিল, তখন আমি এই ভ্রমণের ১৭ বৎসর পরে রাজমহল পুনরুদ্ধ একবার যাই। তখন গিয়া দেখি মজুরেরা অতি কষ্ট নবাবদিগের অটালিকা সকল তাড়িতেছে। সেকালে অটালিকা সকল খুব মজুরুত ছিল, এক্ষণকার অটালিকা সকল আমাদের সেরা মজুরুত নহে। ইংরাজনিষ্ঠ অটালিকা সকল শীত ফাট ধরে। রাজমহলের উল্লিখিত ভ্রাতৃশেষ দর্শন করিয়া আমরা সিংহারে আরোহণ পূর্বক, রাজমহলের পর্বতের দিকে গঙ্গ। নবীর যে খাড়ী গিয়াছে সেই খাড়ীর ভিতর দিয়া। কিয়দুর গমন করিয়া উক্ত পাহাড় সকল পর্যবেক্ষণ করি ও পাহাড়িয়াদিগের বন্য গীত শ্রবণ ও বন্য পূর্ণি দর্শন করি।

তৎপরে রাজমহল হইতে মহানন্দা-পাড়া নদীরের সম্পূর্ণ নালাভিত্তিতে গমন করি। এই পথে জলস্থায়ির ভয় থাকিতে আমরা রাতিতে শীতারের ডেকের উপর ভাল করিয়া পাহাড়। দিতাম। আমি মাথায় পাগড়ী বাধিয়া তলওয়ার হাতে করিয়া পাহাড়। দিতাম। যখন আমরা মহা-
ন্দার ভিতর প্রবেশ করিলাম, তখন তাহার পুনর্বর্তির জলের নাম আকাশবর্ণ জল ও তীরম শামল বন উপবন দর্শন করিয়া মনে মহানন্দ উপস্থিত হইল। যখন মহানন্দা নদীর ভিতর শীতার অগ্রসর হইতে লাগিল তখন গায় লোকেরা “ধোয়া কলের লা। এয়েছেরে” “ধোয়া কলের লা। এয়েছেরে” বলিয়া। তীরে আসিয়া বাপ্পীর পোত দর্শন করিয়া লাগিল।

ইহার পূর্বে বাপ্পীর পোত কখন মহানন্দার ভিতর প্রবেশ করে নাই।
লোকে তাহা দেখিয়া বিশ্বাসিত হইল এবং আমাদিগকে কোন প্রেষিতর লোক হইতে সমগ্রত অনুভূত জীব মন করিল। স্মার হইতে যখন গ্রামে কেহ বুঝ কিনিতে যাইত, তখন সে গিয়া দেখিত, যে গ্রামের সমস্ত লোক পলায়ন করিয়াছে, গ্রাম শুন্য পড়িয়া আছে। একে বাপার ! আমারা ইহা দেখিয়া মনে করিয়া যে, আমরা কলকাতা ও তাহার সঙ্গীর নয়, কোন একটা নূতন আমেরিকা। আবিষ্কার করিয়াছি; ও সেই আমেরিকার বালী ইংরিয়ানগণ আমাদিগের সমুদ্র হইতে পলায়ন করিতেছে। ইহার মধ্যে এক দিন মহানন্দার তীরে আমারা রাত্রে নাগ্ন করিয়া আছি, এমন সময়ে বাদের ডুক গুজা গেল। যখন আমরা ভোলাহাট নামক হাওরের সমুখে গৌরিণ্যের, তখন আমরা একটি “কড়কড়ে পানীতে” (Rapid) পাড়িলাম। স্মার কোন মতে আর অগ্রসর হয় না। আমরা রামগোপাল বাবুকে বলিলাম, আর অগ্রসর হইবার আবশ্যক নাই, ঘরে ফিরিয়া যাওয়া যাক। রামগোপাল বাবু অসম-সাহায্যক কার্য সকল করিতে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি বলিলেন, “ফিরিয়া যাওয়া আমাদের অভিধানে লেখে না, স্মারের কলে সম্পূর্ণ জোর দিয়া অগ্রসর হইতেই হইবে। তাহাতে বইল (Boiler) ফাটিয়া আমরা তবু আকাশে উড়িয়া যাই, তাহাতে ক্ষুব্ধ নাই।” রামগোপাল বাবু বলিতেন যে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে যে, বন্দুকের গুলি তাহার শরীরের খুব নিকট দিয়া গিয়াছে, কিংবা তাহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি বলিতেন “আমি মন্ত্রপূর্ত জীবন ধারণ করি।” (I bear a charmed life)। স্মারের পূর্ণ জোর দিব্য পূর্বে স্মার হালিকা করিবার জন্য স্মারের অধিকার তিনিব পত্র জালিয়ে করিয়া তীরে নামান হইল। স্মার বাকীর কলে সম্পূর্ণ জোর পাইয়া ভারত গাড়ি বাদকবাগি পুনঃপুনঃ উদিত করত। ইহারোয়ার “কড়কড়ে পানী” কোন পাকার পার
হইল। নদীর ছুই তীরে লোকে লোকারণ্ণ; যেমন পার হইলে অমনি রামগোপাল বাবু রামরায় রাজের গান ধরিলেন, "ভর করিলে ধারে না থাকে অংশের ভয়," কেবল "অংশের" শব্দ পরিবর্তন করিয়া। "অংশের" এই শব্দ ব্যবহার করিয়া গান গাইতে লাগিলেন,—"ভর করিলে ধারে না থাকে অংশেরই ভয়।" তৎপরে আমরা মালদহ নগর উপস্থিত হইয়া তথাকার তদানীন্তন ডেপুটী কলেজের বাবুর বাসায় আতিথ্য ব্রীকার করিলাম। তিনি আমাদিগকে সনাতনে তাহার বাসায় রাখিলেন। তথায় ছুই এক দিন অবস্থিতি করিলে পরে গোড়ানগরের তথাব-শেষ দেখিতে সম্প্রতি হইল। ঐ ভবানিকে মালদহনগর হইতে আট ক্রোশ ছুরে অবস্থিত। উহার দেখিতে নিবিড় বনার্ক, আমাদিগের সঙ্গে যে করেকটি বন্ধু ছিল, তথ্যাত্ত আর করেকটি বন্ধু ও করেকটি হস্তী সংগ্রহ করা গেল। আমাদিগের সঙ্গে মালদহের তদানীন্তন সিলিবল সার্কার্স সাহেব কুটিলেন, তাহার নাম এতিমধ্য পরে ঘৃণ হইতেছে না, বোধ হয় Dr. Elton হইবে। এক হস্তীর উপর রামগোপাল বাবু ও ডাক্টার সাহেব এবং অন্যান্য হস্তীর উপর আমরা সকলে চালিলাম। তর্কালঙ্কার মহাশয় একটি হস্তীতে উপবিষ্ট ছিলেন—কোট ও পেটেল পরা, হাতে বন্ধু, কিন্তু মাথায় টিকি করকরু করিয়া বাতাসে উড়িতেছে। দৃষ্টটি দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছিল। যাহাতে যাইতে তর্কালঙ্কার হাতায় উপর হইতে পড়িয়া গেলেন। হাতাটি অতি সার্দে ছিল, অমনি থামিয়া গেইতেছিল। আর এক পা নিকেপ করিলে তর্কালঙ্কার মহাশয় চেপেটিয়া বাইতেন। এইপথে আমরা গোড়ে উপস্থিত হইয়া কোতোয়ালি ধরজা নামক দেকালের কোতোয়ালির ভবানিকের, মধে বসিয়া বিপ্রায় করিতে লাগিলাম। ঐ কোতোয়ালি ধরজার বিলান অতি বৃহৎ। এ প্রকার বিলান, বোধ হয়, জুমগুলে অতি অন্য হানেই আছে। তৎপরে
রাজনারায়ণ বস্ত্র আত্মা-চরিত ।

আহারের উদ্দেশ্য হইল। সাহেব ও রামগোপাল বাবু একত্রে আহার করিলেন, আমাদের বাঙালীতের বন্দোবস্ত হইল। গৌড়ের জঙ্গলবাসী কুতকগুলি লোক সেই স্থান দিয়া গাইতেছিল। তাহাদের নিকট হইতে আমরা মহিলার মুখ ফিকিলাম এবং কয়লায় পড়িয়া ধুঢ়ি রাধিলাম। ভোজন সমাধা করিয়া আমরা ভাগবাদের দর্শনে বহির্গত হইলাম। আমরা দেওয়ান-খানার নামক একটি ভাগবাদের দেওয়ানাম। এই থানে বাদ-সাহেবের প্রতাপ দরবার হইত। প্রাচীরের উপরে অতীত স্বপ্ন কবর্কার্য্য দেখিলাম। সেই ককর্কার্যের মধ্যে কোরান হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমরী বাক্য গোষ্ঠি দৃষ্ট হইল। আমি যেন আমার সমস্তে দেখিতে পাইলাম যে, বাবাসাহেব সংহাসনে আসিয়া আছেন, আর উজ্জ্বল ও অস্তিত্ব রাজকর্মচারিগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া অনতত্বায় হইয়া উগ্রবিষ্ক আছেন, অনিত্যের মূখচার্য্য অসংখ্য মুসলমান ও হিন্দু  দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তৎপরে চক্ষু তাঙ্গী গেলে বোধ হইল যেন আমি প্রথা দেখিতেছিলাম। মসজিদের কোণ কি অসংখ্য! যে স্থান একের অন্যের ও লোকের কার্যের ব্যক্তিতার আধার ছিল, তাহ। একের বিজ্ঞ ও ভাবনার হিসেব করিয়া আবাস হইয়াছে। তৎপরে আমরা একাঙ্গ প্রকাশ করিয়া পুষ্টিরী দেখিলাম। সে সকল পুষ্টিরী এক একটি হৃদের ভায়। তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ কুমীর ভাসিতে দেখা গেল। এক স্থানে আমরা কলিকাতার অন্তর্বর্তী সমুদ্রের ভায় একটি অদৃশ্য আত্মাতুল্লেখণী গৃহ দেখিলাম। শুনিলাম যে, তাহার উপর রাজ-জ্যোতি-মৌসুমী রাখে উঠিয়া নক্ষত্র পর্যাবেক্ষণ করিতেন। আমার ক্ষেপের অঙ্গ স্পর্শের স্বাভাবিক বোধ হইল, যেন অনাপি রাখে উদ্ধীস্তরী ও আপাবত্বালী আলদানার পরিহিত রাজ-জ্যোতির্মূল নতোমূলে দূরবীকণ নিয়োগ করিয়া নক্ষতর্পর্যবেক্ষণকর্মের সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই-
শৈশব ও তাত্ত্বিক শিক্ষা।

রূপ অনুসারে অনেক ভায়বের দেখা গেল। এই সকল ভ্রমাবশেষের বিশেষ রুদ্ধস্ত রায়েনুষ্ঠ। (Ravenshaw) সাহেব সম্প্রতি তাঁহার দ্বিতীয় সূচনা। "রুইনস অব গোর" (Ruins of Gour) নামক গ্রন্থে বিশেষ বিবর্ত করিয়াছেন। এই সকল ভ্রমাবশেষ দেখিলা আমরা স্মল নগরে অন্যান্য করিলাম। সে দিবস সাহসী রামগোপাল বাবু ও তাঁকার সাহেব ব্যতীত আর কেউ সকলের সৌভাগ্যক্রমে ব্যাপ্ত কিংবা অন্য কোন হিন্দু জন্তু সহিত মোলাকাত্ত হয় নাই, তাহার হইলে আমাদিগের মধ্যে যে কয়েকজন অপরাধ ভীষণ বাণিজ্য ছিল, তাহাদিগের হৃদয়ে কি হইত বলা যায় না।

হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় আমার ধর্ষ্মত পর পর কতকগুলি পরিবর্তন হয়, কিন্তু উনিশ বৎসরের সময় পরম শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীযুবু বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইলে যে আদি ব্যভচ্চনামের বাক্স হইল, তাহা এখনও আছে। এই সমভ্রমে দেবেন্দ্র বাবু আমাকে তাহার কোন গল্প না করিতে বাজ্য উত্তীর্ণ করিয়া লিখেন "যুগে যুগে একটা বেল।" পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে Cyrus's Travels by Chevalier Ramsay পড়িয়া চিত্তিত হিন্দুধর্মে আমার বিখ্যাতি বিচিত হয়। তত্ত্বাবধায়ন রায়ের Appeal to the Christian public in favour of the Precepts of Jesus এবং চান্নিগো (Channing) গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইউনিটেরীয়ান ঐতিহ্য হইল, তত্ত্বাবধায়ন হইল, পরিশেষে কলেজ ছাড়াইকে অধ্যাপিত গ্রুপে Hume পড়িয়া সংশ্র-বানী হইল। যে পুষ্পক ধর্মর পাঠ করা যায় তখনই সেইরূপ হওয়া অবশ্য বালকাদ। বলিতে হইলে, আর তখন ধর্মধৈ বালক ছিলাম।

ঈশ্বর মুসলমান হইবার রূপান্তর এই। প্রথম যাহা ঠাইতে আরম্ভ করিলাম, তাহা কিংবা পরিমাণে প্রতারিণং হইল পড়ি। কলেজে ধাকিতে
দেখিলাম, সাধারণ আনেকসকল ঠাকুরের কোন বিশ্ববাদামাক্ষ মুসলমান ধর্মের (Trinitarian Christianity) দিকে। উক্ত ধর্ম আমার বিদ্যাতে বিষয় ছিল। আমি মিছামিছি মুসলমান হইলাম এবং আমার সাধারণ-দিকের কিছু জানতে যেমন দেখাইতে লাগিলেন, এমন সেইমত আমার মুসলমান ধর্মের পক্ষে দেখাইতে লাগিলাম। তখন মুসলমান জগতে পেলি (Paley) সাহেবের আদর বড়। আমি দেখাইলাম যে পেলি সাহেব মুসলমান ধর্মের পক্ষে যা প্রমাণ দেখা-ইয়াছেন, থাকা সেইখানে প্রমাণ মুসলমান ধর্মের পক্ষে দেওয়া যায়। সাধারণ যথার্থ ধর্মে যে, মুসলমান ধর্মের প্রতি যদি এতই অধুরড় তবে তুমি প্রকাশ্যে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কর না কেন? আমি বলিলাম, অবশ গ্রহণ করিব। আমি তাহাতে এই মন্ত্র এক হৃদয়লিখিত বোধগুণ প্রাচীন করিলাম যে, অমুক দিন আমি কলেজ হইতে যে মশজিদের আছে (সে মশজিদ এখনও আছে) তাহাতে বিভিন্ন প্রকাশ্যে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিব। এই বোধগুণ পত্র সমস্ত কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচারিত হইল। তাহারাও বাহিনের লোকগুলিকে তাহা দেখাইল। সে দিন উক্ত মশজিদের সমুদ্র অবস্থায় লোকা অহত, কিন্তু পরিশেষে বিজ্ঞ তের পাইয়া আমে নাই। যাহা হউক ধর্ম লইয়া একে উপ-হাস করা উচিত হয় নাই। অজ্ঞান এখন তথ্যপাত হইতেছে। বলিতে কি, এই হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম বিষয়ে আমি অনেক অনুগত্ত করিয়াছিলাম। তখন বাহাদুর পরিধিতাম, সেই পার্শ্ব ভাষা এই কথা অনেক সহায়তা করিয়াছিল। আমি এই সদ্যে Sale's Koran, Chapters in Gibbon's Roman Empire about Mahommed and his successors এবং আম আর অনেক গ্রহ, যাহার নাম একে মনে গড়িয়েছে না, তাহা পাঠ করি। এই কথায় কিসে ব্যাখ্যা ই
মুসলমান ধর্মের প্রতি আমার একটি শ্রদ্ধা অনুভূতি ছিল। Sir Walter Scott বলেন যে, লোকে যাহাই করে, কেমন কেমন তাহা যথার্থই হয়, এই কথা ঠিক!

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমার পিতামহকে মেরুদণ্ডের বংশধর্মী ছিলেন। জীবন্ত পরমাণু অভেদ, বৃহৎ স্থপত্য, নির্ভরন মুক্তি, এই সকল মতে বিখ্যাত করিতেন। একদিন তিনি ও কলিকাতার নিম্নলিখিত নিবাসী আমাদিগের জাতি পরম বৈষ্ণব নন্দলাল বন্ধু ও আমি, এই তিন জন বসিয়া ধর্মালোচনা করিতেছিলাম। আমি তখন হিন্দু কলেজে পড়ি। নির্ভরন মুক্তির বিষয়ে কথা হইতেছিল। আমার পিতামহের নির্ভরন মুক্তির মত সমর্থন করিতেছিলেন। নন্দলাল বাবু সিদ্ধির নামিবার সময় আমাকে চুপি চুপি বলিলেন, “বাপু তোমার বাবার মত তুমি বিখ্যাত করিও না। দেখ, চিনি হইবার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল।”

হিন্দু কলেজে যত দিন থাকি, চাহিদৃষ্টি উপভোগ করিয়া পড়ি, তাহাতে অধ্যক্ষেরা আপত্তি করিতেন না। অধিক দিন ছাত্রেরা পড়িবে বলিরা এই সকল চাহিদৃষ্টি দেওয়া হইত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আরে ইচ্ছা তিনি বংসর পড়ি, কিন্তু একটি উৎকৃষ্ট পীড়া অনুপন্তে আমি ১৮৪৪ সালের প্রথম কলেজ পরিতাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। উক্ত উৎকৃষ্ট পীড়ার কারণ অপরিমিত মন্দনাম। তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মন্দনাম করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরারা মন্দনাম ছিলেন বটে বিশ্বাস ছিলেন না। তাহাদিগের এক পুরুষ পূর্বের সুখকেরা মন্দনাম করিত না—কিন্তু অভ্যন্ত বেদান্ত্য ছিল; গীতা, চরস খাইত, বুলবুলের

* ইহার পূর্বে দেখাই ব্যাখ্যা করিতে বেদান্ত ছয়।
লড়াই দেখিত, বাহি রাখিয়া যুঝি উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া মন্ত পাড়িকে ঢাকাই যুতি পরিত। কলেজের হোকরার এই সকল রাজতি একত্রে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহারা কখনই পানাসক হইতেন না। যথাপি তাহা সত্যতার চিন্তা এমন মনে না করিতেন। আমাদিগের বাসা তখন পটলাভাগ ছিল। আমি পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র মোহন (ইনি পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া শাসনপ্রদেশের অনেক দিন কার্য করিয়াছিলেন) এসরকুমার সনে এবং মন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কলেজের গোলাঙ্গিতে মদ হাঁটাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইতে, সেখানে কতকগুলি শিক-কাবারের লোকান্তর ছিল, তখন হীরে গোলাঞ্জির রেল ট্যাক্টিয়া। (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) উক্ত কাবার কিনিয়া আলিয়া আহার আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইস্প মাংস ও গলপলেশপুষ্কা বাহির খাওয়া সত্যতাও ও মোহন-সংসারের পরাক্ষে প্রদর্শক কার্য মনে করিতাম।
একবার আমি গোলাঙ্গিতে মদ হাঁটা। টুপভাঙ্গা হইয়া রাজিতে রাজিতে আসাতে মাতালদকুরাগী অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি আর কলিকাটার সাবায় থাকিব না, বোঝালে গিরা থাকিব।" পিতাজ্ঞান আমার আচরণের বিষয় অবগত হইয়া আমাকে করিয়া জগত একটি কেলেশ অবলম্বন করিলেন। সেই কেলেশ অবলম্বন করাতে আমি প্রথম জানিতে পারিলাম যে, বাবরও একজন আহার ছিলো। মন্ত্রণ বিষয়ে রামমোহন রায়ের শিয়াল ও হিন্দুকলেজের হাত-দিগের মধ্যে প্রতি ছিল। রামমোহন রায়ের শিখরের অত্যন্ত পরিনিষ্ঠ-পার্থিক ছিলেন। কিন্তু কলেজের আধিকাংশ ছাত্র একত্রে ছিলেন না।
একবার রামমোহন রায়ের কোন শিখর অপরিমিত মন্ত্রণ করাতে রাম- 
মোহন রায় ছাত্তা তাহার মুখ দর্শন করেন নাই। পিতাজ্ঞান
আমাকে পরিদর্শক করিবার জন্য সে কোনো অবলম্বন করিলেন তাহা বর্ণিত হইতেছে। সে কালে মুসল্লী আমীর আলী সদর দেওয়ানী আদালতের একজন প্রধান উকিল ছিলেন। এই মুসল্লী আমীর আলী পরে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পাতনার বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেন্টের উপ-কারক করাতে নবাব উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। একবিংশ (১৮৯০) হুগলীর ইমাম বাড়ার মতওয়ালি সাহেব তাহার পুত্র। যে বাটিতে সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য হইত, সেই বাটিতে খাস কমিশনের (Special Commision) কার্য হইত। খাস কমিশন সদর দেওয়ানীর অঞ্চল ছিল বলিলেই হয়। মুসল্লী আমীর আলী উভয় সদর মসজিদী ও খাস কমিশনের ওকালতী করিতেন। পিতা ঠাকুরের সহিত মুসল্লী আমীর আলীর আত্মস্বপ্ন বন্ধুত্ব জড়িয়াছিল। মুসল্লী সাহেব আমীর পিতা ঠাকুরকে “রাজ্যদার দোষ” বলিতেন। যে বন্ধুকে গোপনীয় কথা বলা যাইতে পারে, পাশিতে তাহাকে “রাজ্যদার দোষ” বলে। এর প্রতি-দিন মুসল্লী আমীর আলী বাটা হইতে আমাদিগের বাসায় একটা টিনের বাঁক আসিত। আমি মনে করিতাম যে, মুসল্লী আমীর আলী পিতা ঠাকুরকে তজমূম জন্য সদর দেওয়ানীর কাগজ পত্র পাঠিয়া দিয়া থাকেন। (পিতা ঠাকুর খাস কমিশনের হেডস্কোর্চার কার্য করিয়েছেন, আবার ঠিক কাগজ তরজমা করিয়াও কিছু উপার্জন করিতেন)। এক দিন সন্ধ্যার সময় আমাকে পিতা ঠাকুর তাহার লিখিত ঘরে ডাকিলেন। ডাকিয়া ঘরের সর্বাঙ্গ। বেশ করিয়া দিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম না যে ব্যাপারটা কি? তাহার পর দেখিলাম, তিনি একটি দেরজ খুলিয়া একটি করক্ষু ও একটি সেরী বোতল ও একটি ওয়াইন গ্রাস বাহির করিলেন। তৎপরে একাঙ্ক টিনের বাঁকটি খুলিলেন। টিনের বাঁক খোলা হইলে আমি দেখিলাম যে, তাহাতে সদর দেওয়ানীর কাগজ নাই,
গোলাঙ্গ, কালিশা, কোঠা রহিয়াছে। পিতা ঠাকুর আমাকে বলিয়াছেন, “তুমি প্রত্যেক সন্ধ্যার পর আমার সন্ধ্যা এই সকল উত্তম এবং আমার করিবেন, কিন্তু মন ( সেই ) হই মাসের অধিক পাইবে না; যখনই তুমি অত্যন্ত মন ধাক্কা, সেই দিন অথবা এই খাওয়া বন্ধ করিয়া দিব।” কিন্তু আমি এইরূপ পরিমিত পানে অস্ত্র হইতাম না। অত্যন্ত পান করিতাম।
এইরূপ অপরিমিত মন পানে আমার একটি পীড়া জন্মিল। ** * তাহার সঙ্গে অন্য ছিল। ছয় মাস শয্যাগত ছিলাম। পিতাঠাকুর
আমার জীবনের আশা পরিতায়াগ করিওয়াছিলেন। তিনি হাদিদের
একটি মেয়ার ( পাংক্রি ) আত্মত্যক করিয়া আমার সন্ধ্যা আঘাত
করিতেন। সেই মেয়ারের অর্থ এই যে, প্রিয়তম কখন চলিয়া যাইবে
সেই আশনকে আমার চিন্ত বেদৃষকের ভার কিন্তু হইতেছে।
“হরমূ বেদ লজ্জাবশীল।” কিন্তু বিশ্বাসা আমি সারিয়া উঠিযাম।
আমি এই পীড়া উপলক্ষে কলেন। পরিতায়াগ করিবার পরই আমার প্রথম শুরু ও তৎপরে আমার পিতা
ঠাকুরের মৃত্যু হয়। আমার প্রথম শুরু জলে ঢুবিয়া মরেন। তিনি
পল্লীর বালিকাদিগের সঙ্গে তাহার পিতামহের খিড়কির পুনরাগত
সংতায় শিক্ষা করিতেন। সংতায় দিতে দিতে তলিয়া যান।
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আমার পিতাঠাকুরের মৃত্যু ইংরাজি ১৮৪৫
সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে হয়। বখন তাহাকে গদাহারে লইয়া
যাইবার জন্য পাকিয়া উঠান গেল, তখন, তিনি পৌন্ডলিক নহেন, তখন-
কার ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বৈদ্যান্তিক ধর্মে প্রাণত্যাগ করিতেছেন, ইহার আশ্চর্য
লোকবিখ্যাতে দেখিয়া যাহা আমি তাহাকে বিশ্বাস। করিলাম যে,
“আপনার কোনো ধর্মে মৃত্যু হইতেছে, সকলকে বলুন।” তিনি বলিয়াম
“বৈদ্যান্তিক ধর্মে।” তিনি গদাহারের পথে যাইতে যাইতে, আমার
শেষ ও তাংকালিক শিক্ষা। 45

জন্য কিছু রাখিয়া বাহিরে পারিলেন না, এই বলিয়া শিশু করারস্থ
করিতে মৃষ্ট হইয়াছিলেন।

আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, কলেজে পরিবারের অব্যবহিত
পূর্বে আমি সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার ত্রীর ও আমার
পিতার মৃত্যু আমাকে প্রকৃতিস্থ করিল। পুনরায় ধর্মে আমার বিশাল
হইল; কিন্তু এবার আমার পৈতৃক ও সে সময়ের তত্ববোধিতা সত্তার
একার্যের বৈদাত্তমিক ধর্মে বিশাল হইল। লালা হাজারীলাল প্রথম
ব্রাহ্মণ্ড প্রচারক ছিলেন। ইহার বাটী ইন্দোরে ছিল, ইহার একটি
প্রচারক ছিল। তখন যে ভূমি হইত, তাহাকে একটি
ঊষ্ক স্বর্ণাজী ছিল। এই বাক্য অক্ষর ছিল। এই
বাক্য দেখিয়া পালিল ভূমি সময় সমস্যার অবস্থা মনে পড়িলে
এবং সমস্যার সময় বিপদের অবস্থা মনে পড়িলে, এই জন্ত এই বাক্য অক্ষর
রীতে মৃষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। লালা সাহেব ৬ গ্রাম এর
ব্রাহ্মণ্ড গ্রহণের প্রতিজ্ঞা পত্র অনেকগুলি সংগে করিয়া। লালা বাহির
হইতেন, হিন্দু পূর্বে সেগুলি ব্যক্তি করাইয়া। আনিয়া হাসির
করিতেন। ইহার বলা বাহান্ডা যে, যাহারা ব্যক্তি করিতেন, তাহারা
সকল ব্রাহ্মণ্ড বিশেষতঃ বুঝি। ব্যক্তি করিতেন, এমন নহে;
কিন্তু নিয়ম অনুসংহার নয় এমন ব্যক্তি যে বুঝি। করিতেন, তাহার
সন্দেহ নাই। লালা সাহেব লোকের সংগে তম্মত বিতর্ক করিয়া প্রতিভজ্ঞ
করিতেন। লালা সাহেব Co-existence and Pre-existence অর্থাৎ Co-existence of God with
or Pre-existence of God before Matter এই বিষয়ে সর্বমূল
তর্ক করিতেন। এই বিষয়ে আমাদিগের মধ্যে তখন শিক্ষা আলো-
চনার বিষয় ছিল। এখনও যেন সমুদ্রে দেখিতেছি, লালা সাহেব একবার করিয়া নতু লইতেছেন এবং Co-existence, Pre-existence করিয়াছেন। লালা সাহেব লর্ড মন্বোডো (Lord Monboddo) গ্রন্থ অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন এবং দর্শন সম্বন্ধে তাহার মতের অমূল্যতা হইয়াছিলেন। লর্ড মন্বোডোর মত ছিল মানুষ বানর-বংশ-সমূহ। তিনি তারউইনের পূর্বে এই মত এচার করিয়াছিলেন। তিনি আমির তোঞ্জনের বিপক্ষ ছিলেন। এমন কি, উল্টিদ পাক করিয়া খাওয়া অভিযোগ বলিতেন। তাহার মতে কাচ উল্টিদ খাওয়া উচিত। তিনি পাক কার্যকে অনৈসারিক মনে করিতেন। লালা সাহেব এই মত অনুসারে কাচা বেঁধ্ব, কাচা লাউ প্রভৃতি (আমরা অনেক নিষেধ করিলেও) ভক্ষণ করিতেন, ইহাতে তাহার একবার পোটের পীড়া হয়। তিনি খুব উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। কৃষিগর্ভ ব্রাহ্মসমাজ তিনিই স্থাপিত করেন। অত্যন্ত স্থানের মধ্যে তিনি মেদিনী-পুরে গিয়াছিলেন। তাহার জনাবাহান ইন্দোরে তাহার মৃত্যু হয়।

যে দিন প্রতিজ্জান্ত শ্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রার্থনা) ব্রাহ্মধর্ম এগার করি, সে দিন আমি স্বামীগ্রামের দুই এক জন বয়স্ক ব্যক্তি-দিগের সহিত তাহা করি। যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম এগার করি, সে দিন বিকৃত ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম এগার করা হয়। জাতি বিশেষ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও মস্ত পান করা। রীতির জন্য রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্যন্ত তানিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম এগারের দিন ঐরূপ করিয়াছেন এমন নহে। আমি এই সময়ে অতি পরিমিত রূপে পান করিতাম। পীড়ার পর চেতনা হইয়াছিল। কেন্দ্র সময়ে মস্তপান একবার পরিত্যাগ করি ও কেন করি, তাহা পরে লিখিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম এগার
করাতে আমার কলেজের সমাধায়ীর। আশ্চর্য হইয়াছিলেন। তাহারা
আমাকে এক অদৃশ্য জীব মনে করিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই সংশয-
বাদী অধ্যা ধর্মের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কলেজের উত্তর ছোকরা
যে ব্যাখ্যা হইতে পারে, ইহা তাহাদিগের বলের অগ্রগণ্য ছিল। ব্রাহ্মণবর্গ
এর কণ্ঠে করিয়াই পরম প্রজাপদ দেবক্ষে বাবুকে এক পত্র লিখি। তাহাদের
আমাদিগের শাস্ত্র হইতে এমন এক গ্রহণ করিতে তাহাকে অনুভূত
করি যাহার প্রথম ভাগে বেশির, দ্বিতীয় ভাগে স্বতির ও তৃতীয় ভাগে
ইতিহাস পুরাণ ও তত্ত্বের বাণী বাণী ব্রোগ সকল থাকিবে। ইহা
ব্রাহ্মণবর্গ গ্রহণ করলে অনেক দিন পূর্বে লিখি। দেবেন্দু বাবু এই
পত্র পাইয়া আমার সঙ্গে কথাপ্রকাশ করিতে এবং ব্রাহ্মণবর্গ প্রচারের
আমার সহিত পরামর্শ করিতে ও তদ্বিষয়ে আমার সাহায্য লইতে প্রতাহ
গাড়ী পাঠাইতেন। আমি গিয়া দেখি, আমার ভূতপূর্ব শিক্ষক চুর্গীচরণ
বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যবহারপ্রণীত বিখ্যাত শ্রামচরণ সরকার তখন
তাহার প্রধান সহিত। চুর্গীচরণ বাবু ইংরাজীতে উপনিষদ তরঙ্গা করেন
এবং শ্রামচরণ বাবু বক্তব্য করেন। শ্রামচরণ বাবু যে দিন সমাজে বক্তব্য
করিতেন, সেদিন লোকে লোককথাবা হই। অসংখ্য মুরক্কের আগমন হইত।
তাহার বক্তৃতার কিন্তু স্মৃতি নিম্ন একর হইল। “ধর্মব্যূদ্ধে ধর্মব্যুদ্ধে
সাঙ্গের সাঙ্গ, কি ভয়, কি সংশয়, যেতোধর্ম তত্ত্বেতে, সাঙ্গের
সাঙ্গ” তিনি অবগত গলতে বক্তৃতা করিতেন, কিতু উপরের উদ্ভূতে তাহার
বক্তৃতার অংশ দিব হইবার আকারে নেওয়া। কাইতে পারে।

“ধর্মব্যুদ্ধে ধর্মব্যুদ্ধে সাঙ্গের সাঙ্গ।
কি ভয়, কি সংশয়,
যেতোধর্ম তত্ত্বেতে।
সাঙ্গের সাঙ্গ।”
তিনি একবার কোথায় বলিয়েন, সংসারকে অসার জান কর,
“ওকারকে গলার হার কর,” তাহা না বলিয়া বলিয়াছিলেন, “সংসারকে
সার কর, ওকারকে গলার হার কর।” তিনি এই জানিয়েন। এমন
খাতত ভাবা নাই, যাহা তিনি জানিয়েন না। তিনি প্রসিদ্ধ এই থকা
মন্ডিনিস্কে অস্বীকার করিতে ভাল বলিয়েন। এছাড়া বাঙ্গালী
লোকেরা পূর্বে গোরব একতর হয়েছিল যে, মেসিডনের রাজা ফিলিপ
সৈয়দ মুহম্মদ। এই নগর আক্রমণে গ্রাম সহরের ফটকের নিকট আসিয়া-
ছিলেন, এমন সময়ে মন্ডিনিস, দেশ শাসনকর্তা সাধারণ তত্ত্বের যে
সভা হইল, তাহাতে দূতাবাস হইয়া, তাহার বক্তৃতা এই রাত্রি যারা
আরম্ভ করিয়াছিলেন “Ye Athenian women! no longer
Athenian men!” “হে এখনসবাদিত ক্রীপ, আর তোমরা পুরুষ নহ।”
দাসাচরণ বাবু এক দিন কোন সভাতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন, “হে
বঙ্গবামি ক্রীপ! আর তোমরা পুরুষ নহ।” দাসাচরণ বাবুর অভ্যস্ত
দক্ষতার প্রধান বিষয় আইন। তিনি তখন তাহার অনুশীলন না করিয়া
বক্তৃতা করিতেন।

“হার করু তাকে সাজান
অন্ন লোকে লাঠি বাজান।”

দাসাচরণ বাবু হিন্দু ও মুসলমান আইন সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া। প্রভূত
ব্যাপার করিয়াছেন এমন তাহার চরিত্রে অসাধারণতা তাল ছিল।
তিনি অতিশয় সৎকার পাত। তাহার একটি উত্তম জীবনচরিত আমা-
দিগের আর্থিক ব্যাপারসম্বন্ধে উপাচর্যা বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়
দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

হুগ্গাচরণ বাবু সংস্থাবাদী ছিলেন। তিনি দেববর্গ বাবুর সঙ্গে এই
বিষয়ে যোগ দিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণদের দ্বারা দেশের উপকার হইতে।
৩ ডাকার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
দেশের উপকার করা তাহার প্রাণের স্বত্ত্ব ছিল। উভয়ে দেবীকে বাঁধার ওখান হইতে গাড়িতে বাসায় ফিরিয়া সময় তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, “রাজনারায়ণ! চল আমরা এদেশ হইতে অস্রুনি অথবা আমাকি গিয়া বাস করি, এদেশের কিছু হইবে না।” তিনি অভিমান করিয়া এই কথা বলিতেন, উহা মনের কথা ছিল না। অভিমান করিয়া ঐ কথা বলিতেন অথচ দেশের উপকারজনক কার্য্য হইতে বিরত হইতেন না। তিনি সকল সময় বিদ্যা দিতেন। এই সময়ে তিনি ভাকিরি ব্যবসায়ে সবে প্রবৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি অর্জনের মধ্যে ঐ ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। যদি তিনি পরে পানাসক না হইতেন, তাহার চেয়ে দেশের অনেক উপকার হইত। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান ও হ্রেদয়বান লোক ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দরাজ লিখিত তাহার একটি জীবনী ইংরাজীতে আছে। কিন্তু উহার লেখা তাল নহে।
কর্মজীবন

ব্রাহ্ম সমাজে বিখ্যাত অন্তর্তুরাতিবাদ ও আমার ক্রমে প্রাদেশিক হওয়াতে দীর্ঘকাল বাক্যে ও শ্বাস চালন বাক্যে তাহার কার্যা হইতে অবস্থান হইলেন। ১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি সমরে আমি তথ্ববোধিনী সত্ত্বা ধারা। উপনিসদের ইংরাজী অধুনা঵াদকের কর্ত্ত্রে ৬০ টাকা বেতনে নিয়োগ হই। ঐ কার্য্যের চার মাস করিলে তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কার্য্যে নিয়োগ হই। আমি তথ্ববোধিনী সত্তার কার্য্যে নিয়োগ হইবার পূর্বে তখনকার Supreme Councilের Legislation-Member এবং Council of Educationের President Hon’ble C. H. Cameron সাহের সহায়তায় বাক্য লইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। F. H. Halliday বিধি পরে Lieutenant Governor হইয়া, তাহার নিকট কত দিন উমেদারী করি কিন্তু তাহাতে সফল হই নাই। উপনিসদের অধুনাবাদকের কার্য্য করিবার সময় দেবভূমি বাক্যে উপনিসদের গ্রাহক আমার নিকট ব্যাখ্যা করিতেন ও আমি তাহ ইংরাজীতে অনুবাদ করিতাম। সম্ভায় উপনিসদ তত্ত্বজ্ঞা করিতে করিয়া প্রাসঙ্গিত হইয়া নিদ্রিত হইতাম। দেবভূমি বাক্যে আমাকে জাগাইয়া খাওয়াইতেন। সে সকল বন্দূকের কার্য্য কখনই ভুলিবার নাই।

Sir W. Jonesের Persian Grammar ইংরাজীতে লিখিত। উদাহরণ সকল পার্শ্ব গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া পার্শ্বের সৌন্দর্যের আধার পাইয়াছিলাম। ঐ পুস্তকের আখ্যায়িতে উহার নাম উভয় ইংরাজীতে ও পার্শ্বিতে লেখা আছে। পার্শ্বি নাম
ষোঁরীয় অক্যরকুমার দত্ত।
"শক্রেন্তা তালিকে ইউনসে অস্কাৰ্টা" হৈয়ার অর্থ "শক্রবাছার অস্কার্টনের সোনলু কৃত"। পানিতে সোনলু নামের মুলকৃষ্ণী প্রতিনিদ "ইউনস।" "ইউনস" হিসেবে। তাহা হইতে উল্লেখ পারশিন নাম "ইউনস।" এবং ইংরেজী নাম Jones বুপপল হইয়াছে। ঐ স্থানে পারশিন কবিতা হইতে যে সকল পদ্ধ উজ্জ্বল হইয়াছে তাহার সৌন্দর্য্য আমার মনে হরণ করিল। তখন হিন্দু কলেজে পারশিন পড়াইয়া অধ্যাপক একজন সৌন্দর্য্য নিযুক্ত ছিল। তিনি মন এক আমারা পাগড়ী সাধারণ হইয়া আসিলেন। কিন্তু তাহার নিকট পারশিন না পড়িয়া। আমার পিতামহুকের মুসলীম নিকট তাহা পড়িতাম। সংস্কৃতের মধ্যে উপনীত দেবেশ্ব বাবুর নিকট পড়িয়াছিলাম ও সংস্কৃত কলেজে যখন ইংরেজী শিক্ষক বর্গে নিযুক্ত ছিলাম তখন প্রশিক্ষণ অর্ন্ত পাতিত William Augustus Schlegel প্রকাশিত রামাযণের আদিকাকাও ও কুমার সন্ততির প্রথম পর্য্যন্ত ঐধানকারী অধ্যাপকদিগের নিকট পড়িয়াছিলাম। সংস্কৃত বিভাগের মধ্যে আমার এই অধ্যাপনা, কিন্তু শোকে বোধ হয় মনে করে আমি সংস্কৃত ভাষা জানি। আমার কৃত উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ সর্বাত্মকে তত্ত্বাবধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমি কঠ, দৃষ্টি, কেন, মুখুল্ল ও বেহতাত্মত উপনিষদ তথ্যাদি করি। উক্ত অনুবাদ প্রশ্নাটা আপনি হইয়াছিল। বীটন সভার (Bethune Society) ভূতপূর্ব সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র বন্ধ Literary Chronicle নামক সামাজিক পত্রিকা তখন প্রকাশ করিতেন। তাহাতে তিনি তাহার প্রশ্নার কৃষ্ণ। তাহার অনুবাদ প্রশ্নাস্থল কাপড়ের মধ্যে বলিয়াছিলেন "The Upanishads are being translated by an erudite student of the Hindu College!" খালার রো (Dr. Row) এলিয়েট লেটারেট লেটারেট মুক্তিক্ষুদ্র Bibliotheca Indica নামক সংগ্রহে তাহার কৃত উপনিষদের অনুবাদের ভূমিকার আমার
রাজনারায়ণ বঙ্গাং আত্ম-চরিত।

আমাদের একটি প্রাথমিক অনুমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমার এখন বোধ হইতেছে উহা তত ভাল হয় নাই।

দেবেন্দ্র বাবু আমাকে ইংরাজী থাকিলেন। জানিতেন, বাঙ্গলা ভাল জানিলেন না। এক দিন আমার প্রথম বক্তৃতা, যাহার প্রথমে "এই রূহ ও বিচিত্র পৃথিবী অবলোকন করিলে" এই বাক্য আছে, সেই বক্তৃতা রচনা করিয়া। দেবেন্দ্র বাবু তাকিয়ার নৌচালা রাধিকার বাসায় চলিয়া আসি। তাহার পাঠ করিয়া। দেবেন্দ্র বাবু কি না মনে করিয়াছিল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার পরস্পর সম্পর্কমান হস্তে তাহার সমীপে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার নিকট ঐ বক্তৃতা সমূহে এরূপ সংক্ষেপ করিলেন যে তাহার বর্ণনামূলক। সেই অধি বক্তৃতার পর বক্তৃতা সমাপ্ত আমার দ্বারা কর। হইতে লাগিল। পূর্বে সমাজে দেরূপ বক্তৃতা হইত (সে সকল বক্তৃতার মধ্যে অক্ষর বাবুর একজন) তাহার বক্তৃতা জানপ্রধান ছিল। আমার উক্ত বক্তৃতা সকলের দ্বারা তাহার সমাজে গৌরবময় প্রতিভার প্রথম সংক্ষিপ্ত হয়, এই গোয়ব বোধ হয় আমি দাওয়া করিতে পারি। আমি এরূপ প্রতিভার বক্তৃতা যে লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম তাহার একটি কারণ আমার পারশী শিক্ষা। যে সময় ঐ সকল বক্তৃতা করা হইতেছিল সেই সময়ে আমার কোন মহামায়া ধারিক বঙ্গ আমাকে বলিয়াছিলেন "এই সকল বক্তৃতা ঐশ্বর্যের সঙ্গে অমৃত হইল।"

এই সকল বক্তৃতা এরূপ প্রশংসাকে উপযুক্ত নহে। যদি ব্রাহ্ম-সমাজে কোন বক্তৃতা অমৃতস্বরূপ লাভ করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে পরম প্রশংসাপ্রদ শ্রীমৎ প্রধান আচার্যের ব্যাখ্যান। আমি যে সময়ে প্রথম কয়েকটি বক্তৃতা লিখিয়াছিলাম তখন আমি বাঙ্গলা আদেশে ভাল জানিতাম না। আমাদিগের কলেজে বিন বাঙ্গলা পাঠিত ছিলেন
তিনি এক সময় রামকমল সেনের পাচক হয়েছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার রাজার গজ্জ করিয়া সময় কাটাইতাম। কিন্তু মাতঃভাষার এমন বৎসলতা গুণ যে আমি অনিয়মে ঐ সকল বক্ত তা রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যে দিন সেই বক্ত তা রচনা করি যাহার শেষে মুঢ়িতের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিত আছে “সেখানে চিরবসন্ত, চিরদূরন্ত, চিরপ্রেম। সে গ্রেমে মোহের লেশ মাত্র নাই—এ অবস্থাতে মোহভর্জনের কোলাহল দৃষ্ট হইতে শ্রুত হইতে থাকে—সেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জ্বর নাই, বিলাপ নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষম নাই, কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রজানন্দের উৎস নির্মল উৎসাহিত হইয়া থাকে” যে দিন আমার মনে যে কি বর্গীয় নির্মলানন্দের উদয় হইয়াছিল তাহা কি বলিব? “অতি পুরো স্মৃতি বদন দর্শন করা, কল্য তাহার মৃত্যু শরীরোপরি অশ্র বর্ণণ করা।” এই বক্ত্ব যে বক্ত তার আছে সে বক্ত তার দিন সমাজে করিয়া সেই দিন একটি বক্ত যাহার পুজোর ব্যবহার পূর্বশীঘ্র হইয়াছিল তিনি অত্যন্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ঐ বক্ত ত পড়িয়া। বিখ্যাত রামগোপাল দোষ কাহার রচিত বিখ্যাত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে রচিত মৃত্যু বিষয়ে আমার একটি প্রধান বক্ত ত যাহার প্রথমে বক্তা কোন মহামান্য ব্যক্তির মৃত্যু শরীরী দেখিয়া বলিতেছেন “আহা! ঐ গুলিয়া হইতে যে পরম পবিত্র তেজোময় অমৃতময় বক্ত তা নিঃসৃত হইত তাহ। আর নিঃসৃত হইতে না” ইত্যাদি আছে যে বক্ত তা যে দিন অতুলনীয় সৌভাগ্য তদানীন্তন সম্পাদক বিখ্যাত রমানাথ ঠাকুরের পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরেরক গন্ধ করেন সেইদিন মেদিনীপুর হইতে দেবকুণ্ডর ছাদে আসিয়া গেলেই তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। অক্ষর বাবু প্রথম প্রথম আমার বক্ত তা পছন্দ করিতেন না। যাহার বিপক্ষে, দেবকুণ্ড
বাহ্য নিকট সর্বজা বলিতেন। অনেক লোকের—তথ্যে ঝর্ণ শুভ্রের—
নাম করিয়া বলিতেন উজ্বল তাহাদিগের পছন্দ হইত না। আমি মনে বলিয়া গেলে 
মন করিতাম যে আমার বক্তাত্ত্ব ত অষ্ট্রালের ছুটা নাই তাহাঁ। 
মন ঝর্ণ শুভ্র পছন্দ হইবে কেন? কিন্তু অষ্ট্রাল বাহু ক্রমে ক্রমে আমার 
বক্তৃত্ব তুলির শুরু অমণ্ডব কলের লাগিলেন এবং তাহার কোন কোন 
বক্তৃত্ব তাহার প্রেমের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। যখন মেদিনীপুর 
ছাড়া ত্রাস্থতের লক্ষণ যে বক্তৃতার বিরুদ্ধ আছে তাহাঁ। তথ্যার কাঠামো 
পত্রিকায় এককাল জন তাহার নিকট পাঠাইয়া দিই তখন তিনি আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে “আপনি মেদিনীপুর উজ্বল করিয়া আছেন।” 
মন ঝর্ণ শুভ্রের যে সকল শুরু ছিল তাহাতে যে আমি অদ্ধর নহি তাহাঁ। 
আমার শ্রীমত বাংলা ভারা ও সাহিত্য বিশ্বক বক্তৃতা প্রকাশ করিলে যার। 
প্ররকাশিত হইবে কিন্তু তাহার অষ্ট্রালের গ্রামে আমি আদেশে পছন্দ করিতাম 
না। মন ঝর্ণ শুভ্র আমার সম্ভব একোর লই করিয়া লিখিয়াছিলেন 
“বেকা পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত।”

১৮৪৬ সালে পৃথক সময় দেবেক্স্যারাবুর সংগ্রহ আমি উল্লিখিতর 
নদী ও লামোইর দিয়া লোকাভোগ বর্ধমানে যাই। এই ভাষণের সময় 
আমাদিগের সর্বরাহ ধর্মচারী হইত। আমাদের সমাপ কখন কখন 
The Last man by Mrs. Shelly এই নবেল আমি আপনা আপনি 
পড়িতাম। আমরা যখন বর্ধমানে যাই পাঁচু তখন সেখানে মহারাজা 
মহাতাত্ত্ব চাঁদ বাহাজুর তাহার বড় বড় মরণোত্তর নারক কর্ণেল গোলাম সংহকে 
আমাদিগের আহ্লাদধারে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইনি আমাদিগকে সংগ্রহ 
করিয়া বর্ধমানে পাঠায়। তারাচাঁদ বাহু বাহু আমাদিগের বৃষ্টি 
হয়। রাজা প্রত্যহ গরুর গাড়ি করিয়া আমাদিগের জন্য অতি বৃন্দ 
সিদ্ধ পাঠাইতেন। এই সময়ে দেবেক্স্যারাবুর প্রতি মহাত্ত্ব চাঁদ বাহাজুরের
অত্যন্ত প্রভা ছিল। ইনি মহুয়কে ছই স্বেচ্ছাতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, “World-man এবং God-man”。 ইনি দেবেন্দ্র বাবুকে “God-man” অর্থাৎ ঈশ্বরপরায়ণ লোক বলিয়াছিলেন। ইনি ইহার কিছুদিন পরে বর্ধমানে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম বৈদান্তিক ধর্ম ছিল। যে প্রাণীতে তথ্যকার কলিকাতা সমাজের কার্য সম্পাদিত হইত ঠিক সেই প্রাণীতে উহার কার্য সম্পাদিত হইত। ঐ সময়ে কলিকাতার সমাজে জ্ঞাত্বক উপনিষদের যে অধ্যায়ের প্রথম “স্বভাব মেক করুন। বদন্তি” এই লোকে আছে সেই অধ্যায় সম্বরে সকলে পাঠ করিতেন। যেখানে “ক কাল কালী” শব্দ আছে সেখানে “ক” অক্ষরের উপর ভারানক জোরে দেওয়া হইত। রাজা। একদিন তাহার সমাজের উপাচার্যকে বলিয়াছিলেন যে, ‘ক্ষর’ উপর যে জোর জোর দেওয়া হইয়া তাহা সমন্যে আমার বুকটা ধৃঢ় করিয়া উঠে। ঐ লোকটা ভবিষ্যতে আমি পড়িতো?” বর্ধমানের ঐ সমাজে এখনও আছে কিনা বলিয়া পারি না। সেই দিন অবধি মহাত্মাবংচার পুত্র আফতাব চাঁদের সময় পুরাত বিশাল ছিল। আফতাব চাঁদ নিয়মমত্রে উহাতে উপাখ্যাত থাকিতেন। আফতাব চাঁদও তাহার পিতার ভায় বৈদান্তিক ছিল। আফতাব চাঁদের সময় বৈদান্তিক ধর্মের ব্যাখ্যা হইত। মহাত্মাবংচার মৃত্যুর পূর্বে কয়েক বৎসর ঘোর পৌত্তলিক হইয়াছিলেন কিন্তু বর্ধমানের সমাজ উত্তারিত রহেন নাই। আর একটি সমাজের কার্য উক্ত সময়ে বর্ধমানের সমাজ অপেক্ষাও প্রচারীত শ্রোতিগ্রহণের সম্প্রদায় হইত। সেটি তেলিনিপাড়া ব্রাহ্মসমাজ। তেলিনিপাড়া আলিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২ সমাজের কার্য ছিলেন। ঐ সমাজের কার্য ঠিক রামমোহন রায়ের সময়ের সমাজের কার্যের ভায় সম্পাদিত হইত। আলিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য হয় ১৮৫৪ সাল
পর্যায়ে জীবিত ছিলেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদ্রুপ ঐ সমাজ ছিল। প্রত্যেক সমাজের পর একটি করিয়া রীতিমত ভোজ হইতে চাই। অন্ধাপ্রাপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাহার মত বাবরি ধাত্তাত্র রামমোহন রায় তাহাকে মোচাঙ্গ বলিয়া তাহকেন।

ইংরাজী ১৮৪৭ সালের পুষ্পার্ধ সময় আমরা পুনর্কার ভয়ে বাহিয়া হই। একটি প্রকাণ্ড পিনেলে দেবদৃশ বাবুর তখনকার সমস্ত নিজ পরিবার এবং একটি রোটে কেবল আমরা চুইকেন ধাককান। প্রতি দিনের ঘটনা আমি একটি দৈনন্দিন লিপিতে লিখিতাম। নবদীপ ও চূপি পার হইয়া পাটুলির নিকট যখন আমরা পৌছিলাম তখন সম্য হইতে অল্প বাকি আছে। দেবদৃশ বাবু বলিলেন যে দিবা পার গত হইল অতি অল্প সময় বাকি আছে, অন্যকার দৈনন্দিন লিপি লিখ। আমি বলিলাম যে এখন লেখা উচিত হয় না। এই অল্প সময়ের মধ্যে কেত কারনা হইতে পারে। আমি মন্দিরের তরুণ ব্যবধানা (Prophet of evil) হইলাম। অন্য অন্য উত্তরপশ্চিমের কোন প্রাণ কালো মেঝের সংক্রান্ত হইল। উত্তর পিনেল ও নোকাকে শুধু টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, তবে সাই ফ্যাক্স গেল। দেবদৃশ বাবু তখন রোটের ছাঁদের উপর উপর উপার্থে। এমন সময়ে ভরানক বাতাস উঠিল। পিনেলের কোথে রোট কাত হইতে উঠিল। জল উঠিতে দেই কি তিন ইঞ্চি বাকি ছিল।

"কাতান কোথায়! কাতান কোথায়!" এই শব্দ পড়িলা গেল। কাতান পাঁজিয়া পাওয়া গেল। লাগি ফিডা শুধু ফ্যাক্স হইতে চেষ্টা করে লাগি দেবদৃশ বাবুর নাকের উপর পড়িলা গেল। তাহাতে তাহার নাক কাটিয়া স্বল্প পড়িতে লাগিল। এই সময়ে বাতাস ক্ষণেকের উল্লাস ধারিয়া গেল। আবার দিঘন বেঁধে উঠিল। মাবীরা চেঁচিয়া উঠিল আবার
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তাইরে” “আবার তাইরে।” এই “আবার তাইরে” শব্দ আমার কাছে এখনও রাখিতেছে। কাজটি ভাগ্য ক্রমে পাওয়া গেল। তাইরে পিনেলের শুন কাটিয়া দেওয়া হইল। পিনেল বাদাস উঠিবার পূর্বে উভয় শুন ও পালি চলিতেছিল। এক্ষণে তাহা কেবল পাল ভরে পোট লুলাইয়া নক্ষত্রবেগে বাতাসের সমুদ্রে বায়ুতে লাগিল। শুন কাটিয়া দেওয়াতে আমাদিগের বোটও নক্ষত্রবেগে উচ্চ কাছাড়ে গিয়া লাগিল। বোটের মাথা ও কাছাড়ের তীর উভয় বরাবর হইল আমার। তীরে লাফিয়া পড়িলাম। তখন পাহার আসিবার হইল। এমন সময়ে একটি ছোট ভিড়ি আমাদিগের বোটের উপর আসিয়া পড়িল। আমরা বোটেটা মনে করিয়া “কেও! কেও!” বলিয়া চেঙ্চিয়া উঠিলাম।

deখিলাম স্বরূপ চাকর কলিকাতা হইতে আসিয়াছে হেন একটি পত্র।
dেবেশ্বর বাবু রিচিমিকি আলোকে চিঠি পড়িল। দেখিলেন তাহাতে লেখার শব্দ মিলিয়াছে Melancholy news from England। তাহাতেই তিনি মনিলেন তাহার পিতা দ্বারা কানাদ ঠাকুরের তথ্য মুন্ত্র হইলাম। কলিকাতায় চক্র ঘটায় যাইতে হইবে, তাহ। না হইলে বিষয়ের মহা গোল- যোগ উপস্থিত হইবে। তাহার পর দিন তারি রঙ্গ। সমস্ত নৌকা তীরে বদ্ধ। পাটুলী হইতে পলতা পর্যন্ত একটি মাত্র নৌকা গঙ্গার মধ্যে দিয়া তীরের দৃষ্টিতে দৃষ্টি হইয়াছিল। সেই নৌকা আমাদিগের বোট।

tাহাতে অল্প থাকার চেয়ে সমস্ত সমস্ত পরিবারের সহিত দেবেশ্বর বাবু উপবিষ্ট। চক্র ঘটায় মধ্যে পলতায় পৌঁছিলেন। যখন নৌকা বিশ্বাস রাজিতে পলতায় গিয়া পৌঁছিল তখন নৌকার খোলে এক ঘোষ অল্প। মাফিয়া বলিল “আর একটি বিলায় হইলে নৌকার টুপি করিয়া ডুবিয়া যাইত。” পলতাতে গাড়ি পশ্চিম ছিল। রাজি থাকিতে দেবেশ্বর বাবু কলিকাতার বাগী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি পিনেলে
বংশবাদীর চজনন্ত রায়ের সঙ্গে কলিকাতাতে মাত্র গতিতে চলিলাম।
তিনি ব্রুক খানমাহার—(?)

সেই অবধি দেবেষ্ট বাবুর বিষয়ের দে জোড়া উপস্থিত ছিল সে জোড়া অন্ত বাস ছত্রান্তর মাত্র (অন্ত ১২১৩ সাল) সম্মুখকে পরিষ্কার হইয়াছে। বিদ্রুপন পরে পরে গুরু অসাধারণ সত্যবাদী দ্বারা তিনি সেই জোড়া পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "Honesty is the best policy" তাহার জীবন এই বাক্যের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। সত্য অবলম্বন না করিলে তাহার বিষয়ের কিছু মাত্র থাকিত না। বাবারা তাহার জীবনের ইতিহাস বিলকশ পরিষ্কার আছেন তাহার। তাহার বিলকশ বুঝা। সত্য অবলম্বন না করিলে "সমুলা এ পরিশ্রমি যোদ্ধু মিলনবদ্ধ" এই বাক্য প্রতি অক্ষরে অক্ষরে তাহার সচেতন খাটিরা যাইত তাহার সনেহ নাই।

ধারকানাথ ঠাকুর বিলাতে রাজকীয় ঠাটে থাকিতেন। সেখানকার লোকেরা তাহাকে "Prince Dwarkanath Tagore" বলিয়া ডাকিত, কেহ কেহ "Prince Taragona" বলিয়া ডাকিত। Tagore হইতে Taragona করিয়াছিল। মহারাজী বিশেষরা নিকট তাহার অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি একবার ধারকানাথ ঠাকুরের মোহিত হইয়াছিলেন বলিয়া অতুলকি হই না। তিনি মহারাজীকে নরস্ব অলস্বার ও অনেক বহুমূল্য উপহার দিয়াছিলেন। এই অসাধারণ বারফীলতা নিবন্ধন তাহার যথা মুর্ত্তা হয়, তখন প্রায় এক কোর টাকা জেনা আর প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মাত্র বিষয় রাখিয়া থাক। তাহার মুর্ত্তার অব্যবহিত পরে Carr, Tagore & Co., নামক তাহার বিখ্যাত হোস্ট দেওলিয়া হইল। সেকালে বাবু সকল মহাজনেরদের ডাকাতির সমস্ত অবহ্ষা খুলিয়া বলিলেন। তাহার অসাধারণ সরলতাতে সকলেই
কর্মজীবন।

যুদ্ধ হইল। তিনি সেনা শোধের জেলে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত করিলেন তাহাতেই তাহারা সম্মত হইল। তখনকার সমাজগতে লিখিত হইয়াছিল “all the creditors expressed great sympathy with him।” তাহার পিতার মৃত্যুর পর দেবকেন্দ্র বাবু একবারে ছাড়া অভ্যন্ত পরিমিতাচারী হইলেন। প্রতিদিন চর্চা চোখ লেপ পৃথিবীর বাবতীয় উপাদের খাত্রিবাপুরী টিবিলের পরিবর্তে ফরসের উপর বলিয়া কেবল রাত ডাল ভক্ষণ ধরিলেন। দেবকেন্দ্র বাবু টিবিলে খাবারের সময় একটি একটি স্বারপন করিতেন। এই সময় হইতে তাহার চিন্তাবেদন মতন পরিবর্ত করেন। কেবল পীড়ার সময় তাকারের আদেশ ব্যতীত আর কখন ব্যবহর করেন নাই (১৮৯০)। সম্পর্কে খুল্লতাত্ত্বিক মাস্তকার ঢাকার কতবার তাহাকে অবিকালিক বিষয় সম্পর্কে Insolvent আদালত আদালতের হইতে পরিবর্ত দিয়াছিলেন। কতবার তিনি তাহার নিকট করিয়া আসিয়া আমাদিগকে বলিতেন যে “খুবি মহাশয় আমাকে বিষয় বনামী করিয়া Insolvenve হইতে বিলিতেছেন কিন্তু আমি তাহার হইব না।” আমাদিগের সঙ্গে এই সকল বিষয়ে পরামর্শ করিতেন বলিয়া, কালী ভট্টাচার্য নামক তাহার পিতার একজন মাতাল মোহাসের আমার নিকট একটি সংখ্যার লোক উদ্ধ করিয়া বলিতেন তাহার অর্থ এই যে “পূর্কে গল্পের তাজ্জুর্ব পরামর্শাদাতা ছিল, একেশ বায়ন সকল বাবুর পরামর্শাদা হইয়াছে।”

দেবকেন্দ্র বাবু তাহার পিতার মৃত্যুর পর কিছুবা তাহার পিতার আত্মকৃত্তী করিবেন ইহা তখনকার ব্যাপারগতের মধ্যে একজন আদালতের বিষয় হইল। বিখ্যাত শিশুসামুদ্রিক (Phrenologist) কালীকুমার মানের রূপার রাত্রিই অর্থ ও ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী কৈলাসকুমার দাস তাহাকে বলিয়ান যে আপনি যদি অগ্রগতিক প্রাচ্যতে আপনার পিতার আত্ম-
কুত্তা না করেন তাহা হইলে আমরা আপনার দলে থাকিব না। দেবক্ষের বাবু শাস্ত্রীর দিন পিতৃ দান না করিয়া কেবল ভানোংসর করিলেন। ঠিক যে মহাপ্রাণগীতি ক্রিয়া সম্পাদন হইল বলা যায় না। কিন্তু তখনকার হিন্দু সামাজের অবম্ভ বিবেচনা করিলে ইহা অত্যন্ত অধ্যায়ক্ষক সাহসের কার্য্য বলিতে হইবে এবং ইহা বাড়িহরের প্রথম অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যাহা হউক একান্ত মহাপ্রাণগীতি অবহুসারে না হওয়াতে যথাসম্ভাত্ত বিলক্ষণ অনুষ্ঠান উপস্থিত হইল। আমি দেবক্ষের বাবুর পক্ষে ইংলিশমান পত্রে ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংলিশমান পত্রে দেবক্ষের বাবুর আচরণ করাতে আমি দেবক্ষের বাবুর পক্ষে উক্ত পত্রে সমর্থন করি। কলেজে তাহার সঙ্গে টকরাটকরী, কলেজ পরিবার করিয়াও টকরাটকরী। কিন্তু আমার প্রতি তাহার সংহত্তাব কখনও তিরোহিত হয় নাই। সম্প্রতি তাহার মৃত্যু সমাচার পাইয়া কি পর্যন্ত রহিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।

ইংরাজী ১৮৪৭ সালের এপ্রিল মাসে আমার ভিতরের বিবাহ হয়।
এবার আমার প্রতির করিতাঙ্গ জাতীয় করিতে হইল। বর্ষার অভাবিনীত হইয়া মহাষাগর আমার খুশ ছিলেন। ইহার পূর্বে বড়মাছ ছিলেন। ইহার জেলে তাহার কাছে কাশীপ্রসাদ মহাশয়। কাশীপ্রসাদ মহাশয়ের বিয়ে আমি আমার "সেকাল ও একালের পূর্বকে লিখিয়াছি। মেঘিনোপুরের জেলের নাড়াঘাসের মধ্যে কোভুমের জমিদারী ইংরাজীর দুইজনের নামে ছিল। ইহা হইতে তখনকার উপরাত্ত কাশীপ্রসাদ হেমন্ত উপস্থিত হয়। একে ঐ জমিদারী মহারাজার মুকিন্দের ঠাকুর। আমার যখন এই বাতাসে বিবাহ হয়, তখন কন্যাপাড়ার হল্লু পড়ির যায়। ব্রহ্মসভায় ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিল
বলিয়া হাঁসপুল পড়িয়া যায়, কিন্তু আমার খণ্ডরমহাশয় তাহ গ্রহণ করেন নাই। তিনি আমাকে যাহার পর নাই বোধ করিতেন। আমার ভ্রাতাদিগের বিধবাবিবাহ দিলেও তাহার মেহের নূনতা হয় নাই। তিনি বিলক্ষণ সংক্ষেপ ছিলেন। ইহার বাটি অনেক সংক্ষিপ্ত পুনর্নির্মিত ছিল। ইহা একজন শাক ছিলেন। স্ত্রীলাওকদের প্রতি ইহার অভিশপ্ত ভক্তি ছিল। তাহারদিগের প্রতি সেই সহজ ব্যবহার করিতেন তাহার বর্ণনা করা যায় না। হিন্দুরা স্ত্রীলাওকদিগের প্রতি তাহ ব্যবহার করে না। ইংরেজিতে তাহারদিগকে অপবাদ দেয় তাহার অমূলক। আমার হন হাটখোলার দত্তদিগের বাটি বিবাহ হয়, তখন ইহাদিগের হাসের অবস্থা অর্থনীতি হইতেছে। বিখ্যাত ছাতুবাবুর ( আশ্বষে দেবর) পিতা রামমুন্তল সরকার ইহাদিগের সংসারে সরকারী করিতেন। এই খাতিতে ছাতুবাবু আমার খণ্ডরমহাশয়কে তাহার হস্তাক্ষরে অর্থ সাহায্য করিতেন। খণ্ডর মহাশয় খণ্ড তাহার হাটখোলায় ভবন হারান। অর্থন তাহার মৃত্যু হয় তখন তিনি ছাতুবাবুর সালিকিয়ার বাগানবাটাতে হাস করিতেন।

দেবকেশ বাবুর আম হাস হওয়াতে ও তরিবক্ষন ল্যাঙ্গমাচ্ছের জন্য অধিক লোক প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হওয়াতে আমি ১৮৪৮ সালের প্রথম সমাচার কর্ত্তার সহিত ( সমাচার কর্ত্তার সহিত নহে) সমাচার পরিভাষণ করিতে বাধ্য হই। তাহার পর সেই বৎসর বদিয়া থাকি। এই সময়ে পিতৃভূল্য দেবকেশ বাবু আমাকে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিতেন। তৎপরে ইংরাজী ১৮৪৯ সালের মে মাসে সংক্ষিপ্ত কলেজের দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই।

হিন্দুরা সেই ছোট আড়ালতে অক্ষ আমার সমাধায়ী ও পরম বদ্ধ গোবিন্দক্ষেত্র মন্দিরে পিতা রসময় দত্ত সংক্ষিপ্ত কলেজের সম্পাদক ছিলেন এবং
রাজনৈতিক বন্ধুত্ব অপরূপ অমুঘ-চরিত।

ঋষিক বিদ্যার্থী—তিনি ইংরেজিতে বিদ্যাসাগরের মতে প্রথম বিদ্বান বিবাহ করেন ও পরে দেশটি মেলের থেকে ছেড়ে—তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এই সময়ে বাঙালি কবির মনমোহন তর্কলিঙ্গীর সাহিত্যের, প্রেমচন্দ তর্কবাগীশ অলিকরের, বিবাহ নৈতিক নরনারীর তর্কপঞ্জন ভাষার এবং স্বরূপ ও বিখ্যাত প্রাচীন ভরতচন্দ্র শিরোমণি স্বভাব অধ্যাপক ছিলেন। এই সময়ে Council of Education এর সভাপতি এবং Supreme Council এর Legislation Member অন্যতম ডিগ্রীর বাটন সাহেব বীটন বালিকা বিভাগ সংস্থাপন করেন।

যে দিন উহা সংস্থাপন হয় সেদিন স্মৃতিসেবা পাতাকা উড়াইয়া ও বাচাতাম করিয়া মহা সমারোহের সহিত কলিকাতার রাজা বিদ্রোহ গমন করিয়া। উহার মূল প্রশ্ন নিখাত করেন। যার পূর্ব কুস্তি ও অশেক স্থাপিত হইয়াছিল। স্বরূপ ছাড়া ভারতবিদ স্বল্পদের দিগের সকল শেক ও জুঁখে অপারাহত হইবে তাহার সাহ্বে চিহ্ন আরো উক্ত অশেক রূপে রোপিত হইয়াছিল। এই সময়ে বাটি হইতে যে সকল গাড়ীতে বালিকারিগুলোকে স্কুলে লইয়া। যাওয়া হইত সেই সকল গাড়ীর গাড়ের উপরে মহানবান্ধারণতলোকতণ্ডুল “কলাশ্রমে পালনীয় শিক্ষাশাসন ধর্মী” এই বাক্য অক্ষরিত ছিল। মনমোহন তর্কলিঙ্গীর বীটন সাহেবের প্রিয়পাঠ ছিলেন। বাহারা প্রথমে তাহার বিভাগের বালিকা দেন, তাহার মধ্যে তর্কলিঙ্গীর একজন। তিনি বাটন সাহেবকে যে সকল পত্র লিখিতেন তাহা আমার ধারা লিখিতে। অনবো কেবল সংস্কৃত কলেজের বালকদের ইংরাজী শিখাইতে এবং নহে। অনেক সংস্কৃতক পশুণ্ড আমার নিকট অর বিশ্ব ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। মহানবান্ধ ইংরেজিতে বিদ্যাসাগরের, প্রেমচন্দ্র কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকুঞ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক ধারকা।
নাথ বিভাজকৃত তাহাদিগের মধ্যে ছিলেন। সংক্ষেপ কলেজের যে সকল ছাত্র আমার নিকট পাঠ করেন, তাহার মধ্যে পণ্ডিত রামগোত্র ভারবান্ধান। ইনি বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উক্ত ভাষা ও সাহিত্যের পুরাতন সম্পর্ক একটি দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট প্রভাব ও অভ্যন্ত এখান একাধ করিয়াছেন। ইনি এক্ষেত্রে (১৮৯০) হইলি নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ।

পরম প্রাঙ্গণে দেবীনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার আই এই সময়ে দেশের অসাধারণ পরিশ্রম করিয়ে যিনি নিজ চেক তাহাঁ দেখিয়াছিলেন তিনি কেবল বুঝিয়া পারেন। এক এক বিন অক্ষর বারুর রচিত প্রভাব সকল তত্ত্ববোধিতা একাদশ করিয়া পূর্বে তাহা সংশোধন করিয়া করিয়া তিনি গণ্ডের হইতেন। “সত্যাঙ্গমনদ্রুপ অন্তর্গত রূপমুক্ত্যত্ত্বভাবতি” এই গ্রীক তত্ত্বজ্ঞানী ও মুক্তিপন্নদ হইতে দেবীনাথ বাবু প্রথম উচ্চার করেন। অনেক চিত্ত ও আলোচনার পর উচ্চার করিয়া ব্যবহার করা বিধিত বোধ করেন। তাহার পর অনেক আলোচনা ও চিত্রায় পর শাস্ত্র শিবমধুত্ত” উচ্চার করিয়া ব্যবহার করা স্থির করে। “শেষকে যতে তে অপার কারিক” ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ এবং “অপনে যা সত্যময় তত্ত্বে মা রায়িক মৃত্যুমর্মীমৃত্যুতমী মর” এই প্রান্তান্ত্র্য অন্তরে আম্র গর। একবিংচিত মেধিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী হইতে লওয়া হয়। ব্রাহ্ম্য প্রতিভাপত্র যে কত পরিবর্তন ও সংশোধনের পর বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে তাহার বলা যায় না। এখন এমন একটি প্রতিষ্ঠা ছিল যে উপাসনা সমাধান কোন আত্মীয় চিন্তা ধারণ করিব না। সে সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম এইসময় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহার উপাসনাসময়ে উপবাস পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা করিতেন। উপাসনা ইহাই গেলে তাহার আবার পরিবর্তন। ব্রাহ্মধর্ম...
ঋষির প্রথম অধ্যায় (উপনিষদ) অতি শীঘ্র প্রস্তুত হয় কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায় প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগে। উক্ত অধ্যায়ে মম হইতে যে সকল গোক্তি উদ্বৃত্ত আছে তাহ। আমি মহুয়া সংহিতা হইতে উদ্ধার করি যা দিয়। উক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে মম হইতে “নারায়ণে” এই বাক্য যে গোক্তি প্রথমে আছে তাহ উদ্বৃত্ত ছিল। উহার অর্থ এই মাংসাগরে কোন দোষ নাই। ঐ গোক্তি পরে তুলিয়া দেওয়া হয়। সমাজে হারমোনিয়ম ব্যবহার করিবার পূর্বে এক্সকার্ডিয়ান (accordion) দিন কতক ব্যবহার করা হইয়াছিল। কঠোরনিষ্ঠগতে যে গোক্তি প্রথমে আছে “ন সদৃশ তিথিতি রুপমভূত” সেই গোক্তি এক্সকার্ডিয়ানে গাওয়া হইত। এক একদিন দেবেষ্ঠ বাবুর বাড়ীতে সন্ধ্যায় পর এই গোক্তি গাওয়ার বড় অনন্দ হইত। কিন্তু আনন্দ হইত তাহ। এই নিয়ে লিখিত গলা দ্বারা প্রদর্শিত হইবে। চক্সনাথ রায় নামে দেবেষ্ঠ বাবুর একটি পারিহার ছিল। ইহাকে দেবেষ্ঠ বাবু পরে একটি নায়েবি কর্ষণ দেন। ইহার বাটি বংশবাটি গ্রামে ছিল। ইনি একরাত্রি বাসায় ফিরিয়া না যাইতে পারাতে দেবেষ্ঠ বাবুর বৈঠকখানায় শরন করিয়াছিলেন। পারিহারের ঘরে দেবেষ্ঠ বাবু শুইয়াছিলেন। ঐ রাত্রিতে সন্ধ্যায় পর বড় ভ্রষ্টান্ত হইয়াছিলেন। তাহার ঘুম ভাবিয়া গেল। বাছিরে আসিয়া দেখেন যে চক্সনাথ রায় নৃত্য করিতেছেন। এক, জিজ্ঞাসা করিয়া, তিনি বলিলেন “আমার নাচ পাইয়াছে কি করি?” লোকের মেমন কুথা পায়, তৃষ্ণা পায়, তোমার নাচ পায় ইহ অকৃত কথা। এই সময়ে পরম্পরে পরম্পরকে আমরা শান্তিতে নাম দাকিয়া কাহারো নাম শোনক ছিল, কাহারো নাম জরংকারু, কাহারো নাম অঞ্চকি ছিল। অক্ষয় বাবু শীঘ্রকলেবর, তীহার নাম আমরা জরংকারু রাখিয়াছিলাম।
স্বামী রাজনারায়ণ বসু।
"After the death of Ram Mohan Roy, the catholic character of the Samaj was not destroyed. Even while its leaders admitted the Vedas to be a revelation, they did so solely on account of the "reasonableness and cogency of these doctrines" (see Vedantic Doctrines Vindicated) as compared with the other Shastras of the Hindus and the religious scriptures of other nations."
They rejected the idea of a revelation supported by external evidence. "The only ground" they said "on which the truth of any system of belief can be maintained is that founded on the nature of the doctrines inculcated by it." "If the doctrines of theology and the principles of morality taught in the sacred volumes referred to appear to be consonant to the dictates of sound reason and wisdom—if these tenets and precepts carry the unimpeachable character of truth in them—the man who has received them and continues to place his trust in them will have no reason to fear the vituperative—(?)-of ungodliness in respect to his religion" (Vedantic Doctrines Vindicated). The letter of Babu Debendra Nath Tagore published in the Englishman in October 1846, speaks of his religion as one "whose principles are echoed to by the dictates of that of nature and of human reason and human heart and by the sense of the wisest of all ages and centuries." The Revd. Mr. Mullens, in his "Essay on Vedantism, Brahmoism and Christianity" says: "Though the Brahmos claim the Vedas as a revelation of divine truth they look primarily upon the works of nature as their religious teacher. From nature they learned first and because the Vedas (as they assert) agree with nature therefore they regard them as inspired." He quotes in support of the above assertion the following passages from the "Vedantic Doctrines Vindicated." "The knowledge derived from the sources of inspiration deals with eternal truths which
require no other proof than what the whole creation and the mind of man unperverted by fallacious reasonings afford in abundance.” It is, therefore, evident that the leaders of the Samaj at this time considered the Vedas to be revealed solely on account of the reasonableness and cogency of these doctrines. Their errors lay in believing that whatever they contained was reasonable and cogent. As soon as they perceived their mistake after a wider study of the Vedas, they shook it off at once. Now, why did they do so easily? The reason is that a higher standard of belief had always predominated in their minds as shown by the above extracts from these publications over that of written revelation, that is, the standard of reason, and, as conscientious men, they could not continue professing that to be a revelation which was found to contain errors.”

উপরে যাহা উদ্দেশ্য হইল তাহাতে প্রমাণিত হইবে যে দেবসঙ্গ বাঙ্গাল প্রথম সম্পন্ন তোষণে। প্রকৃত প্রস্তাবে বেদকে ঈশ্বর প্রত্যাদিত্ব বলিয়া কখন বিভাগ করিতেন না।

যে চারিমণ্ড যুক্ত পণ্ডিত দেবসঙ্গ বাঙ্গাল। কার্মিক প্রমিত হয়েন তাহার। বেদোপাখ্যান করিয়া ফিরিয়া আইলে পর বেদকে উপরে উল্লিখিত একাদিকের ঈশ্বর প্রত্যাদিত্ব বলিয়া প্রতিপল কর। বাইবে কি না এই দরিদ্র আদমির মধ্যে মহা তর্ক উপস্থিত হইল। দেবসঙ্গ বাঙ্গাল চিরকাল ভক্তি-ধর্মাঙ্গন ও রক্ষণশীল ব্যক্তি অথচ সংস্কার; অক্ষর বাঙ্গাল যুক্তির অভাবে অহোমী ও সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর। দুই জনে তর্ক হইয়া স্থির হইল যে বেদকে আর ঈশ্বর প্রত্যাদিত্ব বলিয়া প্রতিপল করা
কর্ণবা নং, পেছে উহাতে তিন ও অদূর্কিযুক্ত বাক্য ঢুঁই হইতেছে। বেদ ঈশ্বর প্রতাপে নং, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত বেদান্ত, এই মত অক্ষর বাবু দ্বারা ১৭৭২ শতকের ১১ই মাঘ দিবসের সাপ্তাহিক উৎসবের বক্তৃতায় প্রথম ঘোষিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের ছই নায়কের মধ্যে তর্ক বিদ্বক্তা দ্বারা যাহা স্বীকৃত হয় তাহার গোরব কেবল একজনকে দেওয়া কর্ণবা নং কিন্তু আমি দেখিতেছি অক্ষর বাবুর বদ্ধমূল ইহার গোরব কেবল তাহাকেই চিন্তাল দিয়া আসিতেছেন। যিনি সর্বপ্রধান ও তাহার সমাজে বাতীত ব্রাহ্মসমাজে কেন পরিবর্তণ আদেশের সাধিত হইতে পারিত না তিনি আপনার গাঢ় রক্ষণশীল স্বভাব স্বঙ্গেই যেমন সত্য প্রদশিত হইল অর্থাৎ তাহার দৃঢ় করিলেন। দৃঢ়ের বিষয় এই যে তাহার ইহার বিবেচনা না করিয়া তাহাকে তাহার প্রাপ্য গোরব প্রদান করেন না। রক্ষণশীলতার হইল অগ্রসর হওয়া আরে গোরবের বিষয়।

ইংরাজী ১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেবেশ্বর বাবু ও আমি আসামপ্রদেশ দেখিবার জন্য Captain Hickley সাহেবের নেতৃত্বের অধীন জমুনা নামক রীতারে আরোহণ করি, তখন আমার বংশকী তেইষ বংসর। আমরা গঙ্গাসাগর তৎপর বড় স্নাতন বন দিয়া আসামাভিমুখে গমন করি। বড় স্নাতন বন দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম যে এই একটি কুচক প্রাণী এই কৃষ্ণ যে রীতার তাহাতে ফিরিতে পারে না, তাহার অব্দভিত পরিস্থিত এমন একটি বিশ্বাস নদী যে সমুদ্র বিশেষ আসন। রীতারের উপরিভাগ হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিতাম ওপরে হরিয়ণ চরিতেছে, ব্যাপের ডাক এক রাত্রতে শুনা গিয়াছিল। একদিন আমরা যাইতেছি দেখিলাম স্নাতনবনে যে সকল কাঠুরিয়া কাঠ কাঠিতে যায় তাহার মধ্যে একজন নোক। কল্পনা রীতারের নিকট আসিয়া
কাপ্তেন সাহেবকে বলিল যে আমাদিগের বাক্ত খুরাইয়া গিয়াছে, কিঙ্কিৎ বাক্ত ও শুলি আমাদিগকে দিয়ান, আমরা এই সত্ত হুরুন্দ আপনাকে দিয়েছি। সেই হুরুন্দের সেই দিনই তাহারা শীকার করিয়াছে। কাপ্তেন বলিলেন যে ইংল্যাণ্ডে এই হুরুন্দের দাম ৫০ টাকা হইত, ভারতবর্ষে অন্ত গুলিবারদের বিনিময়ে তাহা পাওয়া গেল। আমাদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে খাইরের দরুণ কাপ্তেন সাহেবের ৪টাকা করিয়া লাগিতেন কিন্তু গেট নিঃসনায় থাইতে দিতেন না। এখন কাপ্তেন আমার কথায় দেখি নাই। ঐবার আমাদিগের ভাগ্যক্রমে ঐরূপ কাপ্তেন জুড়ারছিল। কাপ্তেন সাহেব বোধ হয় আর জীবিত নাই। তিনি যে লোকে এখন খাকুন না। কেন অবশ ঐ অপ্রাপ্ত আহার দেওয়ার জন্য তিনি একুনে অন্তর্গত হইতেছেন সন্দেহ নাই। একখানি ভিন্নর সময় দেবেন্দ্র বারুকে খানির গো-মাসের কাবার বিতে বাইতেছিল। তিনি বলিলেন গো-মাসে আমি থাই না।

আমার ধাতু বরাবর গাড বাদালিতর; আমার কলজে শিক্ষা উহার উপর পাঁচালী স্বয় বোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত, কলজের ভাব উহা আমার প্রতির উপর গাড়রুপে বসে নাই। আমি সংযো মধ্যে খানা ও মদ খাইতাম বটে কিঙ্কিৎ সচরাচর প্রতাহ চূই বেল মাঝের বোঝ ভাল না থাইলে চলিত না। ক্রমাগত মদ ও খানা থাইলে অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিত। তীমারে কিরূপ জীবন যাপন করিতে হয় তাহ। পূর্বক 'আমিলে সরীরপ উপয় করা বাইত অর্থাৎ ফুলেল তৈল ইত্যাদি সাধে লাভম। তীমারে রুক্ষ স্নান ও দিবসের মধ্যে তিনবার অর্থাৎ হাজুরি টলিফন ও ভিন্নর মাস থাওয়ায় খারয়া না সৌচিতে পৌছিতে তিন চারি দিবসের মধ্যে বিজ্ঞাতীয় গরম হইয়া উঠিল। রাত্রিৎ ঘুম হয় না। খারয়া বখন তীমার সৌচিত তখন আমাকে হাড়ির দিয়ে দেবেছে বারুকে অনেক
আমি মাছের বোল খাড়ি থেকে অভিলাষে আমার কলজের সমাধায়ী তীর্থতাগুলি, চ, মি, র বাংলায় আশ্রয় লাভে তাদের মুখে গমন করিলাম। ইনি তখন আবার কথায় করিল দোনেলি সাহেবের হেড কেরানি। বেতন ২০০৭ টাকা। তখনকার ২০০৭ টাকা এখনকার (১৮৯০) ৬০০৭ টাকার সম্পর্কে সমান। আমি তাহার বলিকীতে গমন করিলাম। কিন্তু আমার হৃদয়বদ্ধতা দেখিতে তিনি ও টেবিল পাতিয়া ইংরাজী বক্র আহার করিতেছেন। কি করি আমি বসিয়া গেলাম। পাছে আমাকে নিতে বাঙ্গালী বলিলা মনে করেন এই ভুল তাহাকে মাছের বোলের কথা তিনি চারিদিন বলিয়া আমার সাহস হুই না। পরে বিচারীয়দ্বয়ের বিচারীত্ব গর্ম হওয়াতে আমি তাহাকে একাদিন আমার অভিলাষ জাপন করিলাম।

tাহার স্ত্রী একজন মুসলমান দাসী ছিল। তাহাকে মাছের বোল প্রক্রিয়া করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সে মুসলমান বলিলা পেয়াজ রস্পন দিয়া কি এক রকম জিনিষ তৈরি করিয়া দিল তাহা আমার বড় খাওয়া ভালী। তৎপরে চী বাবু তাহাকে আমার করিয়া পাঠানোতে তিনি অনুরোধ করিয়া স্বয়ং মাছের বোল প্রক্রিয়া করিয়া দিলেন। অনেক দিনের পর মাছের বোল খাইয়া তাহা গলায় ভিতর দিয়া পেটে যখন পড়িল কি পর্যন্ত ঠাঁচা হইলাম বলিতে পারি না। চী বাবু একাদিন এক কাণ্ড করিলেন। তাহার স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিবার সাথ হওয়াতে তিনি পার্থের ঘর হইতে তাহাকে বাহির করিয়া অঞ্চ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আরম্ভ করিলেন। তিনিও কোন নতুন আসিবেন না। পরে আমি এ ঘর হইতে অনেক বলাতে আলাপ করানো কার্য হইতে বিস্তর হইলেন। অনেক দিন ইংরাজী করিয়া সাবান মাখিয়া রুক্ষ দান করাতে অত্যন্ত গর্ম হওয়াতে একাদিন
ঈ-বাবুর চাকরকে দিয়া বাজার হইতে তৈল আনাইয়া নীচের তালায় একটি আদকার ঘরে তৈলমর্দন করিতেছিলাম। সে আদকার ঘরে ঈ-বাবুর কথন আসিবার প্রয়োজন হয় নাই। সেদিন কোন প্রয়োজন বশতঃ আসাতে আমি তৈলমর্দনকৰ্ত্তা অপকর্ষ করিবার সময়ই তাহার কর্তৃক ধৃত হইতাম। তিনি বলিলেন, “একি?” আমি বলিলাম, “তৈল বাজার হইতে আনাইয়া মাথিতেছি। অনেক দিন তেল না মাথাতে গরম বোধ হইতেছে।” তিনি বলিলেন, “আমাকে বলিলে হইত, আমি আনাইয়া দিলাম।” আমি বলিলাম, “পাছে তুমি আমাকে নিভক্ত বাঙ্গালী ঠাওরাও এই জন্ম বলি নাই!” এই সকল ক্ষয় বিষয় লিখিতাম না; তবুও সুরাস্কর আমাদের কৌন কৌন ইংরাজীতে কৃতজ্ঞ ব্যক্তির আচার ব্যবহার কিন্তু ছিল তাহ। আমাদের জন্ম লিখিতাম।

আমি সংস্কৃত কলেজ হইতে মেদিনীপুরে বদলি হই। তথাকার জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই। ইঃ ১৮৫১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ কর্ষে বসি। ঐ তারিখ হইতে ১৮৬৬ সালের ৬ মার্চ পর্যন্ত আমি ঐ কর্ষে করি। শেষে তারিখে আমার মাথায় পীড়া আরম্ভ হয়। সেই অবধি এখনও ঐ পীড়ার ভুগিতেছি। আমি পীড়িত জন্য প্রধান শিক্ষকের পদে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। আমি পনেরো বৎসর কর্ষমাস ঐ কর্ষে করি। এই সময়ের মধ্যে আমি আমার জীবনের যে সকল কর্ষ্য করিতে তাহা নিয়ে উল্লিখিত হইতেছে—

(১) মেদিনীপুর জেলা স্কুলের উন্নতিসাধন।
(২) মেদিনীপুর ব্ৰাহ্মসমাজের পুনঃ সংশোধন ও উন্নতিসাধন।
(৩) ভারতীয় গৌরবসম্পন্নী সভা সংস্থাপন।
(4) Annual financial report

(5) Social development report

(6) Report on the prevention of illegal activities and maintenance of law and order.

(7) Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj's efforts to protect

The author, Dr. Shyam Sundar Chatterjee, mentions the efforts of the Brahmo Samaj in this context. The author's name is Tydd and Sinclair. The report of the committee was chaired by a person named Tydd in 1890. The report mentions the efforts of the Brahmo Samaj to protect the organisation and its principles. The committee's report highlights the importance of the Brahmo Samaj and its role in preserving the traditions and principles of the community.
"It is a common saying that the natives of this country will do nothing to help themselves and that they must be assisted by the Government or by the European community. An example has just occurred at Midnapore to show that this is not always the case and when kindly advised and shown how they can benefit their race, they are not slow even in that slowest of all operations the subscribing funds to attain the object when they feel certain it is for a particular good.

These observations arise naturally when one sees at Midnapore a large building erected in the school compound for the manly games of Fives and Rackets and learns that it has been raised by subscriptions amongst the parents, guardians and friends of the boys, but it is so and when asked whether they required the aid of Government to complete the building, it is
refreshing to learn that the reply was a respectful negative.

Great credit is due to the Head Master, Babu Raj Narain Bose, and it is a certain proof of the esteem in which his character is held that he has been able to raise the necessary subscriptions "Ce nest que la premier par qui conte." Another subscription has been set on foot among the friends of the boys to supply backs to the forms and stools for the feet of the pupils, who will no longer be placed like notes of interrogation on the forms with legs dangling, a position that weakens and deforms the frame of a growing stripling who has thus to combat with physical weakness in pursuing his mentally wearying studies. This is good progress and, as I maintain, shows that the natives are not unwilling to help themselves when put on the way of doing so."

Captain William Saher's Army Native Education Society (Local Committee of Public Instruction) had taken action to provide schools with necessary equipment. The society, along with the education department, has been involved in providing schools with necessary facilities. These efforts have been appreciated and the society is being recognized by the government.

"Was happy in the idea that he was not on the Committee at all. Has not been gazetted."
Multiplication is vexation
Addition is as bad;
The Rule of Three doth puzzle me
And practice drives me mad.

Signed on oath
TREVOR GRANT,
Examiner.

আর একবার ম্যাক্সিলিয়েট সাহেব (Mr. Bright) ও বারিক মাঠার
(Captain Short) সাহেব অসিয়া কমিটি করিয়া লিখিয়া যান—

"Present Captain Short, Mr. Bright.
Now past 4 by my repeater.
It was resolved that as the Secretary and other
members were not present the meeting should be
adjourned sine die with a vote of thanks to the chair.

ইহা Bright সাহেব লিখিয়াছিলেন। তৎপরে বারিক মাঠার Short
সাহেব লিখিয়াছিলেন—

"The meeting having adjourned, it is proposed en
passant that the boys anxious to become students be
examined as to their physical prowess, the best being

"To go head foremost through an inch saul board.

"Vivat Regina."

এই সব লেখা হইতেছিল এমন সময় সম্পাদক কলেজের W. H.
Broadhurst সাহেবের বগিতা শব্দ জন্য গেল। অন্যি উপরোক্ত হইলে
সাহেব স্ক্রু স্ক্রু করিয়া আর একবার দিয়া পলাইয়া গেলেন। কলেজের
সাহেব অসিয়া আমাকে তথ্য করিতে লাগিলেন, “তুমি কি জন্ম ইহা
লিখিতে দিলে” অমি উত্তর দিলাম “আমি কি করিব ?” তৎপরে সম্পাদক
এক মিটিং করিলেন। তিনি কর্ষ্যব্যগ্রামণ লোক ছিলেন কিন্তু তত
১০৬

রাজনারায়ণ বন্ধুর অত্যা-চরিত।

রুদ্ধিমান ছিলেন না। লোকেল কমিটির সভ্যদের মধ্যে এক একজন সভ্য অতিশয় শিক্ষাসাহী ছিলেন। G. F. Cockburn মেদিনী-পুরের কলেজের ছিলেন। তৎপরে পর্যন্ত কলিকাতার চিকিৎসক ও পাঠ্য ও কাঠকের কমিশনর হয়েন, তিনি শিক্ষাকার্যে বিষয় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। W. Luke Judge ও এই রূপ উৎসাহী ছিলেন। তিনি “Rajnarain is a Vedant” বলিয়েন। Vedantist না বলিয়া Vedant বলিয়েন। তখন যতগুণও আমরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিতাম, মতে অনেকটা বৈদিকত ছিলাম। J. H. Revitt Carnac সাহেবও ঐরূপ ছিলেন। তিনি এক্ষণে (১৮৮৮ সাল) গাজিপুরের Opium Agent।

(২) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ সংস্থাপন ও উন্নতি সাধন।

আমি ইংরেজী ১৮৫১ সালের প্রথমে মেদিনীপুরে যাই। তাহার প্রায় দশবৎসর পূর্বে কোন কোন নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ভূতপূর্ব সমাপতি শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব হয়। [ মেদিনী-পুর সমাজ ] স্থাপিত হয়। এই সময় শিবচন্দ্র বাবু মেদিনীপুরের ডেপুটি কলেজের ছিলেন। এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন হও শিবচন্দ্র বাবুর উপর কত কটু কাটও বর্ধিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তিনি অপরিণত চিতে তাহ। সহ করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি ক্লেশ করিয়া প্রভাকর পত্র লিখে তিনি কীর্তি শাখা অবলম্বন করিয়াছেন। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে আমি ব্রাহ্মসমাজের শাখা যুক্ত বলিয়া পরিচায়ক দিতেন; ইহাতে সে ঐরূপ ক্লেশ করিয়াছিল। আমি যখন মেদিনীপুর যাই তাহার অনেক পূর্বেই সমাজ আন্দরে ছিল না। প্রথম তখনকার আবকায়ি সেবেনাদার বলস্থন নিবাসী শিবচন্দ্র বন্দ্যো-পাঠানের বাস। বাংলীতে উপাসনা হয়। তৎপরে ফুলগুহে আমার
আলম হইত। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ ইংরাজী ১৮৫২ সালের প্রথমে পুনঃ সংহারিত হয়। উহার প্রথম সাধারণকর্ম উৎসবে যে বক্তব্য ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ বিস্তৃত করি সেই বক্তব্য অভিব্যক্ত হয়। কয়েক বৎসর পরে চাইলা ইংরাজী এক সমাজগৃহ নির্মাণ করা যায়। ইহার নির্মাণে ছুই সহস্র টাকার কিছু অধিক পড়ে, তন্মধ্যে দেবকৃষ্ণ বাবু আমুশত টাকা দেন। আমার বাসা হইতে তথায় উঠাইয়া জাইয়া যাওয়া হয়। সেই অবধি সমাজের উদ্দেশ্যের উন্নতি হইতে লাগিল। মেদিনী নূতন গৃহে উঠিয়া যাওয়া যায়, সেইদিন বহুসংখ্য কাঙ্গালী ভোজন হয়। এই কাঙ্গালী ভোজনের কর্মে প্রচলিত হইলাহীর অধিকাংশ পরিষদ যোগ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একটি ধর্মালোচনা সভা এবং তাহা উঠিয়া গেলে একটি সঙ্গত সভা স্থাপন করা যায়। এই হই সভাতে ধর্মবিষয়ক নানা কথা আলোচিত হইত। মেদিনীপুরে এতদূর পর্যন্ত কার্য করিয়াছিলাম যে কতকগুলি ব্রাহ্ম গোষ্ঠী ক্রিয়াতে পোতসহিত সহিত সংস্করণ পরিভাষা করিয়াছিলেন। এই সকল অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মবিবাহ যথাযথের মধ্যে জমিদার নবীনচন্দ্র নাগ, অখিলচন্দ্র দত্ত এবং নীলকমল দে ছিলেন। অখিলচন্দ্র দত্ত এখানে হীরাভ জন্ম করিয়াছিলেন। তিনি এখানে কার্য করিলেন উপদেশ পাইবার জন্য প্রথম আচার্য মহর্ষি দেবদেশনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে কিছুদিন বেড়াইয়াছিলেন। তিনি তাহার সঙ্গে তাহার জমিদারীতে গিয়াছিলেন। রাতে পীড়িত হওয়াতে প্রথমে আচার্য মহাশয় বহুদিন তাহাকে পাখার বাতাস করিয়ে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার প্রতি এর সেহের সংসার হইয়াছিল। এই অখিলচন্দ্র দত্ত পদে “মেদিনী” নামক মেদিনীপুরের বিখ্যাত সমাজপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। তিনি সম্পাদকের কার্যে অত্যন্ত নির্ভর সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহার ভয়ে
মেদিনীপুরের উভয় ইংরাজ ও বাঙালী গবর্নেন্ট কর্ষাচারী। অন্য সমস্ত হইয়াছিলেন।

আমার ব্রাহ্মধর্ম বিবরে অধিকাংশ বক্তৃতা মেদিনীপুরেই করা হইয়াছিল। আমি ধর্মতত্ত্ববিদিক। মেদিনীপুরে আরস্ত করি ও মেদিনী-পুরেই সম্পাদন করি। ইংরাজী ১৮৫৩ সালে আমি উহা আরস্ত করি, ৬৬ সালে উহা শেষ করি। এই ধর্মতত্ত্ববিদিক প্রকাশিতে আমার ব্রাহ্মধর্মের প্রধান কারণ। উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিতে আমাকে অনেক চিন্তা করিতে হইয়াছিল। ধর্মতত্ত্ববিদিকাকে উহার মূলমন্ত্রে আমার মানসকে বলিয়াছি। আমার বক্তৃতায়কে আমি উপহাস করিয়া বলিয়া ধর্মতত্ত্ববিদিকাকে উহার মূলমন্ত্রে আমার মানসকে বলিয়াছি। আমার বক্তৃতায় কেন্দ্রিত আমি উপহাস করিয়া বলিয়া ধর্মতত্ত্ববিদিকাকে উহার মূলমন্ত্রে আমার মানসকে বলিয়াছি।

"ঐ বোটা আমাকে খেলো।" ব্রাহ্মধর্ম পুস্তকও সেখানে রচনা করি। ব্রাহ্মধর্ম পুস্তকের সাধারণ ভাব Upham’s Interior Life হইতে নিত। আমার নিজেরও অনেক ভাব উহাতে আছে। ভাবের প্রতি যে ঐ গ্রন্থ কেহ ছোঁয় না; কিন্তু ঐ গ্রন্থ সম্পর্কে আমার নিজের মত ঐ যে উহা আমার সকল ঐ পৃথিবী হেতু। এই ব্রাহ্মধর্ম পুস্তক পাঠ করিয়া কেসব ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে লোকের উহার তত্ত্ব সকল আপনার জীবনে উল্লেখযোগ্য না করিয়া এরূপ গ্রন্থ লিখিতে সক্ষম হয় না। কেসব ব্যক্তি আমার ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ বিন্যাস করিয়া নাও পাঠ করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। মেদিনীপুর ধর্মতত্ত্ববিদিকাকে আমাকে ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশনের মধ্যে কেবল Defence of Brahmoism and Brahmo Samaj লেখার উদ্দেশ্য করি। মেদিনীপুরে আমাদিগের ধর্মতত্ত্বসাহের সীমা ছিল না। তাহার একটি ঘটনায় নিয়ে দেওয়া হইতেছে। সার রাজা রাধাকান্ত শর্ম বাংলাদেশের পৌরুষ কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ শর্ম বাংলাদেশের মেদিনী-পুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইহাকে আমি ব্রাহ্ম করি। অনেক অনুমান করেন যে রাজা রাধাকান্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া রূপান্তর
গণন করেন, তাহার পৌত্র ব্রাহ্মণ হওয়া তাহার একটি প্রধান কারণ।
চুচুড়ার গ্রেট্টাদ শুদ্ধ একজন সুধূর ব্রাহ্মণ গায়ক। তাহার মেদিনীপুর
গমনে আমাদের ব্রহ্মনিদেশ চর্চা বিলক্ষণ পৃষ্ঠি হইয়াছিল। একজন
সম্প্রতি কুমার ব্রেত্তার বাতাসে তাহার গাওনা হয়। ইহা
বলা পাইল যে ছই একজন যাহারা মন্ত্রণা করিতেন এই সকল
সঙ্গীতভাব তাহা করিতেন না। ইহার পূর্বে আমাদের দ্বারা
মেদিনীপুরে ধর্মাপাণি নিবাসিণী সভা সংগঠিত হওয়াতে আমার সঙ্গী-
রোগির অনেকে মন্ত্রণা হইতে বিরত হইয়াছিলেন কিন্তু উক্ত দিবসে
এই প্রক্ষল সহিত ব্রহ্মনিদেশ হইয়াছিল যে একজন ব্রাহ্ম
বলিলেন যে আমাদিগের প্রমাণ ব্যবহারের শরু দুর হইতে যাহারা
শুনিয়েছে তাহারা হয় ত বলিতেছে যে "এই পাড়োর মাতালের গ
উঠিয়েছে। প্রভাত সময়ে একজন ব্রাহ্ম প্রতিয়ে করিলেন যে "এই মুখে
চলুন ( মেদিনীপুরের নিকটবর্তী ) গো-গোরিতে যাওয়া যাক"। আমরা
অনন্ত তখন চলিলাম। সেখানে সমস্ত দিন গাওনা হয়। গো-গোরিতে
মেদিনীপুরের সদরকাল। বাহু অভয়কুমার দুটি গুটি ( ইনি একজন
বক্তিমান ব্রাহ্ম ছিলেন ) তাহার ওখানে সঙ্কীর্ণ পর সঙ্গীত ও তত্ত্বে
ভোজন করিবার নিম্তন করেন। ব্রাহ্মসন্তরে ছই ভাগ আছে—একটি
মধুর ভাগ, একটি কটোর ভাগ। মধুর ভাগ ব্রহ্মনিদেশ, কটোর ভাগ
ব্রাহ্মসন্তরের অমূল্যন। আমরা যদি মেদিনীপুরে কেবল ব্রহ্মনিদেশ করিয়া
কাল কাটাইতাম তাহা হইলে আমরা ধর্মরিলারী উপাধির উপযুক্ত
হইতাম। কিন্তু আমরা কেবল ধর্মরিলারী ছিলাম না, অমূল্যনও
করিতাম। মেদিনীপুরে অনেকগুলি ব্রাহ্ম আমার উপদেশে আমৃতানীক
ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছেন। আমি যে ব্রাহ্মসন্তরের
অমূল্যন আরম্ভ করি তাহার মেদিনীপুরেই করি। আমার ব্রাহ্মসন্তরের
৮০  রাজনারায়ণ বংশর অত্যন্ত-চরিত।

প্রথম অহোমান আমার জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মণধর্ম মতে দেওয়া। এই বিবাহ মহা জাতিকেই সহিত দেওয়া হইয়াছিল। তখন ব্রাহ্মসমাজে দলালি অর্ঘ্য হয় নাই। ঐ বিবাহ উপলক্ষে দেবতা বারু ও কেশব বারু উভয়েই মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক ব্রাহ্ম এই উপলক্ষে মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। বিবাহসভা কলিকাতার ব্রাহ্ম ও মেদিনীপুরের ব্রাহ্ম এবং মেদিনীপুর পশ্চিমে হিন্দুধর্মাবলম্বী লইয়া হয়। সভাতি মহতী হইয়াছিল। তখন হারমোনিয়াম বাঙ্গাল ব্রাহ্ম-সমাজে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত বাঙালি কলিকাতা হইতে আমার সহিত সময়ে বিবাহ সভায় বাঙ্গাল হইয়াছিল। এই বিবাহে কেশব বারু, প্রধান আচার্য ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও মেদিনী-পুরের পরমোৎসাহী ব্রাহ্ম মেদিনীপুরের জিলা স্কুলের হেড পঞ্চে ভোলানাথ চক্রবর্তী মহাশয় আচার্য্যর কর্ম এবং অযোধ্যানাথ পাকভাষী পুরোথিতের কায্য করিয়াছিলেন। বিবাহবিভূষা এত জাতিকের সহিত সম্পর্ক হয় যে দেবতা বারু পরে বলিয়াছিলেন যে রাজন রাজ্যের বিবাহে এমন হয় না। অযোধ্যানাথ পাকভাষী আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ছিলেন। ঈহার বক্তু তাষ্কি ও আচার্য বিষয়ে কন্তার অসাধারণ ছিল। ঈহার বক্তু তা-শক্তি এমন ছিল যে ঈহার নাম আমি Massillon of Bengal রাখিলাম। ঈহি এরূপ জীবিত থাকিলে ব্রাহ্মধর্মের অনেক উপকার সাধিত হইত। আমার জোঠাকাহার বামী শ্রীমান কংজন যোগে আমার ধর্মসূত্রধারী। উৎসর্গ করি। মেদিনীপুরে অবস্থিত কলেজে আমি ব্রাহ্মধর্মীদিগের মধ্যে নূতন প্রথা প্রবর্তিত করি। সে প্রথা, নৈসর্গিক শোভায় শোভিত হইয়া স্মরণ স্থানে হইতে কথ্য উপসনা। বসন্তকালে মেদিনীপুরে গো-গিরিতে আমাদিগের বসন্তোৎসব হইত। এই উপলক্ষে বৎসর বৎসর আমি যে সকল বক্তা করিয়াছিলাম তাহা “বসন্ত-কুমার বললাম যে আমি যে অন্য কাহারূপে করিয়াছিলাম।
শিকে" আমার বক্তৃতা পুনর্বাচ অপেক্ষা আছে। এখনও (১৮৯০) প্রতি বৎসর গো-গিরিতে উক্ত উৎসব হইয়া থাকে। আমি মেদিনীপুর নগরে থাকিতে মেদিনীপুরের জেলার অভাব কখন কখন প্রচার করিতে যাইতাম। ১৮৬৪ সালের আকাশ মাসে প্রথম cyclone অর্থাৎ পূর্ববাত হইয়া। ঝড়ের এমনি ভেজ হইয়াছিল যে কলিকাতার নিকটতম গঙ্গা হইতে ভাঙ্গিয়া সশ্রমের তুলিয়া ওপরের মাঠের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল। মেদিনীপুর নগরে ঝড়ের এত ভেজ হয় নাই তথাপি প্রবল ঝড় হইয়াছিল বলিতে হইবে।

এই ঝড়ের পর আমি মেদিনীপুরের জেলার অন্তর্গত জলেখর গ্রামে অথবা উপনগরে প্রচার করিতে যাই। জলেখর সুর্যরাখা নদীর তীরে অবস্থিত। জলেখরের সুর্যরাখার ধারে দীর্ঘদিন বক্তার দীর্ঘ শ্রীবৃন্দ ও তাহার নিকটবর্তী স্থান দীর্ঘকাল আমার মনে এখনও মুখ্যত্ব রহিয়াছে। আমার চাত তথাকার ঝোঁপাটির শ্রীবৃন্দের প্রাচ্যবাসী চোটোপাঠ্যের অভিধি হইল। জলেখরের অবস্থিতি মনে। আমি যখন গিয়াছিলাম তখন জলেখরের নিম্নের কারণে উঠিয়া গিয়াছিল। নিম্ন স্থানের এদের দিবা কুটীরখানি পড়িয়াছিল। আমি গিয়া তাহা দখল করিয়া।

তথায় ঝাকায় নিকটস্থ জলেখর এবং বিখ্যাত লক্ষ্যনাথ গ্রামে প্রচার করি। লক্ষ্যনাথের জলেখর মেদিনীপুর জেলার হইতে প্রথিত বাড়ি থাকিতেন। তাহাদিগের নাম কুমারনারায়ণ মিতালি ও কাজিতচক্র রায়।

cাকিতচক্র রায় জলেখরবাসী। কাজিতচক্র রায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি বিখ্যাত কবি ভারতচক্র রায়ের চরিতার্থ। জলেখরের সৌগত শ্রীলাল লক্ষ্যনাথের কুমারনারায়ণ মিতালির কিছুদিন প্রবেশ মৃত্যু হইয়াছে। ইহা গুনিয়া অভিষেক দুঃখিত হইলাম। কাজিতচক্র রায় আমাকে বলিয়া যে তাহার পিতা মৃত্যু সময়ে আমার বক্তৃতা তাহার পাথর শুনাইতে বলিয়াছিলেন। লক্ষ্যনাথ গ্রামের জমিদার
রাজনারায়ণ বস্ত্র আত্ম-চরিত।

শিবনারায়ণ রায়ের ভাতুপাত্র লালা যদুনাথ রায়ের বাড়িতে উপাসনা করি। উপাসনার পর তিনি আমাকে ভোজন করান। তাহার বাড়িতে বেঁচে একাংশ একাংশ খালা বাটি ঘটাতে ও গাড়ু দেখিয়া অনন্ম কোলখান দেখি নাই। তাহা কলির কুড়াকুড়ি মন্দিরের ব্যবহারের উপযোগী নহে, সত্যুগের বীর্যকুতি মন্দিরের উপযোগী। যেদিন উপাসনা হয় সেদিন প্রথম শিবনারায়ণ রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। আমাকে বসাইবার জন্য সেইদিন তাহার একাংশ গালিচা পাতিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর সেই গালিচা বাবার করিয়েন না। তিনি বলিলেন যে পূর্বে সংবাদ পাইলে আমাকে আনিবার জন্য সেদিনী-পুরো হাতে পাঠিয়া দিতেন। আমি লালা যদুনাথ রায়ের বাড়িতে যে উপাসনা করিয়াছিলাম সে উপাসনা তাহার মনের উপর কিছু কার্য করিয়াছিল এমন বোধ হইল। জলখাবার সময় একদিন তাহার ঘাড়ের রাওগার বাড়িতে গিয়া তাহাকে ধর্মকথা শুনাই। তাহার গুরুমাতা তিনি আমার পা ঢুকিয়া কাটিয়া আপন করেন এবং বলিলেন আমি যাহা পাপী, আমাকে পরিত্রাণ করুন।" আমি বলিলাম মন্দিরের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা নাই, কেবল ঈশ্বরই পরিত্রাণ করিতে পারেন। তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। পরিত্রাণ কেবল তাহারই হাতে।"

[* উত্তরকালে এই যাত্রি পুলিশের কর্তৃ তাগ করিয়া ধর্মশালায় শেষ জীবনে অতিবাহিত করেন। মোহিনীগুলি কেলায় সবচেয়ে ঘটনার অন্তর্গত জামন। প্রায় ঈশ্বর নিবন্ধ। এই হাজার ঠাকুরদেব ধর্মকর্মের একাংশ। বিশেষ বলোগ আছে। ইনি মেরজা ও বৃহদের অন্য গলিয়া ঘটিয়া রাধিয়া সিয়াছেন। নাম—৩ হরপ্রসাদ বাস ( ধারণা। )।]

জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা।

এই সভার কার্যবিবরণ হইতে “Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling among the educated natives of Bengal” রচিত হয়। হাইকোটের অজ্ঞ শয়নাল্প পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে যদি উক্ত সভা সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে তিনি তাহার সভাপতি হইবেন। ঐ পৃষ্ঠকা হইতে বাধ্যবর্ণ নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার ভাব পান। তিনি ঐ মোলা ও তৎপরে জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সংযোগ “good night” না বলিয়া “স্থরজন” বলিতেন।

১লা জার্মানীয় বিবেস পরম্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখে করিতেন; আর ইংরেজী বাংলা না মিশাইয়া কেবল বিষ্ঠা বাঙ্গলাতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন। যে একটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিত তাহার এক পর্যন্ত করিয়া জরিমানা হইত। মেদিনীপুরের কোন বিখ্যাত উকিল এইরূপ কর্ডাকড়ি দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে আপনি ক্রমে ভয়ানক পদার্থ হইয়া উঠিয়েছেন। ইহার পর লোকে আপনার নিকট দেখিতে না। আমা দ্বারা মেদিনীপুরে বহ সভা সংস্থাপিত হওয়াতে ও সভা আহ্মানকারী লেফাকা ক্রমিক মেদিনীপুরের লোকের মধ্যে ঘোষণা তিনি বলিয়াছিলেন যে এক সভানিবারিগী সভা সংস্থাপন করা কর্তব্য।

স্থরাপাননিবারিগী সভা সংস্থাপন।

পারীচরণ সরকারের সভার পূর্বে উহা মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হয়। উহা বঙ্গদেশে প্রথম সংস্থাপিত স্থরাপাননিবারিগী সভা। উহার অসংখ্যনগ্নে ঐ কথা লিখিত ছিল যে পরিমিত পান করা।
রাজনারায়ণ বন্ধুর আত্ম-চরিত।

বাড়ে একটি ছিট্টা রাখ। মেডিনিগুর স্কুলের হেডপনিত ভোলানাথ
চক্রবর্তী স্রাপাণের বিপক্ষে কতকগুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন।
তাহা উৎসাহের গহিত ঐ সভায় গাওয়া হইত। এই স্রাপাণ নিবারিণী
সভার জন্য আমাকে উৎসীজন সহ করিতে হয়। মাতালেরা স্কুল ইন-
স্পেক্টর H. L. Harrison * সাহেবের নিকট আমার নামে মিছামিছি
নালিষ করে যে স্কুলের সময়ে আমি তাব্দ্ধর্থ প্রচার করি। এই
দরখাস্তে আমার সম্বন্ধে “fanatic” শব্দ ব্যবহার না করিয়া
“frantic” শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল। এমনি ইংরাজী বিষ।
মাতালদের আক্রমণের কারণ রাজ। রাধাকান্ত দেবের পুত্র
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর স্রাপাণ-
নিবারিণী সভার সভা হইয়াছিলেন। তাহার বাটীতে মাতালদের
জটল হইত ও পোলাও খাওয়া হইত। তাহাদের আড়াল ভাঙ্গা বন্ধুর
দেওয়াতে তাহার। আমার প্রতি অতাশ কুপিত হইয়াছিলেন। ইনস্পেক্টর
সাহেব তাহাদের দরখাস্তের কোন খবর লইলেন না। তিনি অতি
সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর যেরূপে স্রাপাণ-
নিবারিণী সভার সভা হইয়েন, তার বৃত্তাত্ত্বিক অতিবী কোলুকনক।
এক-আট স্কুলের হাটার চরুনার উপর বসিয়া আছি, রাত্রি দশটার সময় মোট
মোট ভ্যোৎসাহের দুর হইতে একটি অংশালা পোশাকধারী এক অভিজি
আসিয়েছেন দুই হইল। নিকটে আসিলে দেখিলাম তিনি ব্রজেন্দ্রনারায়ণ
দেব বাহাদুর। তিনি সেই সময় অতাশ উদ্বেগিত এমন বোধ হইল।
তিনি বলিলেন যে হাইবিস কমাগত যদি খাইয়া। অতাশ মাতালধি
করিয়াছেন তজন্য তাহার বিশেষ অস্থায়ী উপস্থিত হইয়াছে। তিনি
একণ্ড স্রাপাণ নিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতে বাহ্য্য করিতে চান।

* ইংরেজে কলিকাতার বিউনিসিপাল সভার সভাপতি। ১৮৮১ সাল।
আমি বলিলাম, "সহসা প্রতিজ্ঞা পত্রে খাঁকর করিয়া দুর্দিন পরে তাহা ভঙ্গ করা অপেক্ষা প্রতিজ্ঞা পত্রে না খাঁকর করাই ভাল।" তিনি বলিলেন, তিনি কখনই ভঙ্গ করিবেন না, এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে খাঁকর করিলেন। তৎপরে শুনিলাম যে তাহার স্ত্রীর উপদেশানুসারে তিনি খাঁকর করিয়াছিলেন, এবং যখন ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে খাঁকর করিয়া তাহাকে অপর করিলেন তখন তিনি বলিলেন যে "লাখ টাকার কম্পানিতে কাগজ আমাকে দিলে যত না সম্ভব হইতেহ, এ প্রতিজ্ঞাপত্র পাইয়া ততোধিক সম্ভব হইলাম।" খ্রীষ্টিয়ানার ছাত্র বাহাদুরের কিছু আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। পরে শুনিলাম যে যখনই মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় আসিতেন তখনই মদ খাইতেন। তৎপরে যখন কর্ম পরিভাব করিয়া কলিকাতায় আসিতেন তখন অত্যন্ত মাতাল ও দুর্নীতি হইতে ছিলেন। প্রেম নিম্নরুপ বঙ্গ সংস্কৃতির রচনা করিয়াছিলেন

"আরে কি ভয় আছে?
যে ভয় তোমারো কাছে।
আর সদ। করিহে ভয়
তোমারে হারাই পাছে।"

আর একটি খ্রীষ্টসন্ন্যাসীর প্রথমাংশ রচনা করেন

"সকলই তাহারই রূপার
ভাল মনে ভাব কেবল সংসারের মায়ার।"

আমি এই গীতটি সম্পূর্ণ করি। উহা আমার বিভীষিত ভাগ বক্তৃতা পুন্তকের শেষে আছে।

১৮৩৬ সালের ৫ই মার্চ তারিখে আমার প্রথম গুইয়া গুইয়া মাথা ঘোরে।
তাহাতে আমি বড় ভীত হই। ঐ দিন আমার বামুরোগের আরম্ভের দিন। ঐ বামুরোগ জঙ্গ প্রিয় মেদিনীপুর পরিভাব করিতে বাধ্য হই।
আমি মেমনীপুর পরিভাষার পরে যে সকল কাজ করি তথ্যকে প্রথা করকেট নিয়ে উল্লিখিত হইতেছে। মাথাও ঘরিয়েছে, কার্যও করিতেছি।

(1) ব্রাহ্মণের নর পুরুষ নিবারণ।
(2) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বক্তৃতা।
(3) সেকল একাধি বিষয়ক বক্তৃতা।
(4) বঙ্গভাষা ও মহিত বিষয়ক লেকচর।
(5) রূপ হিন্দু আল্লাহ প্রণয়।

(1) ব্রাহ্মণের নরপূজা নিবারণ। ব্রাহ্মণের যে নরপরুষ আপনি হইলায় হইলায় হইলায় ইহা ইংরাজী ১৮৮৮ সালের প্রথমে প্রতিপাদন মজ্জারায় কানগুলি গিয়া যে উপসনা করেন তাহা দেখিয়া প্রথমে আমি আমি অসাধারণ। ইহার বিশেষ রুদ্ধস্থ পরে সে কোন বাইবে। আমার অনেক ইংরাজী পুত্রকায় অভাববাদ ও নরপূজার বিষয়ে অভাবে আর। কেন শ্রীঠিয়ান পতিকা লিখিয়াছিলেন যে রাজনারায়ণ বাইবে প্রায় ২৩টি লোক বর্ষান্ত। ইহা করিয়া না পাইতেন তাহা হইলে কেশবচন্দ্র সেনের অনুবর্তী অবস্থাই অভাববাদে উপলব্ধ হইতেন।

(2) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে লেকচর প্রাদান। হিন্দুধর্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মণকে হিন্দুধর্মের সমৃদ্ধ আকারাদি মনে করি। একদিন কালীনাথ এবং নেপালনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার কলিকাতায় বাসায় আসিয়াছিলেন। তাহারা কথোপকথনের সময় বলিয়া যে এই ধর্ম এত উৎকৃষ্ট যে উহার পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। আমি বলিলাম যে হিন্দুধর্মের পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। দেখিয়ে চাও তো দেখাইতে পারি। ইহাতেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা।
উৎপত্তি হয়। ঐ বজ্রী ১৩নং কর্ণওয়ালীস্‌ ব্রীট ভবনে করা হয়।
এক্ষেত্রে সাধারণ প্রাঙ্গসমাঙ্গের অন্যান্য প্রাঙ্গ ঐ বাটীর বাস করিয়েছেন।
আমি যখন বজ্রী করি তখন উহাতে হিন্দু ক্রিনিং ইন্টিটিউডন হইত।
যেদিন বজ্রী করা হয় যেদিন লোকে লোকার্জনা। এই অঞ্চল লোকে লোকার্জনা যে এমন যে পচা জিনিশ হিন্দুধর্ম ইহীর পক্ষে
এক জনকি বলিতে পারে তাহা শুনা কর্তব্য। সেই দিন মহর্ষি
দেবেশ্বরনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন এর্দ করেন। ডাকার রাজস্বলাল
মিত্রের প্রতি কলিকাতার অনেক মহাদেশ বজ্রীর সমৃদ্ধে উপস্থিত
ছিলেন। উক্ত ডাকার বজ্রী হইবার কিছুদিন পরে আমাকে ঐ
কথা বলিয়াছিলেন যে “তুমি যখন বলিলে যে অগ্নিবেদন হিন্দুধর্ম ও
বর্ষমান হিন্দুধর্ম ভিন্ন আকার হইলেও তাহ। এক, আমি মনে করিলাম
ইহা অতি অসুম্ব কথা, কিন্তু যখন তুমি বলিলে যে বালক রামচন্দ ও
পৌরুষ রামচন্দ ভিন্ন আকার হইলেও একই রামচন্দ তখন আমি তোমার
কথা বুঝিতে পারিলাম।” বজ্রী করিবার সময় করতালি ঐ বাটীর
বিবিধ প্রাঙ্গনে যে সকল প্রতি উপস্থিত ছিলেন তাহার একবল
বিভাজিত ছিলেন এমন নহে, বাটীর সমগ্র রাজস্ব মণ্ডলে প্রতি
সঞ্চয় উহ দুর হইতে শুনিয়া করতালি দিয়াছিলেন। বজ্রী হইবার পর
নগেশ্বরনাথ চটোপাধ্যায়কে কেহ বলিয়াছিলেন “স্নাতন তো, এককে গোবর
থাই পুনরায় হিন্দু হও”, তাহাতে তিনি বলিলেন যে “বজ্রী আগে
গোবর থাওয়াও।” আমি হিন্দু কলেজে পড়িয়াছিল। পৃথিবীর সমস্তের দৃষ্টিতে যাহা অধুনা তাহ। হিন্দু
কলেজের ছাত্রা। অনেকে থাইতেন, সেই অপবাদ লক্ষ করিয়া নগেশ্বরনাথ চটোপাধ্যায় ঐ
কথা বলিয়াছিলেন। ঐই বজ্রী করিবার পর সাকারবাহী কলিকাতার
সনাতন ধর্মরক্ষণী সভার একজন প্রধান সভ্য ভবতচন্দ্র শৈলোপদ উক
সভায় ঐ বক্তৃতা পুনরায় করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সাক্ষাৎ বাণিজ্যের সহিত একেবারে একীকৃত হইল রাজ্য ভরে আমি তাহা হইতে বিরত হই। ভরতচন্দ্র শিরোমণি সংক্ষিপ্ত কলেজের স্বতির অধ্যাপক ছিলেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। এই বক্তৃতা সম্পর্কে সমগ্র বলিয়াছিলেন যে হিন্দুধর্ম ভুবিভুব ছিল রাজনারায়ণ বাবু তাহা রক্ষা করিলেন। তদানীন্তন এড়ুকেশন গ্রেট সমাজের ভাষা মুখোদাধার মহাশয় কুমিল্লা নাম ধরিয়া ঐ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার ভুবনী এলাকার করিয়াছিলেন। তিনি তাহার লেখার এক স্থানে বলিয়াছিলেন যে “আমি রাজনারায়ণ বাবুর গোড়া।” সৌধীন্তার পরবর্তী স্থানে একটি সাক্ষাৎ বাণিজ্যের সহিত একীকৃত হইল রাজ্য ভরে তাহা হইতে বিরত হই। আমাকে তাহারা এবিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে আমাকে তাহারা “হিন্দুকুলচূড়ামণি” বলিয়া সমীপন করিয়াছিলেন। আসাম প্রদেশে পশ্চাদ গোপালী নামক একজন অনুষ্ঠান প্রচারক ছিলেন। পন্থার উপবীত পরিভাষণ করাতে তাহার খুলতাত উক্ত কার্যের উচিততা হচ্ছিল বিষয়ে আমার অভিপ্রায় জানিবার জন্য আমাকে এক পত্র লেখাতে সুন্দর উপকার ছিলেন। তাহাতে আমি হাসিয়া সমুদ্র করিতে পারি নাই। তাহার পত্রের উত্তরে আমি এই কথা বলিয়া যে জাননোগ হইলে লোকে অবশ্যই উপবীত ভাষা করিতে পারে, আমাদিগের শাস্ত্রে এমন বিধি আছে কিন্তু পন্থার সেরূপ জাননোগ হইয়াছে কিনা তাহা। আমি এতদূর হইতে বিচার করিতে অসমর্থ। হিন্দুধর্মের স্থানীয় বিষয়ক বক্তা করিয়া পর উক্ত বক্তা। লইয়া ভারতবর্ষে ও কিছু পরিমাণে বিলাতে মহানদোলন উপস্থিত হই। কলিকাতার প্রথম সাক্ষাৎ
বিখ্যাত শিবচন্দ্র গুহ বলিয়াছিলেন যে রাজ্যনাযকের বাবু একটি 
প্রত্যক্ষতা নির্দেশ করা কর্তব্য। মাধ্যম প্রদেশীয় মসজিদের 
Arjounulu (অর্জুনুলু) নামক কোন সম্প্রদায় ব্যক্তি আমাকে ইংরাজীতে 
পত্র লেখেন যে “আপনি ঐ বক্তা তার ইংরাজী ভূমিকায়, যে দশটি 
বিষয়ে হিন্দুধর্মের প্রাথমিক উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যুক্তির দশটি দ্বারা”। 
কলিকাতার সনাতন ধর্মরক্ষী সভার সভাপতি রাজা কালীকুঞ্জ সেব 
বাহার আমার বক্তা তার প্রশ্ন। করিয়া এক পত্র লেখেন, তাহার 
ইংরাজী অনুবাদ উল্লিখিত ইংরাজী ভূমিকার শেষে দিয়াছি। উহা আমার 
সামান্য সার্টিফিকেট নহে। উক্ত বক্তা হিন্দুধর্মে কিংবা আদর 
প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার আমার একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমি তিব্বিতের নিকট 
আকন। গ্রামে ধর্ম প্রচার করিতে যাইতাম। যখন দেখায় যাহার 
ধর্মী ধর্মযোগ করিলে তখন তথ্যকার বিখ্যাত রাঙ্গ ভূতপূর্ব সবজ্ঞ নবীনকান্ত পালিতের 
বাটিতে দর্শন করিয়াছি। একবার তাহার বাটিতে আছি, সবজ্ঞ পদধারী 
ঐ গ্রামের গাছ সাকারভাব হিন্দু বাবু দূর্গাপ্রসাদ ঘোষের সহিত তথায় 
আমার সাঙ্কোচ হই। তিনি তাহার বাটিতে একবার উপসর্গ করিয়ে 
আমাকে আমুরোধ করেন। উপস্থিত প্রজাতিগত আমার এই বলিয়া 
পরিচর দিয়াছিলেন যে ইনি অন্যরূপ ব্যাখ্যা নহেন। ইনি হিন্দু ব্যাখ্যা। 
এই দূর্গাপ্রসাদ বাবু আমার বক্তা তার অনেক খণ্ড ক্রমে করিয়া আমাকে 
বলিয়াছিলেন যে শাস্ত্র হইতে আরে। অনেক স্যোক উচ্চত করিয়া যদি 
এই বক্তা পরিপূর্ত করেন তাহা হইলে তাহা ছাপাইবার ব্যয় আমি 
দিতে পারি। এইরূপে উক্ত বক্তা স্থলে যেমন অহুকুল যত সকল 
প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তেমনি তীর্থ প্রতিবাদিতাচরণ পাইয়াছিলাম। 
বক্তা তার নিঃএকজন বাঙালী গৃহিণী উঠিয়া ঐ বক্তা স্থলে 
এমন সকল তীর্থ প্রবেশ ও সমভাবে সাধারণতঃ এমন অহুৎ যাবহার 

করিয়াছিলেন যে সভাপতি মহিলা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উঠিয়া বাধ্য হইয়াছিলেন, আমরা অনেক ধরে করে তাহাকে আনিয়া পুনরায় সভাপতির আসনে বসাই। বিখ্যাত বাঙালী শ্রীরাম রেভারের লালবিহারী দে তদানীন্তন নিজ সম্পাদিত সমাপন্তে ঐ বক্তৃতা সম্পর্কে বলেন যে শ্রীহট্টে ও মেদিনীপুর হইতে আনিত চুণ ঘর। হিন্দুধর্মের কলি ফেরান হইতেছে। মেদিনীপুরে আমার অধিকদিন অবস্থিতির গ্রাহ্য করিয়া ঐ কথা লিখিয়াছিলেন। বিখ্যাত শ্রীরাম মিশনারী ডাক্তার মনে নিচেল উহার বিপক্ষে বক্তা করেন। কিছু রেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত বক্তা তার প্রতি প্রতিকূলতাব না। দেখাইয়া “হিন্দুধর্ম শ্রীমানের পূর্ব সৃষ্টি” এই বিষয়ে ঐকটি বক্তা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র উক্ত বক্তা তার বিপক্ষে কলিকাতায় ছিল ও এলাহাবাদে একটি বক্তা করেন এবং তাহার বিখ্যাত দেশী ও এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পত্তিত শিবনাথ শাস্ত্রীও একটি বক্তা করেন। উক্ত বক্তা বিপক্ষে কেশব বাবুর দলের ব্রাহ্মীরা বক্তা তার পর বক্তা ঝাড়িতে লাগিয়ে এবং তাহাদের মুখপাত্র মিলাই এমন দিন ছিলো যে আমাকে গালাগালি না দিতেন। কেশব বাবুর দলের ছুইজন ব্রাহ্ম মাত্র ঐ বক্তা তার প্রতি অনুকূলভাবে দেখাইয়াছিলেন। ঐই ছুইজন অবলাবন্ধ-সম্পাদিক সাধক মনে গঙ্গাপ্যালায় ও আঘাতমিহির-সম্পাদক মনে চক্রবর্তী। মনে চক্রবর্তী তখন আমি প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ বক্তা উক্ত অনুবাদ হইয়াছে ও উক্ত ইংরেজী অনুবাদ দিওকে সম্পাদক পত্রিকায় ঐ নাম বর্ষসের হইল প্রকাশিত হইয়াছিল (এক্ষণে ইং ১৮৮৯ সাল )। উক্ত বক্তা লইয়া বিলাতেও কিং পরিমাণে আলোচনা হয়। তদানীন্তন রেণু অব ইংরেজী পত্রিকা সম্পাদক মেমূ রুটেলেজ সাহেব বিলাতের বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ঐ বক্তা তাঁর
"The Mythology of Greece and Rome is nowhere. The bloody religious rites of our own fore-fathers cannot even be traced with any certainty or accuracy. But this faith of India goes back not to a ruder but to a purer period and presents truths embodied in poems that humanity in all its future will not allow to perish. Until a man can see this, he really has no right to attempt to reason on the subject. Again Hindooism has produced immense charity and kindness, ascetic devotion almost unrivalled, and an endurance for the faith which no conqueror has been able to shake. When the Crusaders and Mussalmans were confronting each other in the name of religion for the possession of the "Holy land" the faith of India inculcated a severe reprobation of blood-shedding even of the brute creation, and the result is seen to this day, down to the very children, who never dream of torturing or killing animals or birds, while English boys often make such torturing and killing a delight. The devotion, too, running into every act of life is something that is entitled to the respect of all men. Again, the faith is national, and that is a loyal nature which is difficult to shake from its father's faith. We grant so much, not as something extorted from us by the logic of fact, but with
pleasure that so much that is of truth and right are existent in this ancient race."

"And the Christian Missionaries in these days to foreign lands, what does their work mean? Some of the men are humbugs, some of them flatter natives or scorn them. Some who never would have been above the work-shop at home earn a fair livelihood here and are sahibs, eat better, drink better, and clothe better than at home and have five servants or more where in England they would not have had one."

"We shall not be supposed to be writing with one unkindly feeling against either the Hindoo people or their faith. We think at all events, that we shall not. We shall look upon their beautiful Durga festival without one thought to jar with the beauty of the sight. We repeat, we utterly disclaim the charge of imputing to the people mere image-worship. We believe their festivals have a suggestive and marvellous history, reflex of ages, dead and gone, of the thoughts of master minds to whom reflection was as their daily bread, if not more. We think that their faith has been cruelly calumniated. We revere its charity, its humanity, (hatred of cruelty) its gentleness, its endurance, its thoughtfulness, its friendliness, and much more. We believe in very much, Babu Rajnarain Bose has proved his case. It is something to be tolerant, to be 'religious in every act of life,' to cause religion to run into laws, politics, economy, every thing, to have such a grand antiquity, and such a mighty grasp on the human mind that ages upon ages of disasters have not unloosened the hold. We can admire this. We wish we could follow the threads of its story into dark times, and study so great a marvel of the human mind."

"Babu Rajnarain Bose has a right to his views, and we admire his manliness."
(৩) সেকাল ও একাল বিষয়ে বক্তৃতা। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা করিতে আমার অনেক পরিশ্রম হয়, তাহার প্রাক্তন নিবারণ জন্য আমাদের হিসাবে সেকাল একাল বিষয়ে বক্তৃতা করি।

অক্ষর বাবু সেকাল একাল বিষয়ে লিখিতে আমাকে প্রথম পরামর্শ দেন। ইহার বিবরণ উক্ত বক্তৃতার ভূমিকায় লেখা আছে। ঐ বক্তৃতা বিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র ভূষণের ভূষণ চাটুপাঠাদের বাড়ীতে করা হয়। ঐ দিন রাজা কমলকুঞ্চ বাহাদুর সভাপতির কার্য করিয়াছিলেন। ঐ বক্তৃতা লইয়া কলিকাতায় বিলক্ষণ আনোলাম হইয়াছিল। কিন্তু আনোলাম হইয়াছিল তাহার প্রদর্শিত গল্প দ্বারা অনুভূত হইবে। আমি একদিন কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাহার বাগুর দোতলায় বসিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম, এমন সময় শ্রুবণ যে নীচের তলাতে তাহার পালিত পৃথী আর একটি বালককে বলিতেছে, "উপরে কে এয়েছে জানিস? সেকাল একাল এয়েছে।" আমার নাম সেকাল একাল হইয়া গিয়াছিল।

তদনীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থক্র পেসিডেন্সী কলেজের ভূমিকায় ভাবার অধ্যাপক বাবু রাজকুঞ্চ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা উহা ইংরাজীতে ভর্তর করিয়া লয়েন। ছাপাইবার জন্য তর্জমা করিয়া লয়েন নাই, আপনার নিজের পাঠের জন্য লয়ের ছিলেন।

(৪) বঙ্গভাষায় ও সাহিত্যে বিষয়ক বক্তৃতা। এই বক্তৃতা আমি ইংরাজী—সালে হিন্দুকুল বিজেতারে করি। সেদিনও মহর্ষি দেবেশ্বরনাথ ঠাকুর সভাপতির কার্য করেন। সে দিবস কলিকাতার অনেক সম্মত ভজ্জলোক উপস্থিত ছিলেন এবং অনেক গীতার মিষনরিও উপস্থিত ছিলেন। কোন কবি তাহার নাম উক্ত বক্তৃতায় আমাকে উল্লেখ করিতে অনুরোধ করেন। অক্ষর কোন কবি সভা হইতে একটু তত্কালি ধালাইয়া তাহার
নাম উহাতে উল্লিখিত হয় কিন্তু তাহা প্রতীকা করিয়েছিলেন। উক্ত বন্ধ তাহে মাইকেল মধুসূদনের দোষ দেখানোতে তাহার গোড়ারা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন ও তাহার শুণ দেখানোতে তাহার শক্র। আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহকারে ঐরূপ করাতে তাহার শক্র নিত্য উপরেই আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন।

এই বন্ধুত্ব লইয়া অনেকদিন আলোচনা হয়। এই বন্ধুত্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন যে, “তুমি কি একটা বল বা লিখ ছাড়া তার আলোচনা থাকে।”

(৫) বৃষ্টি হিন্দুর আশা প্রণয়। আমি ইংরাজী ১৮৭৯ সালে দেওড়ের আসি, আসিবাবা এক বৎসর পরে এই পুষ্টিকা ইংরাজীতে লিখিতে আরম্ভ করি। অথত ১৬ই জানুয়ারী, ১২৯৩ তারিখে এই বৎসর হইলে ঐ প্রতার বাস্তব আমার মত করিয়া। নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশ করি।

নবজীবনে প্রকাশিত প্রতার শ্রীমুখ কুমার নীলক্ষণের বাহাদুর নরায়ণ গুপ্তাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি উহার ইংরাজী মূল মাধ্যম পদ্ধতিতে মূল প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ রায় আমি বর্তমান হিন্দু সমাজের পর্য্যন্ত তখন তিনি নীরবে ক্ষেত্রে পড়িতেন। এই পুষ্টিকার সকল শ্রীরাম হিন্দুর প্রচার করিয়াছেন।

প্রচলিত হিন্দু প্রচারক শ্রীরাম-প্রসন্ন সেন, কুমার নীলক্ষণের বাহাদুর, দ্বারকাদাসী বাবু চন্দ্রশেখর বস্থ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বারিটার মনোমোহন ঘোষ, সাধারণ ব্রাহ্মণদের সাহায্য করিয়া আনন্দমোহন শর্ম প্রতি এই পুষ্টিকার প্রসন্ন করিয়াছেন। সংবাদপত্রের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা, ইংরাজী পত্রিকা, জ্ঞানসিদ্ধ চারিবার্তা, কলিকাতার সহচরের কোন লেখক, ইংরাজী পত্রিকা হোপ, মাধ্যমের ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা।
The publication of the famous pamphlet "The Old Man's Hope," has given the book under notice its present name, though the scheme of a Maha Hindu Samiti, or a great union of Hindus, which it embodies, was commenced to be written, so early as 1881. A Bengali translation of the scheme appeared in the Bengali periodical, Navajiban, in July, 1886. The original English is now published, and forms the subject of the present notice. The scheme is exceedingly solemn in its character and catholic in its spirit. The "Old Hindu," who has broached the idea, though physically old, is mentally, morally, and religiously more energetic and enthusiastic than most of the younger members of the Hindu Community. The proposal gives rough details of how the Samiti is to be formed and worked, but these are subject to
modifications. Patriotism of the highest type pervades every syllable of the old man's thoughts and utterances, and all who have the nation's good at heart would do well to consider the practicability of the proposal, which, if successfully carried out, is calculated to work a revolution in the temporal and spiritual economy of the Aryan Nation. Politicians might profitably pause to inquire whether the realisation of the Old Hindu's hope will retard or advance the cause of the country which the National Congress is pledged to promote. The readers might remember the publication in these columns of some letters concerning the subject. These letters have now been incorporated into the present pamphlet. The whole production is a most valuable one, and deserves wide circulation and thorough discussion.

আমাদের দেওয়ার অবহিতিকালে আমি তামুলোপহার ও সার্ধার্থ্যা প্রশিক্ষন করি। তামুলোপহার সাধারণ ব্রাহ্মণসমাজের সাধারণ উৎসব উপলক্ষে ভোজনের পর পাতিত হইবার অফ্ফ কলিকাতায় প্রেরণ করি। সার্ধার্থ প্রথম “আলোচনা” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তৎপরে প্রকাশকারে প্রচারিত হয়। উহা এতদূর আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল যে কোন কোন ঐহিত্যান পত্রিকা উহার প্রশস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাধান্য আচার্য মহাশয় ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত উদ্দেশ্যুক্ত হাঁকুরার উহা প্রথমে আদালে পঞ্চম করেন নাই, পরে উহার উৎকৃষ্টতা বীঁকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন প্রথান আচার্য মহাশয় আমাকে এক পত্র লেখেন যে আমি উহাতে যে ধর্মের প্রতিভা করিয়াছি তাহা প্রাক-
কর্মজীবন।

সমাজের ধর্মাঙ্কন উৎকীর্ণ। প্রধান আচার্য মহাশয় প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে উহা দ্বারা ব্রাহ্মণের মূল শিল্প করা হইবারে। কিন্তু তৎপরে তাহার আশাদ দূরীকৃত হয়।

আহ্লাদের সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি এই পৃষ্ঠকে ফল
হইয়াছে রামপুর বোরালিয়া ধর্মসভা ( এই ধর্মসভা বর্ধমান মধ্যে
প্রধান ) এই বৎসর ( ১৮৯০ ) কলিকাতার আগামি ডিসেম্বর মাসের
শেষে ( অষ্ট ১৭ই নবম্বর ) যে Indian National Congress হইবে
তাহার পর নহ। হিন্দু সমিতি ( আমার প্রস্তাবিত নামই তাহার। এছাঁ
করিয়াছিলেন) স্থাপন করে এক মহা সভা। আন্তর করিবার অভিপ্রায়
করিয়াছিলেন কিন্তু পরে পশ্চিমের “ভারত ধর্ম মহামণ্ডলে”র সহিত
মিশিয়া যান। এই মহা সভা পশ্চিমে আজ হইতে তিন বৎসর হইতেছে।
প্রথম অধিবেশন হইয়া হয়। এই সভা হিন্দুধর্ম রক্ষার সংগঠিত
হইয়াছে। ইহার অধিবেশন গত তিন দিবস ( ১৪, ১৫, ১৬ই নবম্বর )
ইংল্যান্ডের আর্থিক বিদ্যমানে হইয়া গিয়াছে। তাহার সম্পাদক আমাকে
তাহা দেখিলে নিম্নলিখিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল দর্শন স্কুল নহে,
হিন্দুভাবনা প্রধান আধি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি স্কুল প্রেরিত হইয়া
সভার কার্যকে অস্ত হইতে দিবার অধিকার প্রার্থনা করি, কিন্তু যে পত্রে
ঐ প্রার্থনা থাকে তাহার কোন উত্তর পাই নাই। উল্লিখিত মিশিয়া
বাইবার পূর্বে বোরালিয়া ধর্মসভার শেষ রিপোর্ট লিখিত হয় যে সমাজ
পত্রে মহা হিন্দু সমিতি সম্প্রদায়ের আন্দোলন হইতেছে। ঐ আন্দোলনের
কারণ জানিবৃদ্ধ হিন্দু দ্বারা যুগিত “বৃদ্ধ হিন্দুর আশা” নামক পুস্তিকা।
বৃদ্ধ হিন্দু আশার সহিত তাহাদিগের মার্গের সম্পুর্ণ ঐক্য না ধারক
মহা হিন্দু সমিতি সম্প্রদায়ের প্রস্তাবের সহিত তাহাদিগের সম্পূর্ণ
সহায়তা আচ্ছে। উল্লিখিত মিশিয়া বাইবার পূর্বে উক্ত ধর্মসভার
সম্পাদকের সহিত আমি পত্রলেখালিপি করি। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, 
"আপনার উৎসাহ বিশেষ আনন্দকর।" আমার রুদ্ধ হিন্দুর আশা সংসদ- 
পত্রে আনুষলন উৎপাদন দ্বারা বোরালির ধর্মভাব ও বন্দেশের অন্যতম 
ধর্মভাবকে প্রথমতঃ মহা হিন্দু সমিতি সংস্থাপন করিতে অভিলাষী ও 
তৎপর মহামুখের সঙ্গে যোগ দিতে উত্তেজিত করে ইহা অন্যান্তে 
বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীদিগের সংযোগে সংগঠিত 
অভিনব সভা আমার প্রতিবিধিত মহা হিন্দু সমিতি বলা যাইতে পারে। 
আমার রুদ্ধ হিন্দুর আশার অস্তর্গত সকল প্রতিবাদ তাহারা গ্রহণ 
করেন নাই। কিন্তু কতকগুলি করিয়াছেন। ভরসা করি ভবিষ্যতে প্রায় 
সকল প্রতিবাদই গ্রহণ করিবেন।

ইঃ ১৮৫১ সালে মেদিনীপুর গবর্ণমেন্ট জিলাস্থলের প্রধান শিক্ষক পদে 
নিযুক্ত হইবার পর হইতে এ পর্যন্ত ( মে ১৮৫২ সাল পূর্বাংক ) ধর্ম ও 
সাহিত্য ও শিক্ষকতা কার্য সম্বন্ধীয় আমার জীবনের ঘটনা বায়ুতে অত্যন্ত 
ঘটনা সকল বিবৃত করি নাই। তাহা পণ্ডিত করা হইতেছে।

১৮৫১ সালে আমি মেদিনীপুরে যাই। ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহের 
আনুষলন উঠে। প্রাচীন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "বিধবা- 
বিবাহ উচিত কিনা" একটি ক্ষুদ্র চটি প্রকাশ করাতে এই আনুষলনের 
উৎপত্তি হয়। হিন্দুসামাজ বিষয় হৃদ স্বর্ণ ছিল; এই চটি বাহির 
হওয়াতে মহামাত্রায় সমাদৃত মহাদেশের সার অত্যন্ত অস্থির হইয়া 
উঠে ও মহান তরঙ্গ সকল উঠাইয়া থাকে। ক্যালারা এই আনুষলন 
পর্যন্ত শিখিয়াছি তাহার উই প্রকৃতি বৃদ্ধিতে পারিবেন। বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের এই বিষয়ক বিষয়ের প্রকাশিত হওয়াতে 
আনুষলন আরও চতুর্দশ বৃদ্ধি হইল। বিশেষতঃ ঐ পুনর্বকের বাক্যে 
অধ্যায় লইয়া বিশেষ আনুষলন হয়। দেরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
আপনার পুত্রকে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন তাহাঁ অতীত সম্প্রভাপক। এই সময়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। অনেক রাতি পৃথিবী কলেজে বসিয়া এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাঁ তাহার মনঃপূর্ণ হইল না। কলেজে হইতে বহুবাঙালির বাসায় যাইবার সময় অর্ধপথ গিয়াছেন এমন সময় উহার সম্প্রভাপক মীমাংসা ভাব মনে উদিত হইল। কলেজে তৎক্ষণাৎ পুনরায় আসিয়া তাহাঁ লিখিতে আরম্ভ করিলেন, লিখিতে লিখিতে রাতি ২টা বাজিয়া গেল। সময় ইংরাজীওয়ালা বাঙালী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে ছিলেন; পুনঃবিবাহিত বিধবার গর্ভাজ্ঞাত সত্তার যাহাতে পিতার ধনের উত্তরাধিকারী হই এমন বিধান অনু তাহার গবর্ণমেন্ট আরোপ করিয়াছিলেন। সাহ জন্ম পিতার ক্যান্ট্রি যিনি পরে বঙ্কুদের লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন তিনি ঐ সময় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত আরোপ উপলক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তা করিয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন যে যাহারা আরোপ করিয়াছেন “they are as much Hindus as the other party.” “অপর পক্ষেরা যেমন হিন্দু ইহারাও তেমনি হিন্দু;” আর ঐ বক্তা তাহাতে বলিয়াছিলেন যে “খুন সত্তারা নিঃক্ষণ করা হইয়াছে তখন বিধবা-বিবাহ হইতে দেওয়া উচিত, চিরকাল বৈধব্য বরণ সহ করা অপেক্ষা একাধিক পুড়িলাম মরা স্বাভাবিক।” যেমন বিধবা বিবাহের আইন করা হইল অমনি কার্যার সম্পূর্ণ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্যের গতিকেই এইরূপ। যিনি প্রথম বিধবা বিবাহ করেন তাহার নাম পণ্ডিত শীশচন্দ্র বিখ্যাত। তিনি প্রথমে সংস্থ কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন, পরে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট হয়েন। যেদিন তাহার বিবাহ হয় তে বিশ কলিকাতার লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে যুগ উটানোর ঘট একটা
কি ভয়ানক ঘটনা হইতেছে। মহারাজ রামগোপাল যোগে প্রমুখ কনিষ্ঠ কাতার অধিকাংশ ইংরেজীতে কৃতবিশ্ব লোক বরের পাকিয়া সঙ্গে পাহাড়ে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিধবাবিবাহ পানীহাটের মধুমুখী যোথ করেন।
তৃতীয় বিধবাবিবাহ ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ আমার জোরে তাই হরিপাঠার বন্ধ ও আমার সেহাত মননমোহন বন্ধ করেন। এই বিধবাবিবাহ দেওয়ার আমার খুড়ামহাশয় বেড়াল হইতে আমাকে লেখেন যে তোমার বার। আমরা কারিকুল হইতে বহির্ঘরত হইলাম। হরিপাঠার বন্ধ যখন বিধবাবিবাহ করিয়া যাইতেছিলেন তখন গোম্বর জীবনক্রমের মুখবেদ ভিতর মূখ হইয়া বলিল “হুগা তোম মনে এই ছিল, একবারে মনালি।” মেহেন্দিপুরের কথা আদোলসন হয় নাই। মেহেন্দিপুরের তদানীন্তন গবর্ণমেন্ট উকিল হরিনায়ণ নস্তা বলিয়াছিলেন যে “রাজ্যাদির বাবু জানেন না যে তিনি বাঙ্গলা ঘরে বাস করেন।” ইহার অর্থ এই যে যখন তিনি বাঙ্গলা ঘরে বাস করেন তখন আমরা তাহা অনালামে প্রদীপ্তি দিতে পারি।

আমি ও সেকে রাম চ্যাটার উত্তরপাড়া বাবু মহুদার মুখোমুখিয়, যিনি ঝর সংঘট্ট কোলের হেডমাড়টার হইয়াছিলেন, আমরা হুইজনে একবার নিকটস্থ জঙ্গলে গিয়া হুই মোটা লাঠি কাটিয়া লইয়া আসি; বাড়ি বাং হই সেই সময়ে আন্তর্কাত ব্যবহার করা যাইবে। বেড়ালের লোকে বলিয়াছিল যে “রাজ্যাদির বন্ধ গ্রামে আইলে আমরা ইট মারিব।” তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম “তাহা হইলে আমি খুদি হইব, আমি বাঙ্গালীকে উদাসীন জাতি বলিয়া জানি। এইরূপ ঘটনা হইলে আমি ব্রিট করিয়া যে একসঙ্গে তাহাদিগের বিধবাবিবাহের প্রতি বিশেষ যেমন প্রবল তেমনি বিধবাবিবাহ যখন ভাল মনে করিয়া তখন উহার প্রতি তাহাদিগের অমৃত এইরূপ প্রবল হইবে।”
দেবিনিপুর হইতে যখন কলিকাতার আসিতাম তখন রাত্রিকালে বোঝালে যাইতাম এবং তার না হইতেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতাম। একবার বোঝালে গিরাছিলাম শেষরাত্রি বেঁধি বাতার ভিতর হইতে কে একটি অদীর হাতে করিয়া আসিতেছে। আমি বহির্বাহী শয়ন করিয়াছিলাম। প্রাধীপত্য ব্যক্তি যখন আমার মসারীর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন তখন দেখিলাম যে মাতা ঠাকুরানী;
তিনি বলিলেন যে “রাজনারায়ণ তের মনে এই ছিল”; এই বলিয়া অনেক অনুকোল করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমার মনের অবস্থা কিন্তু হইয়াছিল তাহা পাঠকবর্গ অনুরাগে রুখিতে পারেন। এই বিধবা বিবাহ জন্য মাতার ঠাকুরানী কিপ্রোর হইয়াছিল। বিধবা বিবাহ সম্যে তিনি মখুরায় ছিলেন। তিনি সেই সময় বাড়ীতে ধাকিলে আমার হই তাহার বিধবা বিবাহ দিতে পারিতাম না। ঐ সময়ে মহর্ষি দেবেশ্বরনাথ ঠাকুরও পক্ষিয়ে ছিলেন। আমি তাহাকে বিধবা বিবাহের সংবাদ দেওয়ায় তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে “এই বিধবা বিবাহ হইতে যে গরল উঠিয়া হইবে তাহা তোমার কমল মনকে অতির করিয়া কেলিবে; কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায় যাহার ঈশ্বর তাহার সহায়” “সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়” এই বাক্য একা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনসাধারণবাক্য হইল পড়িলেই। তিনি এইরূপে উল্লিখিত উপলক্ষে শ্রীম্ প্রধান আচার্য্য দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

১৮৫৭ সালে সিপাহীবিরোধ হয়। সিপাহীবিরোধের ভারতব্যাপী তরঙ্গ মেদিনিপুরের পর্যন্ত পৌঁছে। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে বিদ্রোহী সিপাহীরা সিরাটনগর ধাক্কা দিলায় গমন করে। সিপাহীদিগের স্তব্ধ প্রবল এত বিলুপ্ত ছিল যে ১০ই মের অব্যবস্থিত পরেই একজন তেলোরার ব্রাহ্মণ মেদিনিপুরে রাজগুত্র জাতীয় সিপাহীর পাড়নকে
বিগড়াইবার চেষ্টা করে। তখন ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহের শৈশববাস্ত। মেডিনিপুরে যে রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পণ্ডন ছিল তাহার নাম Shekawattee Battalion ছিল। কর্ণেল ফটার (Colonel Foster) এই পণ্ডনের অধিনায়ক ছিলেন। উত্তর তেওয়ারী রাজ্যের মেডিনিপুরের ক্ষুদ্রতম কেফরা মাঠে ইংরাজেরা ফাঁসিয়ে দেন। এক- স্থানের বিদ্রোহের সংবাদের পর আর একস্থানের বিদ্রোহের সংবাদ যেন মেডিনিপুরে আসিয়ে লাগিল তেমনি মেডিনিপুরবাসী অভাস্ত ভয়াকুল ও উদ্দিয় হইয়া উঠিয়ে লাগিল। তখনকার যে সকল কাগজ বিশেষতঃ Phoenix কাগজে ভিনি ভিনি স্থানের বিদ্রোহের যে উত্সাহ প্রকাশিত হইত তাহা আমরা কি পর্য্যন্ত ঐতিহ্যকের সহিত পাঠ করিয়া তাহা বলিতে পারি না। বাঙালীদের অপেক্ষা সাহেবরা আরও অধিক তীব্র হইয়াছিলেন। হইবারই কথা। একদিন সাহেবরা কাণ্টনমেন্টে গিয়া সিপাহীদিগকে ভাবিয়া একটা বাণীর উপর ধান হর্ষী রাখিয়া প্রতোক সিপাহীকে তাহা চুক্ত এই শপথ করিয়া বলিয়া যে সে বিদ্রোহী হইবে না। প্রতোক সিপাহী সৈনিক শপথ করিল। কিন্তু সাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস হইল না। জুন মাস পড়িতেই রুটি আরস্ত হইল। মেডিনিপুরের নিকট কংসাবতী নদী গীলকালে গেল খাকে রুটি পাড়িয়া প্রবাহিত হয়। সাহেবরা ও কোন কোন বাঙালী ভদ্রলোক কংসাবতী নদীতে নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মাসে রাখিয়াছিলেন যে যখনই বিদ্রোহ হইবে তখনই নৌকায় চড়িয়া পলায়ন করিবেন। একদিন সম্প্রতি সময় কালেটের সাহেব ধান। খাইতে বসিয়াছেন এমন সময়ে মেডিনিপুরের জমিদারী কাছারীর কোন ভূত্ত সখ্য করিয়া একটা বোমা চুড়িল। বোমার আওয়াজ শিবিরামাত্র সাহেবের হাত হইতে চুরী করিয়া পড়িয়া গেল ও আওয়াজের কারণ জানিবার অক্ষ চাপ্পাসীর
উপর চাপােসী পাঠাইলেন। আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যাটালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া কাজ করিতাম, যখনই সিপাহীর আসিবে প্যাটালুন ও চাপকান ছাড়িরা ধুতি ও চাদর বাহিয়া করিয়া। পরিব স্ত্রী করিয়াছিলাম। সিপাহীদিগের প্যাটালুনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। কোন পথ দিয়া পালায়ন করিতে হইবে তাহা আগেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহ নিবন্ধন আমার বিশেষ ভর ছিল। বিধবা-বিবাহের উপর তাহাদের অন্তঃস্তিক বিবেচে ছিল। পরিবার কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া আমি একটি কুড়ি পালির ভিতর কোন এক বয়স্ত বালিকা রাখে শয়ন করিতাম। নিদ্রার সময় লাল কোনও ধরের সিপাহীর স্বপ্ন দেখিতাম। যখনই আমরা শুণ্ডিত যে সিপাহীরা বাজারে টাকার বদলে মোহর সঞ্চয় করিতেছে, তখনই আমাদের একপ আশঙ্কা হইত যে বিদ্রোহের আর দেরি নাই। একটি জ্যোতান্তরী পর্যবেক্ষকে সিপাহীরা হাতীর উপর চড়িয়া নিশ্চায় উড়াইয়া বাজান। বাজাইয়া কাওয়াজ করিতে করিতে সহরের বিচে আসিতেছিল, আমরা তখন স্কুলে পড়াইয়েছিলাম। আমরা মনে করিলাম সিপাহীরা সহর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্কুলে হলকল পড়িয়া গেল, বালকেরা টেবিল ও বেঁচের নীচে লুকাইয়ে দাগিল।

Ostrich (অস্ট্রিচ) পাখী যেমন চক্ষু বুঝিলেই মনে করে যে সে নিরাশর তেমনি ছায়ারেখা মনে করিয়াছিল যে বেঁচের নীচে লুকাইয়েই নিরাপদ। আমরা প্যাটালুন চাপকান পরিত্যাগ করিয়া ধুতি বাহির করিতেছিলাম, এমন সময় আমরা শুনিলাম যে সিপাহীরা তাহাদিগের জ্যোতান্তরী পর্যবেক্ষকে এইরূপ ধূমখাম করিতেছে। ইহা শুনিলা আমরা প্রকৃতিস্ব হইলাম। ম্যাজিস্ট্রেট লসিংটন সাহেব (তখন ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেটরের পদ ভিত্তি ছিল, একহই ব্যক্তি দুই কাজ করিতেন না ) একখানি ভড় বাঙালীদের সঙ্গীত করিয়া বলিলেন যে কেহ আতঙ্কের চিত্ত প্রকাশ
করিবে তাহাকেই ঝেলে ছিল। সাহেব ইহার অবাধিত পূর্বে উত্তর
পশ্চিমাঞ্চল ছিলেন, বাঙ্গালীর নাম ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে
পারিতেন না। তিনি সত্যশ্লূলে নিমগ্নিতের সকলে উপস্থিত আছে
ফিনা জানিবার অবুধ যখন সত্য আন্দোলনকারী পরের লেফিপার উপরের
লিখিত নাম ধরিয়া তাকিয়া লাগিলেন তখন অলমুঠের রাজ্যের অচি
ধরণীর রাজ্যের নাম উচ্চারণ করিতে না পারিয়া। “ডামীডার রাজ”
এবং সাহাসুবাহুর ডেপুটি ইন্সপেক্টর উচ্চারণ হালদারের নাম “ওবারচন্দ
হাবিলাদার” উচ্চারণ করিয়াছিলেন। যখনই রাজ্যে আমি জাগিয়াছি
তখনই লাসিংটান সাহেবের বর্গিয়ার শাখা গুলিয়া পাইয়াছি। তিনি
সময় রাজ সহরে এইরূপে চোকি দিতেন। সংবাদপত্র এইরূপ মিথ্যা
অনরব লিখিত হইয়াছি যে Shekawattee Battalion মেদিনীপুরে
বিদ্রোহ করিয়া বর্ধমানের দিকে চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক সৌভাগ্য-
ক্রমে মেদিনীপুরে বিদ্রোহ হয় নাই। পরিশেষে ঐ পাঞ্চ স্থানাঙ্কিত
হওয়ায় উহাদের সকল কারণ চুকিয়া গেল। মেদিনীপুরে যে বিদ্রোহ
হইল না তাহার প্রধান কারণ কর্ণেল সাহেবের রাজপুত উপপাধী।
তাহার কথা সিপাহীরা বড় মানে করিত। বিদ্রোহের প্রমাণ হইলে
সে সিপাহীদিগকে তাহা করিতে নিবারণ করিত।

পূর্বে বিদ্রোহ হইয়াছে যে আমি কলঙ্ক পরিতাত্ত্বি করিয়া ডেপুটি
মার্জিনেল পদের প্রাপ্তি ছিলাম। কিন্তু সে পদ প্রাপ্ত হই নাই। তৎপরে
ঐ পদের প্রূঢ় মন হইতে একবারে তিউরিত হয়।

১৮৫৬ সালে বর্ধমানের কমিশনার এবং রেভানিউ হাওয়াকের
নেতৃত্বে যে, এই সাহেব মেদিনীপুরে যখন গঙ্গে আসিয়াছিলেন
তখন স্বল্প স্থায়ী ও আমার সহিত কথাপকথন করিয়া আমার প্রতি
সন্ততি হইয়াছিলেন। তিনি তাহার বাংলা রিপোর্টে আমাকে ডেপুটি
The rank of the servant is described as "a gentleman of superior attainments." He was said to be "a gentleman of superior attainments". The term "a gentleman of superior attainments" used to be a term of respect for a high status individual. The story relates how the servant's respect for the person was shown through his service. The servant had a reputation for being a gentleman, and was known for his excellent manners and behavior. The term "a gentleman of superior attainments" was used to describe the servant's status and respect. The story also mentions that the servant was known for his kindness and respect towards others. The servant's respect was shown through his actions, such as giving food to the person who served him. The story also highlights the importance of respect and kindness in society.

In 1860, the servant paid a visit to the royal residence at Khadak. The servant was known for his kindness and respect towards others. The story also mentions that the servant was known for his kindness and respect towards others. The servant's respect was shown through his actions, such as giving food to the person who served him. The story also highlights the importance of respect and kindness in society.

The servant's respect was shown through his actions, such as giving food to the person who served him. The story also highlights the importance of respect and kindness in society.
সেন, মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যকৃষ্ণনাথ ঠাকুর, তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চম পুত্র জ্যোতির্বিজ্ঞাননাথ 
ঠাকুর, মহর্ষির পুত্রদিগের গৃহশিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ও আমি। আমাদিগের 
এই ভূমি সময়ে সর্বদা ধর্মগ্রন্থ হইত ও হারমোনিয়াম বাঞ্ছায় গান 
হইত, কি স্থলে যে তিন যাহা তাহ। বলিতে পারি না। পূর্বে কথিত 
হইয়াছে যে অষ্টাদশ বৎসর পূর্বে আমি মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে 
রাজমহল যাই ও তথায় নবাবদিগের বাটীর ভাষাবশেষ দেখি। অষ্টাদশ 
বৎসর পরে গিয়া দেখি যে সে রাজমহল আর সে রাজমহল নাই। 
রেলওয়ের অংশেরূপে সেই সকল বাটী ভাঙিয়া ফেলিয়াছে অধি 
ভাঙিয়েছে। কেবল কাল মর্মর পাথরের সীতা দালান অটুট রহিয়াছে, 
উহা রেলওয়ে অফিসে পরিণত হইয়াছে। দেবকুঠি বাবু স্বভাবতঃ অপ্রতী 
ক্ষুদ্র। 'এই সময়ে কেশব বাবুর কেন্দ্র সকল অপরিক্স্ত ভালবাসিতে 
আরম্ভ করেন; কিন্তু আমি পুরাতন বন্ধ বলিয়া তিনি আগন্তুর নিকট 
আমাকে শোনাইলেন, অন্য সকলে নীচে গিয়া। তিনি আমাকে 
বলিলেন, "দেখ যুক্তিপরিগত সহিত আমার মনের মিল হয় না।" কেশব 
বাবু এক কোণে বসিয়া বাইবেল পড়িতেন, এ দিকে দেবকুঠি বাবু বসিয়া 
উপনিষদ পড়িতেন। গ্রেসিডেলী কলেজের সেই সময়ের বাঙ্গালী ভাষার 
অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র ছিলেন। কেশব বাবু তাহার নিকট পড়িতে 
ছিলেন। রামচন্দ্র মিত্র ভাল বাঙ্গালী। জানিতেন না। কেশব বাবু 
সমগ্রই তাহার নকল করিতেন। তাহাতে আমাদিগের বিশেষ 
আমেরের উদয় হইয়া। সেকেলে বুড়ো বাঙ্গালীরা কিরূপে ইংরেজী 
কথিত আমি তাহার নকল করিতাম, ইহাতেও বিশেষ আমেরের উৎপত্তি 
হইত। কেশব বাবুর এই সময়ে ধর্ম বিষয়ে নবোৎসাহ; উৎসাহের 
আর সীমা ছিল না। তিনি রাজকুমার প্রচারের নানা উপায় বিষয়ে দেবকুঠি
কর্মজীবন।

বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিতেন, আমি তাহাতে যোগ দিতাম। উল্লিখিত
উপর সকলে চাতুর্য্য প্রকাশ না পায় এ বিষয়ে কেশব বাবু বড় সাবধান
হইতেন, যেহেতু ধর্মের সহিত চাতুর্য্য সম্পত্ত হয় না। বৈষ্ণবজাতি ফিচেল্
বলিয়া যে অপবাদ আছে তাহা অমূলক হউক বা সমূলক হউক তাহার
সত্য বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল এবং তাহার ঐ জাতীয় দৌষ পাবিবের
ধর্মশাস্ত্রের কার্য্য কখনু কলজিত করে তাহার সর্বদা এই আশ্বাস
হইত। আমাকে ঐ ভূষণ সময়ে একবার তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলেন যে "বৈষ্ণবজাতি ফিচেল্ বলিয়া অপবাদ আছে না ?" আমি
বলিলাম "হঁ"।

রাজমহলে বখন যাওয়া হয় তখন দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে পরামর্শ হয় যে
সেই বৎসরের পৌষ মাসে ব্রাহ্মণপ্রতিজ্ঞার স্বাক্ষরের সাধােরসাধ্য দিবসে
আমি আদি ব্রাহ্মণমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রাহ্মপুর পুরুষে বিষয়ে
একদিন বক্তৃতা দিব। ঐ অধ্যাদানগুলিতে আমি মেদিনীপুর হইতে
আসিয়া ১ই পৌষ দিবসে ঐ বক্তৃতা দিই। সেই দিবসে কেশব বাবুর
ব্রাহ্মভিক্ষুর কার্য্যের পর আমার বক্তৃতা হয়। ব্রাহ্মভিক্ষুর কেশব
বাবু সেদিন যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা অগ্রিম যা। তিনি বলিলাম যে
যে পরিবারদিগকে পরম শক্তি জান করা উচিত, যেহেতু তাহার অনেকে
শ্রমপথের প্রতিরোধ হয়। সত্য ভঙ্গ হইলে পর কেশব বাবুর অমূল-
প্রতিজ্ঞাতে দেবেন্দ্র বাবু আমাদিগকে বলিলেন "পরিবার শক্ত, পরিবার
শক্ত, পরিবার শক্ত। ইহ। ক্রমিক বলা কিরূপ ?" আমি সে দিন যে বক্তৃতা
করি তাহাতে ব্রাহ্মস্থের দীর্ঘ পুরুষুবিক্ষু বলিয়া পরিবেশে কেশব
বাবু চুলী প্রসঙ্গ করি। তিনি সে প্রশ্নার উপযুক্ত। দেবেন্দ্র
বাবু উঠিলেন যে রাজনারায়ণ বাবু নবংকানুর কাল হইতে এ পর্যন্ত
ব্রাহ্মণ হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছেন, ইহ। অন্য প্রশ্নার বিষয়
না'। আমি উল্লিখিত বক্তৃতা বিষয়ে সৌন্দর্যোপরি সাক্ষাতের কথায় সত্য সাক্ষাৎ করিবা যাই। মধুর সহিত আমি হিন্দু কলেজে ২য় শ্রেণীতে একটা পাঠ্য। মধু ২য় শ্রেণীতে পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের 

আমি এই সময় দেখি করিলাম তিনি তখন মানুষ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ও কলিকাতার তথাকথিতে মেসাজের মিত্রের অধীনে হেড করামীর কাজ করিয়েছিলেন। এই বৎসরের ফিনিডিং পূর্বে হইতে তাহার কবিতার বিষয়ে আমার সত্যি পত্র লেখালেখি হইয়াছিল। “বিবাধার্য সংগ্রহ” নামক সাময়িক পত্রিকায় তাহার তিলোত্তমাসম্পত্তি কব্য প্রথম পর্যায় প্রকাশিত হওয়াতে ঐ লেখালেখি অর্থ হয়। ঐ তিলোত্তমাসম্পত্তি কব্য Indian Field নামক সংবাদপত্রে আমি সমালোচনা করি।

মেহনার্দর্শ কাব্যের প্রথম দৃষ্টি তীন সর্গ আমার অধিপ্রায় জ্ঞানে মেহনানপুরে গাঁথিরা দেখেন। আমি এই সময়ে মধুর এমন গোড়া হইয়া পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের পাঠ্যের 

আমি এই সময়ে তাহাকে কলিকাতায় দেখিবার জন্য ব্যাগ হইয়া। আমি এই সময়ে তাহাকে লিখিয়াছিলাম “কবরে আমি দেখিব মধুরবুদ্ধির সর্বজ্ঞ।” আমি জয়দেব হইতে ঐ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। আমি দেখিয়েছি কলিকাতায় তাহার সন্নিকট প্রথম সাক্ষাৎ করিয়া দিন দেখিয়াছিলাম তিনি মেহনার্দর্শ কাব্যের প্রথম দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন “My dear Raj, this will surely make me immortal”; আমি বলিলাম “তাহাতে আমার সন্ধ্যা নাই। অনেক কবি আমারা দেখে দূর্বিভূত। জয়দেব বলিয়াছেন—

মধুর কোমল কাহো গদাবলী
পূর্ণ ভূমি জয়দেব সরবর্তী
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
হাফেজ বলিয়াছেন যে তাহার কবিতা এত মধুর যে আকাশগুলো তাহাতে সন্ধি হইয়া তাহার উপর মুক্তাবর্ণ করিয়েছে। মধুর আহ্মদাবা কিছু অধিক পরিমাণে ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন যে “ভরিয়া ভরিয়া হিন্দু। বলিয়া যে নারায়ণ কলিয়ুরে অবতীর্ণ হইয়া। মধুরসুন্দর দৃশ্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঘটিনীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন।”

তাহার পরে অনেক কথা হইল। আমি এই দীর্ঘ কথাপ্রস্তরের সময় বলিলাম যে “আমার এই সংসার জীবনীয় হইয়া তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরেজের মতন হইলেও তোমার হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ রূপে হইলু”।

তিনি বলিলেন, “তুমি ঠিক আঘাত করিয়াছ, আমি হিন্দু; কিন্তু একটি সমাজ বেসিয়া না ধাকিলে চলে না এই জন্ম ঈশ্বরের সমাজ বেসিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন ঈশ্বরের ধর্মচারণ করিয়াছি তখন ঐ সমাজ বেসিয়া ধাকি করিবে?” তৎপরে একদিন তিনি আমাকে আহারের নিম্নলিখিত করিলেন ও যে সন্ধি আহার করিয়া সেই সন্ধি ঈশ্বর চাপকান পরিয়া আমিতে বলিলেন। আমি নিরুপিত দিবসে উপস্থিত হইলাম ও দেখিলাম তাহার ঈশ্বরীয় ঈশ্বর অনেক ধাতবী প্রশস্ত করিয়াছেন। সেই সন্ধি তাহার মাঝারের একটি ফিরিয়া বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। মধুর প্রচুর মুন্দর করিলেন। বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে রভাইয়া ধরিয়া কছে ক্রমাগত মুখ চূর্ণ করিতে লাগিলেন। মধুর বাহা দোষ ধাকুকু না কেন কিন্তু হাস্য একবারে প্রেম ও রেহে পরিপূর্ণ ছিল।
1861 সালে মেদিনীপুরে আমি স্বাধীন নিবাসকে সজ্জা সংস্থাপন করি। ইহার বৃত্তান্ত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

1864 সালে আমি প্রায় কত্তার বিবাহ হয়; তাহার বৃত্তান্তও পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

1861 সালে ধর্মরক্ষণী এবং Prospectus of a Society for the Promotion of national feeling among the educated natives of Bengal প্রকাশিত হয়। এতে তৎপূর্বের বৃত্তান্ত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। 1866 সালের ৫ই মার্চ তারিখে গুইয়া মেহরাবাদে মাধা ঘোষ। তাহাতে আমি ভীত হই। কিন্তু যে রুপ পীড়া তাহাতে এত জীবন হইবার কোন কারণ ছিল না। মা ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে রুক ছুঁড়া ছুঁড়া আরস্ত হয় এবং আমার কিছু দেখিতে আইল করি।

এই সময় হইতে বে ঔষধ খাইতে আরস্ত করি তাহার ৩৭ বৎসর মাত্র হইল (অষ্ট্যবার্ষিকী ১২৯৬) হঘিত করিয়াছি। ঔষধ খাইয়া খাইয়া শরীরের খারাপ করিয়া ফেলিয়াছি। এনেদে শরীর বড় অনুহাত হইতেছে। Will force (মনের বল করা) ব্যাতীত স্বাভাবিক দুর্বলতার ঔষধ নাই।

এরূপ বৈচিত্র্যরূপে ঔষধ খাওয়া অভাবের কার্যা হইয়াছে। বিশ্বাসে হৃদ মাস ছুটি মাস লইয়া কলিকাতায় আসি। পৃথিবী বর্ষাবর দেবেশ্বর এক এক সহায় আসে। সেখানে বিখ্যাত হারাধন যারাজ্যের চিকিৎসাধারণের তথ্য ছিল।

নিজ বাড়িতে যেমন স্বচ্ছলে তাতক্তিক সেই বুদ্ধির আসে বাবুর বাড়িতে থাকি। বাবুর বাড়িতে যেমন স্বচ্ছলে পাত্র সেই বুদ্ধির আসে বাবুর বাড়িতে থাকি। এই বিশ্বাসমত সেবা প্রাপ্ত হইতাম সেখানে সেবা প্রাপ্ত হইতাম।

১৮৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে পেঁড়ন গ্রহণ করি। ১৮৬৭ সালের
এগ্রিল মাসে আমার দ্বিতীয় কার বিবাহ হয়। বাহুড়োগানবাসী রাজা রামমোহন রায়ের দৌহিত্র ললিতমোহন চৌধুর্যাদেব বাটী ভাড়া করিয়া তখন বিবাহ দেওয়া কার্যা সম্পাদন করা হয়। সকল উপরে বলিল “উত্তম হইয়াছে, রামনারায়ণ বাবুর কার বিবাহ রামমোহন রায়ের বাটী হইল।” বিবাহ করিয়া আমি সমাজের পদর্থিত অভ্যাসে সম্পন্ন হয়। প্রচলিত হিন্দু ধর্মাবলম্বী অনেক বিখ্যাত লোক উপহার দিবেন। তথায় মহাশ্ব রামগোপাল ঘোষ একজন। তিনি তাহার প্রথম শ্রী বীরোগের পর আমার শালককাতাকে বিবাহ করেন। তাহাতে আমি তাহার পিত্স্বগর্ভ হইলাম। ইংরাজী ও ডায়লিকের নারক সমাজে বাবু রামগোপাল ঘোষের বহিন পিত্স্বগর্ভ যুগুহে আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রাণ করিলেন সেবিন শিক্ষার স্রষ্টা হইয়াছিল। আমার দ্বিতীয়া কন্যা দারাবাহিক বিবাহের বর্ণনা করা যাইতেছে এই নূতন স্ব্রপুত্ব বশতঃ সম্পর্কে তাহার শালী হইয়াছিল। বর আসিতে দেরি হওয়ার তার রামগোপাল বাবু বলিলেন “বে, বর আসতে দেরি হয়, তোমাকেই বসিয়ে দেওয়া।” সে কালের বাংলার এইরূপ উপহার করিতেন। এক্ষণে নব সমাজের লোকের মধ্যে তাহা প্রচলিত হইতেছে৷ আমার দ্বিতীয় কন্যা বিবাহের পর আমারা বোঝালে গিয়া ছুট্টামাস সেখানে অবস্থিতি করি। হুড়মহাশয় বলিলেন “বাবীর সহিত সংঘর্ষ আলাহিদা মহল তৈরি করিয়া তোমাকে ধাবকে হইবে। তা না হইলে তোমার সহিত আমাদিগের সংঘর্ষ জ্ঞাত জাত হইল। গোলমাল উপহার হইবে।” আমি হুড়মহাশয়ের পরামর্শ মত কার্য্য করি। উল্লিখিত ছুট্টামাসের মধ্যে আমার হুড়মহাশয়ের মৃত্যু হয়, ও নাতালালকুমারী ম্যালেরিয়া অরাকান্ত হন। আমার সহজসম্প্রদায় ব্যতীত আমার সমস্ত নিঃশব্দ পরিবার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হয়েন। এই বৎসরে ম্যালেরিয়া গ্রামে প্রথম প্রবেশ করে। গ্রাম সমস্ত পরিবার ম্যালেরিয়াতে
মর মর হওয়াতে মাতাঠাকুরাণীর তত্ত্বাবধানের তার আমার কলিকাতায় শ্রীরম অভ্যন্তরীন বন্ধর অপর্ণ করিয়া আমর। আমার কলিকাতায় পলাইয়া আসি। মাতাঠাকুরাণীকে সম্ভে লইয়া আসিতাম কিন্তু তিনি বাস্তবিতা ছাড়িতে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেন। ভঙ্গ্য অভ্যরের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া আমর। কলিকাতায় আসি। অভ্যরকে মায়েরিয়া ধরে নাই। আমরা পূজার কিছু পূর্বে কলিকাতায় আসি। কলিকাতায় আমার অবস্থিতি পরেই মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যু হয়। এত শীত মৃত্যু হইবে আমরা মনে করি নাই। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে শীতকাল অবধি টেকিয়া দাখিলেন। উল্লিখিত অবস্থায় কলিকাতায় আমার আসা উচিত ছিল কি না এখনও আমার মনে বিধান আছে। একদিকে মাতৃস্বামী গরিবশীত আর একদিকে আর সমস্ত নিষ্ক পরিবারের ধরণের পীড়া। কলিকাতায় হই মাস অবস্থিতি করিয়া আমি পক্ষের যাত্রা করি।

কলিকাতায় হই মাস অবস্থিতিকালে বিখ্যাত Mary Carpenter ভারতবর্ষে প্রথম আসেন। তাহাকে অভ্যর করিবার জন্য আদি রাষ্ট্রসমাজ গৃহে রাষ্ট্রীয়দের এক সভা হয়, তাহাতে তিনি একটি বক্তৃতা করেন। এই সভাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার কলিকাতায় সমাধীর রাষ্ট্রীর রাষ্ট্রীয়ত্ব কালীখ্রের উপস্থিত ছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত হইতেছে যে তাহার সহিত আমার অনেকবার বাস্তব হইতেছে। কিন্তু পুরাতন ভালবাসা কোথায় যায়? তিনি আমাকে সভাতে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন "I did not expect that I would see my beloved Rajnarain here." এই সময়ে আমার বাস্তবের অপর্ণ প্রবলত। বাস্তবের ইংরেজী নাম Dyspepsia অথবা Nervous debility। কালীখ্রের ঠাকুর
আমার সম্বন্ধে কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন "Rajnarain is dying of religious dyspepsia!" জানেন মোহন ঠাকুর ঐতিহ্যবাদী হইয়াও জাতীয়তাবাদী ভাগ্য করিতে পারেন নাই। তিনি কোন সভায় বক্তৃতাকালীন বলিয়াছিলেন "I am a Brahmin Christian"। Miss Mary Carpenter এর কথা বলিতে বলিতে জানেন মোহন ঠাকুরের কথা আসিল। Miss Mary Carpenter যখন কলিকাতার আসন তখন দেবেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে অভিলাষের কথা গুনিয়া তিনি ঠাকুর জমিদারীর নিকটস্থিত কুটিয়া উপনগরে পলাইয়া যান। দেবেন্দ্রবাবু ব্যাপ্ত ইংরাজের সঙ্গে আলাপ করিয়া অনিচ্ছ। যেহেতু ভারতবর্ষ অসুস্থ্য বিষয়ে ঠাকুরদের সহিত ঠাকুর মতের মিল হয় না। ইংরাজের মতাভেদন করিয়া। চলিলে ভারতবর্ষ ও ইংরাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু ইংরাজদের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিবার জন্য আদের ব্যাপন নহেন।

এবিষয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্র বাবুর বিপরীত। কৃষ্ণনগর কলেজের বিখ্যাত প্রিন্সিপাল লুব (Lobb) সাহেব কোন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন "The proud old man does not condescend to accept the praise of Europeans."

দেবেন্দ্রবাবু ইংরাজের তোমামোড় করিয়া চলিলে এতদিন তিনি মহারাজা K. C. S. I. হইতেন। তিনি কোন উপাধি চান না, কিন্তু ঐশ্বর্য ছাড়িবার পাত্র নহেন। ঠাকুর রক্ষণ একটি উপাধি চাপাইয়া দিয়াছেন। সেই উপাধি "মহর্ষি" উপাধি। এই উপাধি সর্ববাদিসম্মত। কি তারা কি হিন্দু সকলেই ঠাকুরকে মহর্ষি বলিয়া তাকে।

১৮৬৭ সালের শেষে আমি পশ্চিমে প্রথম গিয়া। ভাগলপুরে তথ্যকার অধ্যুদ্ধন এসিটেট সার্জন আমার জমিদার। কৃষ্ণন ঘোষের ওখানে
গিয়া করেক দিন অবহিতি করি। ভাগলপুরে অবহিতিকালে (১৮৬৭)
মহাকাশ রামগোপাল ঘোষ ও ভক্তিভাজন বাবু রামনাথ লাহিদ্দীর সহিত
আমার সাক্ষাৎ হয়। এই সময়ে রামগোপাল বাবু পীড়িত হইয়া
জলবায়ু পরিবর্তনার উত্তরপঞ্চিমাকালে ভয় করিতে গিয়াছিলেন।
কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সময় ভাগলপুর হইয়া যান। কিছুদিন
পরে কলিকাতায় তাহার মৃত্যু হয়। রামনাথ বাবু এই সময়ে তাহার
ভাগলপুরম যাইবার অবহিতি করিতেছিলেন।

একদিন জাতিবিভেদ লইয়া রামনাথ বাবুর সহিত আমার ঘোষতর
তর্ক উপস্থিত হয়। আমি বলিলাম “যখন সকল দেশে সকল সমাজে
জাতিবিভেদ কোন না কোন একারে আছে ও থাকিবে তখন আমাদের
দেশের জাতিবিভেদ এতই কি দোষ করিল ? আপনি কি আপনার
চাকরের সহিত একত্র খাইতে পারেন ?” তিনি বলিলেন “ও যদি সাবান
দিয়া গা হাত পা পরিকার করে তাহা হইলে আমি খাইতে পারি।” তর্ক
যখন খুব ভাঙ্কিয়া উঠিল, তখন কুপিত হইয়া ইংরাজী বাঙ্গল। মিশ্রিত
ভাষায় বলিলেন “Had you not stood for the poor widow,
আঙ্ক গালাগাল দিয়া ভূত ছাড়া করিতেম।” সেদিন আমি ভাগলপুর
ছাড়িয়া আসি সেদিন তাহার সঙ্গে কোন কারণ বিশ্বং দেখা করিয়া না
আসাতে বৃদ্ধ আপনি Railway Platformএ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
Platformএ দাড়াইয়া কথোপকথনকালে চূর্ণা ক্রমে আমি সাদা
গোলেন্দাই হইতে এক বায় আওড়াই। তখন গড়ী ছাড়েছাড় হইয়াছে।
রামনাথ বাবু পাঁচ জানেন কিন্তু ভাল জানেন না। আমি যে বয় আওড়াইয়া তাহার প্রত্যেক শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ তিনি জিজ্ঞাসা
করিতে আরম্ভ করিলেন। গড়ী ছাড়িয়া এক মিনিট দেরি আছে
তথ্যপিণ্ড আমাকে ছাড়েন না। আমি দেখিলাম মহা মুগ্ধবিল। কোন
কর্মজীবন। ১১৫

ক্রমে তাহার হাত এড়াইয়া তাহাকে নমস্কার পূর্বক গাড়ীতে চুকিলাম।
পথে আমার একাদিন অবস্থিতি করিয়া এলাহাবাদ যাই। এলাহাবাদে আমার হেমার সাহেবের স্কুলের সমাধায়ী পুস্তক বন্দু বাহু নীলকমল মিঠের বাটীতে অবস্থিতি করি। তথায় তাহার পৃথ সপ্তদশবর্ষীয় যুবক চারাচন্দ্র মিত্র আমার যথেষ্ট শুভার্থ করেন। ইনি নামেও চারু কর্ষ্যবোঁ চারু।

কোবল শারীরিক সৌন্দর্য জন্য ঐ নামের উপযুক্ত এমন নহে।
তাহার ব্রাহ্মণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, সরলতা, সৌন্দর্য, ও অতিথিদেবীর
জন্য ঐ নামের উপযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা থাকিয়ে প্রধান আচার্য
হার্ষচন্দ্রের জ্ঞানী। জানকীনাথ ঘোষের মুখে ইহার বিবিধ গুণের কথা
শ্রবণ করিয়া ইহার প্রতি অসাধারণ রেহ ভাবের উদয হয়। পিতৃ
বেহের ভাবে রহন উদ্দেশ্য হয়। ইহার গুণের কথা দেবর্ক বারুকে
লেখায় তিনি লিখিয়াছিলেন “চারু যেমন দেখিতে চারু কর্ষ্যবোঁ চারু।”
লালকুটি বাবুর বাটীর নাম লালকুটি ছিল। লালকুটিতে অবস্থিতিকালে
পাঁচটা বস্ত আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রথম একটি প্রকাও
কাকাতুয়া পাথী। এ বড় কাকাতুয়া পাথী কথন দেখি নাই।
কাকাতুয়া মহারাজ সরবর রেগেই থাকিয়েন। দ্বিতীয় একটি শীতল
ভ্রাতৃলক। তিনি এলাহাবাদের ক্ষুদ্রলাল ছিলেন। তিনি একটি
বিপদ নীলকমল বাবুর গুণ বুঝাইয়া দেওয়ায় তাহাকে নীলকমল
বাবু তাহার কর্ষ্যবোঁ অবশ্য নিজ বাটীতে রাখিয়াছিলেন। ভূতান
হরিরবল ব্রাহ্মণ। তিনি একটি নামাবলী গায় দিয়া সরবর হরি হরি
বোক হরি হরিরবল বলিয়া বেড়াইয়েন। চতুর্থ একটি ঘর যাহাতে
ফলকগুলি ব্রাহ্ম আওয়ালে থাকিয়। পঞ্চম একটি ঘর বেহালে একটি
হিন্দুধ্বনি ব্রাহ্মণ শ্রীমঙ্গবত পাঠ করিয়েন, নীলকমল বাবুর পরিবার
তাহা শুনিয়েন।
নিম্নাংশ এলাহাবাদে অবস্থিতি করিয়া আগ্রায় যাই। তথায় স্থানে দৃষ্ট কোন অপূর্ব রমণীয় স্বর্গীয় দৃষ্টির ভায় মনোহর তাজমহল দর্শন করিয়া, লঙ্কো নগরে বারু (পরে রাজা) দক্ষিণারুণ মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হই। তিনি অতি যত্নপূর্বক কাইসার বাল্য তাহার অতি শোভনতম রাজতন্ত্র বাটিতে আমাকে ২৩ দিন রাখেন। আমার সঙ্গে বিখ্যাত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হেমচন্দ্র কর তৃতীয় অতিথি হয়েন।

একদিন দক্ষিণারুণ বাটিতে আমি উপাসনা করি, সে উপাসনা তুষার হেমচন্দ্রকর বলেন যে এ উপাসনার প্রতি কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শ্রীরাম কাহারও আপত্তি হইতে পারে না সকলেই ঈহাতে যোগ দিতে পারেন। লঙ্কোয়ে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া পুনরায় এলাহাবাদে ফিরিয়া আসি।

তথায় অবস্থিতি কান্দীন কানপুরের কলকাতা বাজারের স্বাক্ষরিত এক অতি বিনীত আবেদন পত্র প্রাপ্ত হই। আমি এইরূপ বিনীত আবেদন পত্রের উপযুক্ত নয়। সেই পত্রে তাহারা কানপুরে কিছুদিন ধাকিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। সেই নিমন্ত্রণ অনুসারে কানপুরে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে উপাসনা করি।

তৎপরে লঙ্কোয়ে পুনরায় গমন করিয়া দক্ষিণারুণ আগ্রায়ে তিন সপ্তাহ অবস্থিতি করি। দক্ষিণারুণ মুখোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র ছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বিলাতের বিখ্যাত টাইমস পত্রে ইংরেজের পক্ষে দুই একটি প্রথম লেখায় এবং বিখ্যাত শ্রীরাম মিশরীর ডাক্তার ডফ লার্ড ক্যানিং এর নিকট তাহার গুণাগুণ বানে লর্ড বাহাদুরের অন্তঃগ্রহণীয় তাহার উপর পতিত হই। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর দক্ষিণারুণ মুখোপাধ্যায়কে অনৌধ্য প্রদেশে লর্ড বাহাদুর এক জমিদারী প্রদান করেন। দক্ষিণারুণ মুখোপাধ্যায়কে অনৌধ্য প্রদেশের পুনর্জীবনীতা
বলিলে হয়। তিনি লঙ্কাতে ক্যানিং কলেজ ও Oudh British Indian Association সংস্থাপন করেন। যখন Sir Charles Trevelyan লঙ্কাতে দেখিতে যান তখন Oudh British Indian Association দেখিয়া বলিয়াছিলেন “This is your Parliament, Dakshinaranjan.” দক্ষিণা বাঙ্গালীর বিখ্যাত ডাক্তার ইউরোপিয়ান সাহেবের ছাত্র ছিলেন। ইহা সকলই জানিয়া পর ডাক্তারের ছাত্রের অভ্যন্তরই ইংরেজী-ভাষাপতি লোক। কিন্তু দক্ষিণার্জন অবধারণ গিয়া তিনি রাখিয়ার পরম হিন্দু সাত্ত্বিক বিবাহ করিয়া দিলেন। তিনি তথাকথা একটি ব্রাহ্মণের কহিয়া সাহিত্য আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে কৃতকর্ম্ম হইয়াছিলেন। পুত্র উহার ওষুধ ও উহার বিবাহিত বর্ধনান্তর বিধবার্ণী বসন্তকুমারীর গর্তে হয়। আমি যে তিনি সংহার কহিয়াও ওখানে অভিধি-ব্রূণ থাকিয়া, আমি এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করি। ঐ ব্রাহ্মসমাজ লঙ্কাতে সংস্থাপিত পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু আমি উহার ব্রাহ্মসমাজ নাম দিয়া সংস্থাপন করি নাই, অর্থাৎ একটি নাম দিয়া উহা সংস্থাপন করি। ঐ উপলক্ষে অনেক লোক আমার নিকট গমনাগমন করিত। একদিন দক্ষিণা বাঙ্গালীর আমাকে বলিয়ান যে “তুমি হাও তোমার উপর আমি গোষ্ঠে বাপা বাপী ছিল। তুমি যাহা কর তাহার রিপোৰ্ট তাহার আমাকে দেব। এইরূপ বাপির পাচ্চ পাগল। undo the work I have done in Oudh অর্থাৎ অবধারণ হিন্দু হইয়া। আমি যে কাজ করিয়াছি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনরূপ অহিন্দু কাজ্ঞী দ্বারা পাগল। তাহার বিলোপ সাধন না করে”। আমি ভূমিক বলিয়া যে “কেবল আমি পাগল না, আপনিও কিছু পাগল। আপনি পাগল না হইলে ক্যানিং কলেজ ও British Indian Association সংস্থাপন করিতে পারিতেন না।” দক্ষিণা বাঙ্গালীর বাঙ্গালী ছিলেন কিন্তু তিনি রামমোহন রায়ের সময়ে
মহাজনিতে যেমন কেবল উপনিষদ পাঠ ও সঙ্গীত হইত কেবল তাহাই হওয়া করিবা এমন মনে করিতেন। আমাদের মহাজনের অহিন্দু মহাজন জ্ঞান করিতেন। কিন্তু এবিষে তাহার ভয় ছিল। যখন আমরা সকল হিন্দুগণ হইতে সংগৃহীত ব্রাহ্মণান্তর্গত গ্রন্থে প্রধান ধর্মগ্রন্থ মনে করি এবং প্রচুর পরিমাণে বৈদিকবাক্য অবলম্বন করিয়া ব্যবহার করিয়া সম্পাদন করি তখন আমরা কি প্রকারে অহিন্দু হইলাম? দক্ষিণ- রঞ্জন উপনিষদের এত মায়া করিতেন কিন্তু আমাদিগের ভার বেদের প্রত্যাদেশে বিশাল করিতেন না। লক্ষণে একবার কোন সাহিত্যের সহিত ধর্মবিষয়ক কথাপ্রবাহনের সময় তিনি গোমতীর অপর পার্শ্বে প্রকৃতিপটের প্রতি অগ্রণী নির্দেশ করিয়া বলিলেন “There’s the Brahmin Bible”. তিনি বলিতেন “বেদের অর্থ জ্ঞান। জানিতে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ” কিন্তু উপনিষদের প্রতি তাহার বিশেষ ভক্তি ছিল এবং উপনিষদের মহাজনের প্রাধান্য হওয়া কর্তা এমন মনে করিতেন। তাহাকে ঔপনিষদিক দ্বারা বিলে হয়। এগুলির প্রতি আমাদের বেদের প্রতি শ্রদ্ধা দক্ষিণ বারু সেইরূপ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন সদরদেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতেন তখন তাহার চাপারসাহের দিকে ও অক্ষত তুক্তা পরিধান করাইতেন। সিপাহীবদ্ধের পর যখন মহারাজী ভিক্টোরিয়া তাহার অঘট ইংরেজ কোম্পানির হন্ত হইতে লইয়া নিজ হন্তে গ্রহণ করিলেন তখন সেই উপলক্ষে এক জোরাল্পর্ত বুঝিয়া করেন। যেদিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগর ও উপনগরে ঐ জোরাল্পর্ত উদ্বোধিত হয় সেইদিন মহামহোৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবের দিনে দক্ষিণরঞ্জন বাবু মহাজন করিয়া মহারাজীর প্রতি ঐশ্বরিক শুভাশুর্বর্ত্ত প্রার্থনা করেন। উক্ত মহাজনের কার্য্য- বৃত্তান্ত ও উপাসনা যে প্রত্যেক ছাপা হইয়াছিল, সেই প্রত্যেকের একখান
লজ্জারে অবশ্যই আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা আমি যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়াছি।

দক্ষিণার্জুন বলিয়া যে তিনি যেমন ধর্মসংস্কারক তেমনি সমাজ-সংস্কারক। রাগী বসন্তকুমারীকে বর্ধমান হইতে কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতার পুরুষ মায়াপুরে বার্ষিক সাহেবের সম্মুখে Civil Marriage নামক বিবাহ করেন। ভাষ্করসম্পাদক গোড়াড়ে পণ্ডিত তাহার সাক্ষী থাকেন। গোড়াড়ে পণ্ডিতের একুশে বিবাহ গৌরীশ্বর তাথাচার্য। লজ্জা অবশ্যিতকালে তিনি (দক্ষিণা বাবু) একদিন আমাকে বলিয়া যে তিনি বিধবাবিবাহ, অসবধা বিবাহ ও সিভিল বিবাহ একঝলে করিয়াছেন।

তাহার তার সমাজসংস্কার আর কে আছে। দক্ষিণার্জুন রাগীকে সহিত কর্ত্রিমকাতর বিবাহ ও বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুধর্মাভ্যাস-মোদিত জ্ঞান করিতেন। আমি যখন লজ্জো ছিলাম তাহার পূর্বে তাহার পুত্রবিয়োগ হইয়াছিল, কেবল পৌত্র বিভ্রম ছিল। তিনি উইল না করিলেও এই পৌত্রের বিষয় পাওয়ার প্রতি তাহার কিছুমাত্র সন্ত্রাস ছিল না।

লজ্জা দক্ষিণাবাবু ওখানে তিন সপ্তা অভিবাহন করিয়া রাগী-সমাজের সাধারণ উৎসবের অব্যবহিত পূর্বে কান্দপুরে ফিরিয়া আসি। সাধারণ উৎসবের দিবস হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়ের বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতাতে প্রমাণ করি যে রাগীর ধর্মীয় নূতন ধর্মীয় নহে।

যে অট মাস কান্দপুরে কাটাই তাহার মধ্যে একমাস হেমচন্দ্র সিংহের বাটীতে ও আর একমাস ডাক্তার অঞ্চলকুমার দের বাটীতে থাকি, আর কয়েক মাস ভারতীয় বাটীতে থাকি। হেমচন্দ্র সিংহ ব্রাহ্মণ ছিলেন। অঞ্চলকুমার দে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। উভয়েই ধারণ নাই আমাকে ওপর করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র সিংহ বড় মঙ্গল লোক ছিলেন। হিন্দুভাবে
রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত।

রাজ্যদর্শ্ব প্রচারের নাম তিনি“নামাবলী” রাখিয়াছিলেন। আমাকে সর্ববাদাই বলিতেন “নামাবলীটি ছাড়ুন।” একদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাধরীতে বেড়াইতে যাই। ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়াতে তিনি বলিলেন যে আপনার দেরী হওয়াতে আমি মনে করিলাম যে “আপনি নৈমিত্তিকে চলিয়া গিয়াছেন।” নৈমিত্তিকে কান্দুরের পরপরে কিছুদূর হইতে আরস্ত হইয়াছে। আমার হিন্দুভাবের প্রতি কোনো করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন। একদিন কান্দুরের সকল রাজ্যকে লইয়া আমি বিঘৃতগ্রামে বাণীক-তপোবনে গমন করি। সেই বাণীক-তপোবনের উপাসনা করিয়া বিকালে পরপরঘন্থ সীতাপরিহার মন্দিরের সম্মুখে এপারের ঘাটে বসিয়া রামযান বিষয়ে বক্তৃতা করি। সমস্ত দিন আনন্দে কাটান যায়। বিঘৃত গ্রামে বৎসর বৎসর একটি মেসা হয়।

ঐ গ্রামের অপর নাম উজ্জ্বলবর্ত। ঐখানে একটা মহারাষ্ট্রীয় উপনিবেশ আছে। ঐখানে খাতাপাব্দ ( খাতাপাব্দন কি কুর্মতিসম্পর্ক প্রভেদ করিবিকি ) হওয়ায় নানাসাহেবের নিবাস ছিল। দেখিলাম তাহার বাটা ইংরাজের সম্ভূভূ করিয়াছে। কেবল একজনো প্রকাণ্ড ফটক পড়িয়া আছে। বিঘৃতবাসী মহারাষ্ট্রীয় কতগুলী চেহারা বেশভূঃবাদে তাত্তাত্ত আমাদিগের বাণীর বাণিকার ভাষা দেখিতে। তাহা- দিগকে দেখিয়া পরম আঞ্জলাদিত হইলাম।

আমার কান্দুরের অবস্থিতির সময় গবর্ণমেন্ট স্কুল-সব ইন্সপেক্টর ও আমার হিন্দু কলেজের সমাধায়ী বাবু ভূবেদচন্দ্র মূথপাদায়ারের প্রতি ( তখন তিনি C. I. E. হন নাই ) উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের হিন্দী স্কুল সকল পরিদর্শন করিয়া ঐ সকল স্কুলের যে সকল নিয়ম বজ্জিয়ের বাঙ্গলা স্কুলে চালাইবার উপযুক্ত তাহা গ্রহণ করিবার ভার অর্পণ করেন। তিনি সেই ভারগ্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল স্কুল পরিদর্শনার্থ গমন করেন। যখন তিনি
৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।
কন্যাপুরে যান তখন আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। একদিন কন্যাপুরের সময় পিতৃভূমি অর্থাৎ কান্তকুক্ত কনোজ দর্শনের প্রস্তাব উঠে। কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আসিয়া এই অন্ত উহাকে আমরা পিতৃভূমি সংজ্ঞা দিয়াছিলাম। আমরা কনোজ যাইতে সংক্রান্ত হইলাম। তুলেব আমাকে বলিলেন “বাইবে তো গাড়ু গামছা হাতে কর।” আমি বলিলাম “এই উনিশ শতাব্দীতে?!” আর এক কথা বলিলে তুলিা গিয়াছিলাম যে “আমরা গাড়ু গামছা বহা জাত আগে তা প্রমাণ কর।” কারণ ক্ষতিগ্রস্থ আমার বিখ্যাত। কনোজ ফরাকবাদ জেলায় স্থিত, কন্যাপুর জেলায় যিনি নহে। কিছু কন্যাপুর জেলার সমুদ্রের ডেপুটি ইন্সপেক্টর পণ্ডিত চূড়ামণ অত্যন্ত শিখিতপূর্ণত তত্ত্বাবধায় আমাদিগের সঙ্গে যাইতে কীভাবে হইয়াছিলেন। তাঁহার আমাদিগের পিতৃভূমি দর্শনের উৎসাহ দেখিয়া আমাদিগকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন “আপনাদিগের যেরূপ উৎসাহ দেখিতেছি, কনোজে গিয়া পিতৃভূমির জন্য মোকদমা না করেন।” কনোজের অর্দ্ধস্তার শিওরাকপুর গ্রামে সেখানকার তথ্যিদার অর্থাৎ ডেপুটি কলেজের ললিত বিহারীগানের বাসায় আমরা অতিথি হইলাম। লালাজী অতি যত্নের সহিত অতি সৎকার করিলেন। লালা বিহারীগান ঘরের পৌর্ভুক্ত হইল। তিনি কথায় কথায় বলিলেন “গুনিতেছি কলিকাতায় অনেকে ধর্মশাস্ত্র হইয়া পড়িতেছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ।” ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম লিয়া সাহিত আমার ঘোষণা তর্ক উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম “বুঝ্য হোনা মোনালেব নেহি!” তিনি উত্তর করিলেন “বুঝ্য কোন হায়? হামলারকা কয়া মাটিকারুক্তে পুজু করবে মে না। উভয় ভিতর দেওয়াল পুজাতে?” লালাজী তুলিয়া তর্ক মৌমাসার মধ্যে নিযুক্ত করিলেন। তুলেব অত্যন্ত গষ্টিকম্প্রিত ধারণ করিয়া
বলিলেন “সব আচ্ছা হয়, সব আচ্ছা হয়।” অথবা ব্রাহ্মণর্থোই তাল, পৌরাণিক হিন্দুধর্মও তাল। লালা বিহারীলাল এই মীমাংসায় এমনি সম্মত হইলেন যে তাহার মুখে ভোদেরের “তারিক” আর কুরায় না। আমি ভৌদেরকে বলিলাম যে “আমি যাহা একক্ষণ বকিয়া মরিলাম তুমি এক কথায় তাহা মীমাংসা করিয়া দিলে। তোমাকে ধর।” তৎপর বিন সম্মানকালে কনোজের অতি নিকট মিরাকি সরাই নামক স্থানে পৌছিলাম।

তথায় পৌছিয়া প্রায়গবাসী লালা কিশোরীলাল নামক তথাকার মুনসেফের বাসার্থ আমরা অতিথি হইলাম। লালারা উত্তরপশ্চিমাঞ্চল নিবাসী সকল হিন্দুজাতির বিবরণ হিন্দীতে লিখিয়া ছাপাইয়াছেন। তিনি সেই বিবরণ পুস্তক এক এক থেকে আমাদিগকে দান করিলেন। পূর্বে বলিতে তুলিলাম যে এলাহাবাদের নীলকমল নিদর্শন স্বস্তপুরীয় কলিকাতাবাসী সহজনাথ ঘোষ নামক কোন উৎসাহী ব্যক্তি আমাদিগের পিতৃভূমি সম্পন্নের সঙ্গে ছিলেন। তিনি একথানি পুস্তক পাইলেন। উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে কথাপ্রক্ষণের সময় লালা কিশোরীলাল একটি আশচর্যা কথা বলিলেন। সে কথা এই যে গত কুষ্ট মেঋর সময় হরিদারে মোগল পরিচ্ছদধারী বোদ্ধার ও সমরখন্ন নিবাসী হিন্দু তিনি সচক্ষে দেখিয়াছেন। আমি এই মাত্র বলিলাম যে এই কথা আশচর্যা কথা; কিন্তু তাহাই আশচর্য নহে। আমরা ইংরাজী পুস্তকের ও ইংরাজী সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে ঐ সকল স্থানে হিন্দু বাণিজ্য অনেক পুরুষ অধিক বসতি করিয়াছে। লালাকের প্রেরিত ঐ আত্মবিশ্বাস পুস্তকে লেখা আছে যে কনোজের বীরসিংহ নামক রাজার সময়ে তাহার দ্বারা পঞ্চ ব্রাহ্মণ গোড়ে প্রেরিত হয়। বেদিন আমরা লালা কিশোরীলালের অতিথি অধীকার করিলাম তৎপর দিবস আমরা কনোজ দর্শনার্থ বিস্তার হই। কনোজের প্রীতির ধৃঢ় দেবিন্থ। আমরা অত্যন্ত বিশ্বাস হই। জয়চাঁদ ও সংহুকার
কর্মজীবন। 

কনোজ আর সে কনোজ নাই। যে নগরে ২৪০০০ চরতিশ হাজার পাঁচের দোকানে ছিল ও যাহা নিয়ত উৎসবসমাজ সকলের দ্বারা পূর্ণ ছিল সেখানে এক্ষেত্রে অসংখ্য হঙ্গমপূর্ণ ভয়কুণ্ড ও নিষ্ঠুরতা বিরাজমান। সে দৃষ্ট দেখিলে আর উঠিয়া যায়। আমরা দেখিলাম জয়রাইর দূরস্থতায় তামাকের চাষ হইতেছে। আমরা কনোজের হিন্দীস্থানের পরিবর্তে করিয়া ব্রাহ্মণের টোল দেখিতে গেলাম। ভট্টাচার্য মহাশয়ের আমাদিগকে অর্থ প্রদান না করিয়া মুসলমান রীতিমতে অতিভূক্ত ও গুরুতে এলাচ দিয়া। আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা টোলের চারিদিকে পরিক্ষা করিয়া সন্ত্রাস হইলাম। ভট্টাচার্য মহাশয়ের বলিলেন যে এমন প্রবাদ আছে যে তাহাদিগের কোন কোন তাই বন্ধু বন্ধু বন্ধু ভিক্ষা দিয়া করিয়াছিলেন। কনোজে নীলে বাঙ্গালী নামক কোন স্বামী মুসলমানের তর বাতি আছে। তিনি বন্ধু ভিক্ষা দিয়া অনেক অর্থপার্জন পূর্বক শ্রীযুক্ত জনমহান কনোজে আসিয়া ঐ বাতি নিয়মায় কারয়াছিলেন। পিতৃভূমি কনোজ দর্শন করিয়া কি এক মনের ভাব হইয়াছিল তাহা বর্ণা করা যায় না। উদ্ভাবন ও বৃহৎ চমৎকারকারী পঞ্চ ব্রাহ্মণ গোয়ানে ও তাহাদিগের সঙ্গে পঞ্চ ব্রাহ্মণ কেহ হস্তিয়ান, কেহ অর্থ্যান, কেই অজ্ঞ যান বঙ্গ-ভিযুক্ত গমন করিতেছেন আমরা। কবলার চক্ষে বেদ সাক্ত প্রত্যক্ষ দেখিলাম।

কানপুর অবস্থিতিকালে মেডিনাপুর নিবাসী। জানিতে পারিয়াছিলেন যে আমার স্বামী দোকান পীড়া আরোপ হইবার আশা না ঘটাতে আমি আর মেডিনাপুর ফিরিয়া যাইব না, পীড়া পেন্দুন লইব। ইহা জানিতে পারিয়া তাহারা সত্য করিয়া আমাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন। তাহার প্রতিলিপি নিয়ে প্রদত্ত হইল।
মহামন্ত্র—

আপনি ১৮৫১ খ্রীঃপ্রাপ্ত অত্র গবর্নমেন্ট ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া আইসিলে। তবে বাহি তার ১৭১৮ বৎসর ঐ কার্য্যালায় আরেকে অবস্থান করেন। আপনি এই বৃহত্তম মেদিনীপুৱ উজ্জ্বল ও আলাদাভূত করিয়াছিলেন।

আপনি এ প্রদেশের যে উপকার, যাদুনী উত্তরি এবং তদ্রুপ্ত যত্নের যন্ত্র ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আমরা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিব না। আপনি আপনার পদের কার্য্যের শেষ উৎকর্ষের নির্বাহ করিয়াছেন, তাহাতে এ স্থানের মহোপকার সংগঠিত হইতেছে। আপনার আগমনের পূর্বে এখানেকার গবর্নমেন্ট ইংরেজী বিদ্যালয় অতি হীন অবস্থায় ছিল। তৎকালে ছাত্রসংখ্যা অন্তর্গতি এবং শিক্ষক কেবল চার জন মাত্র ছিলেন। তখন ইহাতে অতি সংখ্যা শিক্ষা প্রদত্ত হইত। এখন কি প্রথমে শ্রীনাথ ছাত্রেরা ফোষ্ট নব্বার রোডের পাঠ করিত। কিন্তু আপনার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাতে উন্নতি হইতে লাগিল। আপনি যে বৎসর আগমন করিলেন সেই বৎসরই ছাত্রা হাতে ছাত্রবৃত্ত পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইল। অনস্ত দিন দিন বর্ধিত হইয়া ক্রমশঃ ছাত্রসংখ্যা তিন নভেলো অধিক এবং ইংরেজী শিক্ষক নব্বারণ ও পণ্ডিত দুইজন হইলেন। আপনার সময়ে বহু ছাত্র ছাত্রবৃত্ত পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বস্তুকঃ আপনি বিদ্যালয়টিকে সম্ভ্রম উন্নত করিয়া এদেশে জ্ঞান ও মুনাফির বহুল বিদ্যার সাধন করিয়াছেন।

আপনি ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন মাত্রেই আপনার সমুদায় চিন্তা বিনিয়োজিত করিয়া নিষ্ঠ হস্ত নাই। যত প্রকারে মেদিনীপুরের শ্রীরূপে
সম্পাদন হইতে পারে, তৎসমূহের উপায় উদ্ভাবনে আপনি নিয়ত যমশীল থাকিতেন। এবং যাহাতে সেই সকল উপায় ফলোপাধারী হয় তজন্ত সর্ক্ষেপ্তকে চেষ্টা করিতেন।

অন্যত্র বালিকা বিদ্যালয় আপনার প্রস্তাব ও যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রাবিত্য বিদ্যালয় আপনার উৎসাহ ও যত্নের পরিচয় প্রদান করিতেছে। স্ত্রীলাভ নিরাপত্তা সম্ভাবনা এবং আপনারই ঐকান্তিক যত্নের ফল। সাধারণ পৃষ্ঠপোষকের প্রারম্ভবচ্ছ আপনি ইহার সম্পদ ছিলেন, এবং সমত্বক যত্ন ও উদ্যোগসহকারে ইহার বিকাশ ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আপনি এখানে ব্রাহ্মণবিদ্যালয়, বিদেশ কুল, মিউজিয়াল ইম্যাগেটি, সোসাইটি, জাতীয় গোষ্ঠ সম্পাদনী প্রাতৃতি অনেকগুলি সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই সকল সত্তাতে এখনকার অনেক লোক একত্র হইয়া পরস্পরের চেষ্টা ও আপনার মহার্ষিরূপ জ্ঞানভীষ্মের উপরে দ্বারা অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন।

আপনি মেদিনীপুরে ব্রাহ্মণবর্গের আলোচনা করিয়া কতই কষ্ট সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তথাচ আপনার অপ্রতিক্ষা যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা এখানে ব্রাহ্মণবর্গ পুনরুদ্ধারিত, সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্রাহ্মণবর্গ প্রচারিত ও বিভূতি হইয়াছে।

এতদ্বৃত্তী আপনার অবস্থানকালে মেদিনীপুরে যে সকল সংস্কার অনুষ্ঠিত হইয়াছে—রাজার বংশীন বা দেশান্তরাগের যে সকল উৎকৃষ্ট চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের হুর্ধ্বর্থ ও গভীর চর্চিতকল্পে অথবা তারুণ্য অঞ্চলের সমস্ত মেদিনীপুরের অনুরাগি ও অন্যদের যে সার্থকতা হইয়াছে, সে সমস্ত কেবল আপনারই উৎসাহ, যত্ন, চেষ্টা দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়াছে। মেদিনী-

পুরের সমুদ্যায় গুরুত্ব কার্যে আপনি মূল ও মন্ত্র সরুপ ছিলেন।

এই সকল হিতাঙ্গাঙ্গান দ্বারা আপনি মেদিনীপুরের যে কস্তুর মঞ্চল
সাধন করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আপনি মেদিনীপুরের একঘাটা নূতন জীবন দান করিয়াছেন। আপনার আগমনাধিকার মেদিনীপুর ক্রমাগত উন্নতির দিকে ধারণায় হইতেছে। কোন বিষ্ণু কোন বাৰ্ধা দ্বারা তাহার গতিবৰ্ধের সমাবেশ নাই।

আপনি মেদিনীপুরের পরম হিতেষ্যি স্থান, আপনি এথানকে আপনার অবস্থানের স্থান ভালবাসিয়া থাকেন, মেদিনীপুরের হিতায়তাহান ও হিতচিন্তা আপনার প্রিয়ত। আপনি এই স্থানের শুভসাধনে জীবনক্ষেপ সকল করিয়া কত ক্ষুদ্রই বীরকর করিয়াছেন। এস্থান পরিযাঞ্জ করিয়া ধরিয়া বলিয়া আপনি উৎকীর্তন পবলাতের জন্য চেষ্টা করেন নাই। অনেক সময় উপসর্গের পদলোপলি ত্যাগ করিয়াছেন।

আপনার গুণ ও মহর্ষি কেবল মেদিনীপুরেই বদ্ধ আছে, এমত নহে। আপনি যখন যেখানে অবস্থিত করেন, সেই স্থানকে আপনার গুণমালায় ভূষিত করিয়া থাকেন এবং তত্ত্বী লোকদিগের হিতায়তাহান করিয়া তাহাদিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধার আস্পদ হয়েন। আপনার উপেক্ষায় কেবল আপনার পার্শ্ববর্তী লোকেই শ্রবণ করেন না। বঙ্গভূমির সকল স্থানেই তাহার মধুর হিলোল পরাহিত হইতেছে, এবং লোকে যত পূর্বক তৎসমূলায় অন্তর্গত ধারণ করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতেছে। আমাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি মেদিনীপুর নিবাসী নহেন, তাহারাও এখানে আসিবার পূর্বে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আপনার গুণ-গুরুশ্রেষ্ঠ যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেবল বঙ্গদেশে কেন, উত্তরপশ্চিম পশ্চিম অবৈতনিক ভারতবর্ষের অন্তর্গত স্থানেও আপনার গুণগ্রাম প্রচারিত হইতেছে।

এস্থানে আপনি মেদিনীপুর পরিযাঞ্জ করিতেছেন। হায়! এমন স্বাস্ত—এমন হিতেষ্যির সমাজে বর্ধিত হওয়া কি ছুর্জাগোর বিষয়!
কর্মজীবনে । ১২৭

আপনার বিরহ যে মেদিনীপুরের কৌদ্রশ হুংকাবহ ও কভত্রু কর্তিকর, 
তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আপনার অভাবে মেদিনীপুর গৌরবের 
বস্ত বিহীন হইতে ছে।

আজ যদি আপনি স্বৰ্গীয়ের কোন উদ্দেশ্যে গমন করিতেন, 
তাহা হইলে আমাদের কথঞ্চিৎ ক্ষেত্র ও হুংকাের শান্তি হইত। আপনি 
পীড়াবশতঃ কারণে অক্ষর হইল কৰ্ম হইতে একবারে অবসর লইতেছেন, 
ইহাতে আমাদের সারপৰ্য্য নাই কোন ও পরিতাপ হইতেছে।

আপনি এতের রাজ্যে উপকার ও উন্নতির করিয়াছেন, আমরা 
তাহার কি প্রতিধার দিব। তাহুল সারের কিছুতেই পরিশোধ নাই। 
আজ আমাদের হুদর সরকারের সহিত আপনাকে প্রীতি উপহার 
প্রদান করিতেছে। আপনি আমাদের এই কৃতজ্ঞতাতে পত্রখানি 
গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।

আমরা কখন আপনাকে ভুলিতে পারিব না। আপনার সৌন্দর্য্য ও 
অম্যালিক মধুর স্বভাব আমাদের অন্তরে জাগরক রহিল।

জগদীশ্বর আপনাকে নীৰগ ও স্বৰ্ণী করুন।

মেদিনীপুর, 

১৭ চৈত্র, ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

২৯ মার্চ, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীবীন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীচন্দ্রনাথ দেব, শ্রীভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীমুখোপাধ্যায়, শ্রীসর্বস্বলোচন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিতাবিশ্বনাথ গাঙ্গুলি, 
শ্রীভুবনচন্দ্র চকর্মেরী, শ্রীরামনারায়ণ মিত্র, শ্রীচন্দ্রনাথ মলিক, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র 
মথুমোহন, মুহূর্ধিন মহম্মদ, শ্রীকালীনাথ মজুম্দার, শ্রীবীন্দ্রনাথ 
শ্রীনাথদাস, শ্রীরামনারায়ণ মিত্র, শ্রীসর্বস্বলোচন 
শ্রীনাথচন্দ্র সিংহ, Mohomed Ally, শ্রীবর্মামোহন মিত্র, শ্রীভুবন-
১২৮ রাজনারায়ণ বস্ত্র অন্ত্য-চরিত।

নাথ দে, শ্রীনবকুমার বস্ত্র, শ্রীঈশানচন্দ্র সোরা, শ্রীরাধাশ্ম বাগ, শ্রীঅগ্যায়লাল পাল, শ্রীরামনাথ মাস দত্ত, শ্রীমামারণ রায় চৌধুরী, শ্রীফ্যানফোর মাইটি, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীরঘেন্দ্র জানা, শ্রীপ্রিয়া-কুমার চটোপাধ্যায়, শ্রীধরবাড়ী পাল, শ্রীরামকুমার সিংহ, শ্রীনৈনাদীক্ষা-নাথ নন্দী, শ্রীরুপনাথ দে, আবদুল রব, শ্রীঅভয়চরণ বিখাস, শ্রীঈশনারায়ণ মারীক, চৌধুরী খন্তরাত আলি, শেকের উজ্জ্বল, শ্রীগোপালচন্দ্র বস্ত্র, শ্রীনবন্ধ চরণ বস্ত্র, শ্রীনবন্ধনাথ মাস, আবদুল বাসন, শ্রীশচন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীরসন্দ্বোধন চটোপাধ্যায়, শ্রীরামনাথ তর্কবাণী, শ্রীনবকুমার আচার্য, শ্রীমোহন মহক, শ্রীরুপকুমার আচার্য, শ্রীনবন্ধ দত্ত, শ্রীগোপাল আচার্য, শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত, শ্রীরামচন্দ্র চটোপাধ্যায়, শ্রীনৈলকিন দে, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দাস, শ্রীরামকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীবীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামকুমার চটোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্রনাথ মাস, শ্রীরামনাথ নাথ, শ্রীহরিনারায়ণ বস্ত্র, শ্রীরামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পািন, শ্রীরামচন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দত্ত, শ্রীরামনাথ দত্ত, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বস্ত্র, শ্রীঈশানচন্দ্র বস্ত্র, শ্রীবাবু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয়, শ্রীকর্ণলীচরণ দে, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মাসুদার।

উপরি লিখিত ৭৪টি নাম ব্যাটাইত আর ৯১টি নাম লিখিত আছে।

আমি এই অভিনন্দনগুলির নিম্নলিখিত উত্তর দিয়েছি।

মান্তম

শ্রীনবকুমার বাবু নবীনকুমার গালিন

সত্ত্বাপতি মহাশয় সমীপেশু।

মহাশয়,

অতি সমাদৃত আপনাদিগের প্রেরিত অভিনন্দন পত্রধানি গ্রহণ
করিলাম। উহা আমার নিকট হইতে ও ব্যক্ত অপেক্ষা মূল্যবান।
স্বগীয় রাজনারায়ণ বসু।
আমুমানিক ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের অপরাহ্ন ফোটোগ্রাফ হইতে।
মেদিনীপুর যাইয়া ৪:৫ বৎসর পরে সিপাহীদের বিদ্রোহের পূর্বে আমার কোন বিপিন রাজকার্য পাইবার শুরু হইয়াছিল, কিন্তু ধাক্কা মেদিনীপুর হইতে পীড় বিচিত্র হইয়া। আপনাদিগের বর্তমান অমূল্য অভিনন্দন হইতে বক্ত হইতাম তাহা হইলে তাহা আমার পক্ষে অপরিসমায়ক ক্ষতির বিষয় হইত।

অতি সমাদরে আপনাদিগের প্রেরিত অভিনন্দন পত্রখানি গ্রহণ করিলাম। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া কান্ধ ধাক্কিতে পারিলাম না, তাহা কৃতকালে গ্রহণ করিলাম।

আমি বেশ মনে বুঝিতেছি যে মেদিনীপুরের উপকার করিয়াছি, কিন্তু আপনার যত মনে করিতেছেন তত করি নাই। আমার কার্য সকল আপনাদিগের মনে চেন্ত বর্তমানকালে দৃষ্টি হইতেছে। বিশেষতঃ আপনাদিগের ভায় যেহ অন্তঃকরণ সুখানুভূতির সহবোধিতা প্রাপ্ত না হইলে আমি কিছুই করিতে পারিতাম না, অতএব আপনারই অধিক পরিমাণে আপনাদিগের প্রেরিত অভিনন্দনপত্রোক্ত প্রশংসাবাদের অধিকারী।

আপনারা কখনই এমত মনে করিবেন না যে আপনাদিগের সৎ অনুষ্ঠানের ফল কেবল মেদিনীপুরেই বদ্ধ হইয়া আছে। আমরা যখন সশ্রীর গুণে অস্পষ্ট বর্তমানকালে আলোকে জাতীয়-গৌরব-সম্প্রদানী সভার কার্য করিতাম তখন আমরা দ্বিপ্রেষে মনে করি নাই যে, তাহা হইতে চৈত্র (হিন্দু) মেলারকে বহু ব্যাপার সহকর হইল। মেলার ভাবটা নূতন, তাহা আমাদিগের মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু মেলাসংহীত মহারশ্যাৎ সৎসংহার কার্যের আমাদিগের প্রকাশিত "Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal" প্রচার করা।
১৩০  রাজনারায়ণ বস্ত্র আজ্ঞা-চরিত।

যে উদ্দেশ্য হইয়াছিলেন ও তাহা হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মেলায় কোন কোন বিষয়ে ঐ প্রস্তাব অনুসারে অবিকল কার্য্য হইয়া থাকে ইহা তিনি যৌবন ত্রাস্ত্য ও মহৎ গুণে অবশ্য স্বীকার করিতেন।

ইহা আমার পক্ষে অল্প চংমের বিষয় নহে যে, যে মেদিনীপুরে কোন লাভের আমাকে পরিতাপ করিতে সমর্থ হন নাই, তাহা জ্ঞাতাশ্চতঃ পরিতাপ করিতে বাধ্য হইতেছি, কিন্তু কি করা যায়। সকলই ধীরে ইহা। আমরা ভাবি একরূপ, হয় অন্যরূপ। তাহার সঙ্গে কে পারিবে বলুন? তাহার কোঠ মন্তক স্থাপন পূর্বক শ্যাম ধারিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি।

কে জানে ধীরে ইহার এমন হইতে পারে যে মেদিনীপুরে প্রত্যাহরণ পূর্বক আপনাদিগের প্রতি পুরুষ আনন্দ সবর্ণ করিয়া নরমন পরিতৃপ্ত করিতে পারিও পুনরায় আপনাদিগের সহিত একত্রে সহাবাসের অস্থির স্থধ সম্ভোগ করিতে পারি।

মেদিনীপুরে আমার জীবনের দার ও স্থখময় অংশ অতিবাহিত হইয়াছে। আমি লোকের নিকট নিজ নিম্ন গ্রাম “বোড়ালের রাজনারায়ণ বস্থ” বলিয়া পরিচিত নাহি, “মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বস্থ” বলিয়া পরিচিত। মেদিনীপুরে আমার মন পড়িয়া। রহিয়াছে। মেদিনীপুরের হুগলিতে হুগলি রক্ষিত মার্গ ও তাহার নিকটস্থ হরি উপবন ও স্তোত্রতত্ত্ব যে তাহাকে আমার চক্ষে রমণীয় করিয়াছে এমত নহে; আপনাদিগের স্বন্দুরের সেই তাহার আমার চক্ষে রমণীয় করিয়াছে। আমি যেখানে থাকি না কেন, মেদিনীপুরের কুশলবার্তা, আপনাদিগের কুশলবার্তা ও তথাকার ব্রাহ্মসমাজের ও বিচারিয়নস্মৃতির কুশলবার্তা আমার মনকে যেমন আহ্লাদিত করিবে এমত আর অন্য কিছুতে করিতে
পারিবেক না। আমার সকল স্থানের সুন্দরুশ্চিতকে বলা আছে যে যদি মেদিনীপুরে আমার মৃত্যু না হয় তবে ঐ ঘটনার পরে আমার ভগ্নসাং শরীর তথায় প্রেরিত হইবে ও আমাদের দেশের কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকদিগের সমাধিমন্দিরের ভাব গোপগোলির উপরিস্থিত এক সমাধি-মন্দিরে তাহা রক্ষিত হইবে ও সমাধিমন্দিরের উপর আমার জ্ঞান ও মৃত্যু শক এবং আমার বক্তৃতা হইতে দুই চারিটি বাক্য লিখিত থাকিবে।

আপনাদিগের দেরূপ বিশ্বাস যে মেদিনীপুরের উন্নতি আর প্রতিহত হইবার নহে, আমারও সেইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। বিশেষতঃ আপনাদিগের যায় লোকদিগের মধ্যে একজনও লোক সেখানে থাকিতে যে তথাকার উন্নতি বদ্ধ হইবে এমন আমি কখনই মনে স্থান দিতে পারি না।

আমার মৃত্যু সেমন আপনাদিগের মনে আগ্রহের রহিয়াছে তেমনি আপনাদিগের প্রতি উদ্দেশ্য আমার হৃদয়ে মূর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে।

ঈশ্বর আপনাদিগের আমাতে নিষ্ঠ বিরাজ করুন ও আপনাদিগকে সর্বদা আনন্দে রাখুন! ইতি

( ব্যক্তিকৃত ) আপনাদিগের বশবর্ধ

ভূতা ও সর্বশীল ভূতনাশ

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

আমার সমাধিমন্দিরে আমার বক্তৃতা হইতে উদ্বৃত্ত নিয়মিত বাক্য কম্যুক্তি লিখিত থাকিবে।

“প্রতি অধ্যায়যোগের জীবন। প্রতি সংকারের জীবন, প্রতি ধর্ম-প্রচারের একমাত্র উপযোগ।” বন্দেশ্য লোকের মন বিদ্ধার্য্য আলো-করিতে ও সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম হইতে নিস্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামূর্ত পান ও যথার্থ ধর্মমূল্য করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইতে মন্দ্রিত সমুহের মধ্যে গণ্যজাতি হইবে এই মহৎ
কল্পনা সুর্যী করিবার চেটিয়া বাবজীবন ক্ষেপণ করতঃ সেই ব্যক্তি কি আনন্দিত থাকেন।”

উল্লিখিত আরামদান পত্র ব্যতীত মেদিনীপুরবাসীর। আমাকে নগদ ৭০০০ সাতশত টাকা ও অনেক বয়ে আমার জ্ঞান এক বাটি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সে বাটি এখনও আমার আছে। বঙ্গদেশের অন্য কোন জেলায় প্রধান শিক্ষকের প্রতি সেই জেলার নিবাসী। এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে কি না আমি জানি না। আমি মেদিনীপুরবাসীদের নিকট যে কত কুত্তে তাহ। আমি বলিতে পারি না। ঈশ্বর তাহাদিগকে চিরকাল কুশলে রাখুন। ঈহা বল। আবশ্যক যে উক্ত বাটি নির্দিষ্ট জন্য তাহা হাজার টাকার অর্থিক ব্যবস্থায় বহি পূজনীয় দেবেন্দ্র বাবু সহস্রমূল্য অর্থায়ত করেন।

আমি যখন কানপুরে অবস্থিতি করিতেছিলাম তাহার পূর্বে বারু কেশবচন্দ্র সেন আমি ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিলেন। কানপুরে অবস্থিতকালে আমি ব্রাহ্মণ হইতে কেশব বাবু রাহিতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ এই দুইয়ের মধ্যে বিভক্ত বিরোধ চালিতেছিল। আমার অবস্থিতকালে কেশব বাবুর দলের প্রচারকদিগের সর্বোচ্চ গমনাগমন হইত। কানপুরের ব্রাহ্মণ আমাকে বলিলেন যে পূর্বে পাঠার দলের প্রচারকেরা এই সর্বোচ্চ কানপুরে আসিতেন না, কিন্তু কখন আসিতেন। এরপর পুনঃ পুনঃ আগমন সময়ে কানপুরের ব্রাহ্মণদিগকে আমি ব্রাহ্মণের মতে অনেক পরিমাণে আমি আনিতে কুত্তকার্য হইয়াছিলাম। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ প্রচার জন্য আমি ব্রাহ্মণের প্রণালী আমি সর্বোচ্চ জন্য করিয়া স্বসহ বেদ বেদান্ত অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ প্রচার করা উচিত। এমন সময়ে কেশব বাবু এলাহাবাদে আইলেন, কানপুরের ব্রাহ্মণ।
টাহার সহিত দেখা করিতে গেলেন, তথা হইতে কানপুরে ফিরিয়া আসিলে পর তাহাদের ভিন্ন ভাব দেখিলাম। একদিন সমাজের দিবস উপাসনা কার্যের ভার কানপুরের কোন ব্রাহ্মের প্রতি সমর্পিত হয়। তিনি উপদেষ্টা তাহাদের সময় আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন যে আমি তাহাদিগকে বিপথে গাইয়া বাড়িতেছি। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে উপদেষ্টা তাহাদের সময় একথা কটাক্ষ বিলক্ষণ চিত্রা থাকে; বিশেষতঃ ঐ বিরোধের সময় খুবই চলিত। আমার প্রতি কানপুরের ব্রাহ্মধর্মের এই প্রকার ব্যবহারের বিষয়ে কানপুরান্ত একমাত্র আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের সহিত কথা হইতেছিল। তিনি বলিলেন “আপনি ইহাদিগকে আদি ব্রাহ্মসমাজের মতে আনাতে আমি প্রথমে বিশ্বাস হইয়াছিলাম; তৎপরে মনে করিলাম যে প্রচারকদিগের বলীকরণ শক্তি আছে, তবুও আমি আপনি কৃতকায় হইয়াছেন। ইহাদিগকে আপনি কোন মতে হর্‌তা করিতে পারিবেন না।” ইত্যাদি শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় কানপুরে উপস্থিত হইলেন। তাহার আগমনের অবহিত পর সমাজের দিবস ব্রাহ্ম পর ব্রাহ্ম আদিয়া বলিলেন “আজ আপনাকে অবশ্য সমাজে বাইতে হইবে।” আমি মনে করিলেন লাগিলাম যে অহঁ দিন অপেক্ষা আজ দুইপর দুই কেন আসিতেছে, আজ কারখানাটা কি?” সেই দিন উপসাগর পর গৌরগোবিন্দ ব্রাহ্ম প্রতি-পাদক-পৌক-সংগ্রহ অনুষ্ঠান বাইবেল ও কোরান হইতে উদ্ধৃত প্রার সকল বাচন পাঠ করিয়াছিলেন। কানপুরের ব্রাহ্মের মনে করিয়াছিলেন যে ঐ সকল স্ত্রীপুৰ্দ্ধর ধর্ম্মনগরের বাক্য শ্রবণ করিয়া। কালে আক্ষেপ দিয়া গায়ত্রী সূত্র মনে মনে জগ করতে সমাজ হইতে তৎকালিন উত্তরা বাইবেল। তৎপরে সমাজ ভঙ্গ হইলে বখন তাহাদিগকে বলিলাম আমি নিজে বাইবেল ও কোরান হইতে সার সংগ্রহ করিয়াছি তখন তাহাদিগের ভয় দূরীকৃত
হইল। Hindu Theist’s Brotherly Giftের দ্বিতীয় ভাগ স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গিনি বাইবেলের সার সংগ্রহ ছাপাইবার ভার আমার জাতীয় শ্রীমান কৃষ্ণকুমার মিত্রের প্রতি অর্পিত হয়। উহা ঠিক যেন Hindu Theist’s Brotherly Giftের ভায় দেখিতে হয় এই আমার অহংকার। কিন্তু মন শীঘ্র প্রত্যাগ্রহণ মজুমদার কান্দপুরে আইলেন। তাহার আগমের অব্যবস্থিত পর যে উপাসনা হয় তাহাতে কান্দপুরের গবর্ণমেন্ট ডাক্তারের অক্ষকুমার দের লইয়া উপস্থিত হইলাম।

সে দিন এমন এক দৃষ্টি দেখিলাম যাহা আমার ব্রাহ্মসমাজে পূর্বে কথন দেখি নাই। উপসনার পর প্রত্যেক ব্রাহ্ম মজুমদার মহাশয়ের পা ধরিয়া কেহ বলিলেন “প্রভু আমাকে পরিত্যাগ করুন” (কেহ বলিলেন “আমার হয় হুটো কথা ঈশ্বরকে বলবেন।” তাহার পর অপেক্ষকৃত কম বয়সের ব্রাহ্ম আচারের পা ধরা হইল, হবির ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বাবুর পা ধরা হইল না ইহা। অমুক্তি কার্য্য হইয়াছে ইহা মনে করিয়া ব্রাহ্মের আমার পা ধরিতে আইলেন। আমি “এমন করিতে নাই, এমন করিতে নাই” বলিয়া বসিয়া বসিয়া পিছু হটিয়া লাগিলাম। ডাক্তার অক্ষকুমার দে আমার ভাব দেখিয়া ঈশ্বর হাস্য করিতে লাগিলেন। প্রত্যাগাণ্ড মজুমদারও বক্তৃতার সময় আমার প্রতি বিলক্ষণ কটক্ষ করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠোধ লাগিলাম। এইরূপ ব্রাহ্মসমাজে নর-পুরুষের অবর্ধান দেখিয়া আমি তাহার বিপক্ষে Brahmic Advice, Caution and Help নামক একটি পুস্তিকা রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। কান্দপুরের ব্রাহ্ম এই কথা শুনিয়া আমাকে তাহার রচনা হইতে বিরত হইতে অমুক্ত করিলেন এবং বলিলেন, “আপনি পূর্বে যেমন শ্রীতি বিষয়ে বক্তৃতা লিখিতেন তাহাই লিখুন, রঙ্গড়ের বাই লেখেন কেন?” আমি বলিলাম, “তোমরা অতি সরল ব্যক্তি, কোন
৩ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
কোন প্রচারক তোমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন, তাহা তোমারা বুঝিতে পারিতেছেন না। যখন সংসারমাজে নরপুর্ণ প্রেম করিতেছে তখন আমি তাহার বিপক্ষে না লিখিয়া ক্ষত্যান্ত থাকিতে পারি না।”

ঐ Brahmic Advice, Caution and Help পুস্তিকার পাপুলিপি কানপুরের একজন ব্রাহ্মণকে নকল করিতে দিই, তিনি নকল না করিয়া উহা আমাকে ফেরত দেন। তিনি উহা নকল করা অধর্ষের কাজ মনে করিলেন। যে দিন কানপুর পরিত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে আসিব, তাহার অব্যবহিত পুরুষদিনে ব্রাহ্মণের সঙ্গে বেড়াইবার সময় বাহাকে নকল করিতে দিয়াছিলাম তিনি অশুভপদ্ধ হইয়া আমার নিকটে আসিলাম, অন্য ব্রাহ্মণ গুনিতে না পাই, খুব মৃদুমের আমাকে বলিলেন, “আমার পুনরায় সেই পাপুলিপি দিন, আমি একদিনের মধ্যে নকল করিয়া দিব”; আমি বলিলাম, “আর নকল করিতে হইবে না, আমি শীঘ্র এলাহাবাদে যাইতেছি, তথায় গিয়া উহা চারচন্দ্র মিশ্রের দ্বারা নকল করাইয়া লইব।” আমি এলাহাবাদে আসিয়া ঐ পুণ্ডক ছাপাই। ১৮৬৮ সালে পুষ্পার অব্যবহিত পুরুষে এলাহাবাদে আসি।

কানপুরে আট মাস অবস্থিত করিয়াছিলাম। যে কয়েক মাস কানপুরে অবস্থিত করিয়াছিলাম যথাক্রমে ব্রাহ্মণ। প্রথমে অষ্টরের দিন ও পরে বাহে আমার প্রতি অত্যন্ত সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আমার শরীর ও বালের ক্ষুদ্রতার প্রতি অত্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

এলাহাবাদে ১৮৬৮ সালের পুষ্পার অব্যবহিত পুরুষে আসি। আসিয়া শূন্যলাম যে কানপুরের ব্রাহ্মণদিগকে পদধূলি না দেওয়াতে আমার বিলক্ষণ অপরাধ হইয়াছে। এই সময়ের ব্রাহ্মণের মধ্যে পরস্পরের পদধূলি লওয়ার প্রথা এমনি প্রবল হইয়াছিল যে, পা বঁচান মুখে ছিল। কোন বিশেষ ব্যক্তি আম ব্যক্তির প্রতি বিশেষ প্রশংসাপূর্ণ:
কচ্ছ কখন পদধূল লইলে তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।
কিন্তু উহাকে ধর্ষণের একটি অঙ্গ করার প্রতি আমার বিশেষ আপত্তি
আছে। এই সময়ে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মধ্যস্বাদ ও অবতারবাদ বিলক্ষণ
প্রক হইয়াছিল। কেশব বাবু যখন সিঁদুর যান তখন মুক্তের হইয়া
যান, তখনই তাহার শিয়াল। তাহার অবতার ঘোষণা করেন। প্রথমে সেই
স্থানে তিনি অবতার হয়েন। তাহার শিয়াল বিঙ্কালে বলিতেন
তখন তাহার সহিত কেশব বাবুর অবতারস্বরূপে আমার কথোপকথন
হইতেছিল। তিনি বলিলেন “অবতার
পদের প্রতি কেশব বাবুর কোন লোভ হইল বুঝিতে পারিনা, আমাদের
দেশে মাছও অবতার, কৃষ্ণও অবতার”।
কেশব বাবু ইহার অব্যবহিত
পূর্বে সিঁদুর ফেরত। এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন।
তিনি যে দিন
এলাহাবাদ ছাড়েন সেদিন এলাহাবাদ চেয়েনসরাই প্ল্যাটফর্মে (platform)
কেশব বাবুর শিয়ালের দ্বারা তাহার ও পরস্পরের পদধূলি লইলার কোন
ধূম পড়িয়া যায় তাহার দীর্ঘে শেষে টেরে মাঠার অবাক হইয়াছিলেন।
আমি এলাহাবাদে দেশমাস অবস্থিত করি। ঐখানে আমার ইহাই পৃষ্ঠকা
ছাপাই—একটি নাম Brahmic Questions of the day, অপরটির
নাম Brahmic Advice, Caution and Help। Brahmic
Advice, Caution and Help প্রকাশিত হওয়াতে কেশব
বাবু শিয়ালের মধ্যে বিলক্ষণ আদৌলন হয়। তাহারা Indian
Mirror পত্রিকায় ঐ পৃষ্ঠকার সমালোচনা করেন এবং এই উপলক্ষে
বিলক্ষণ রাত্রিতুল্য প্রকাশ পূর্বক আমাকে গালাগালি দেন। তাহারা।
উল্ল সমালোচনাতে লিখিয়াছিলেন যে “এই পুস্তক আমাদের সমালোচনার যোগ্য নয় তবে অন্য করিয়া সমালোচনা করা গেল”। এলাহাবাদে এই সময়ে ছুইটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল, একটি কেশব বাবুরিয়ের আর একটি বাবু, নীলকমল মিত্রের। দেবেন্দ্র বাবু নীলকমল বাবুর সমাজ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে “উই উভয় আকৃতি প্রকাশতে কলিকাতা। আমি ব্রাহ্ম সমাজের ঢায়ের। আমি ঐ সমাজের প্রতি সম্মানে উপসন। করিঞ্চি ও উপদেশ প্রদান করিতাম। ধর্মজগতে রিপু সকল ছড়িবেশ ধরিয়া প্রবেশ করি। নীলকমল বাবুর বাটার নাম লালকুঠা, এই লালকুঠাতে ছায় ঝালের ব্রাহ্ম ডার্কের একদিন বর্তমান করিয়াছিলাম। এলাহাবাদ অস্থিরতায় আমি শিক্ষাবিভাগ হইতে একেবারে অবসর হইয়া পেনসনূ লই। ১৮৬৯ সালের ১লা আগুস্ট হইতে আমার পেনসনু আরম্ভ হয়। নীলকমল বাবু এলাহাবাদের সার্জন গনেরাল ডাক্টার গ্রেহাম (Graham) সাহেবকে বলিয়া পেনসনু জ্ঞান সার্টিফিকেটের যোগাড় করিয়া দেন। সে দিন নীলকমল বাবু আমাকে সার্জন গনেরালের কাছে লিখিয়া বলিয়া যান যে দিন তাহার বাটার একটি ঘরে আমাকে বলাইয়া তিনি ভিতরে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া গেলেন। হুই জনে যে কথা হইয়েছিল তাহার মধ্যে ছুই এক কথা আমি এ ঘর হইতে উনিতে পাইলাম। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “where is the cripple?” নীলকমল বাবু উত্তর করিলেন, “In the next room.” তাহার পরে আমি সে ঘরে আসিয়া সেই ঘরে সাহেব আসিয়া। আমার চোখ খুলিয়া দিলেন এবং তৎপরে আমার পীড়া ঠুকু ঠুকু করিয়া ও অজ্ঞাত একাকে আমার শরীর পরীক্ষা করিলেন। মাথা ঘোরা মুক্ত ছড়া ছড়া হইয়া বোগার লক্ষণ সকল দিলাম। যখন মার্চী ও আশুনের ফিন্কী দেখিয়া
কথা বলিলাম তখন তিনি বলিলেন, “Then you see too much.”
ইহাতে আমি মনে করিলাম যে তিনি সাতটিকেট দিবে না কিন্তু পরে
সাতটিকেট দিলেন। তাহার অবানহীত অধুনন ডাক্তার Dillon
আমার Brahmic Advice, Caution and Help পড়িয়া অত্যন্ত
প্রশংসা করিয়াছিলেন।
আমি যে কয়েক মাস এলাহাবাদে অবস্থিতি করিয়াছিলাম নৌকমল
বারু ও তাহার পুত্র চারুচণ্ড্র আমার সম্যক প্রকারে উপকার সাধন
করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত আমি চিকিত্সক তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ
ধাকিব। আমি চারুকে আপনার পত্রের গ্রাম জান করি। নৌকমল
বারু আমাকে একবার লিখিয়াছিলেন যে, “Charu respects and
loves you more than myself”। চারু নিজ ব্যবস্থায় আমার বক্তৃতার
বিষয় ভাগ ছাপাইয়া দেন। আমি এলাহাবাদ সম্যকে যে সকল বক্তৃতা
করিতাম চারু তাহার নোট লইয়া পরে তাহা সম্পূর্ণ আকারে লিখিতেন।*
এলাহাবাদে আমার পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হয়। সেই বৃদ্ধির কারণ
কোন অতি প্রসিদ্ধ ডাক্তারের ব্যবস্থায়ঃ Oxide of Zinc সেবন।
ঔষধ সেবন কোন পীড়ার উপস্থিত হইবে তাহা না হইয়া। তাহা বৃদ্ধি
হইল। অনেক স্থলে এইরূপ হইয়া থাকে। প্রথমবারে যখন আমি
ভাগলপুরে যাই তখন তথ্যে আলিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলাম। তাহাতে
ষাণ্য বিষয়ে বিশেষ কোন ফল পাই নাই। এলাহাবাদে পীড়া বৃদ্ধি
হওয়াতে আমি মনে করিলাম ভাগলপুরে অধিক দিন অবস্থিতি করিলা
কি ফল পাওয়া যায় তাহা দেখিয়। এলাহাবাদে স্থেনে চারুকে নিকট
হইতে বিদায় লইবার সময় মনে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল।

* চারু এক্ষণে Hon’ble Charu Chander Mitter হইয়াছেন। ভেষজারী

১৮১৫।
ভাগলপুরে আসিরা রামনুজ বাবুর বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় চারি মাস থাকি। কিন্তু আমার অবস্থার ফল বিপরীত হইল। ভাগলপুরে আমার পীড়া যেমন বৃদ্ধি হইয়াছিল এমন আর কোন স্থানে হয় নাই। ঈহার প্রধান কারণ তথাকার আগা সহবের নামক পার্শ্ব দেশীয় বন্ধু ও হকিমের উপর সেবন। মাথা ঘোরা, বুক ছড়া, ছড়া ও অমূলক ভয় ও সন্দেহ এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ক্ষুদ্রপ্রায় হইয়াছিলাম। ভাগলপুরে চারি মাস থাকিয়া ইংরাজী ১৮৬৯ সালে পুঁজার পুর্বে কলিকাতায় আসি। কলিকাতায় বিখ্যাত রমানাথ কবিরাজের চিকিৎসায় অনেক আরাম পাই। রমানাথ কবিরাজ অতি বৃদ্ধমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে „বড় লোকের সবই বড়, গুণও যেমন বড় দোষও তেমন বড়।“ এই কথা সকল বড় লোকের পক্ষে না খাটিয়া, কোন কোন বড় লোকের পক্ষে ধাটে বটে। আমি কলিকাতায় ইংরাজী ১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ইংরাজী ১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত থাকি। এই সময়ের মধ্যে নিয়মিত কয়েকটি বক্তৃতা করি।—

(১) A Lecture in Reply to the Query, what is Brahmoism? বক্তৃতার তারিখ—

(২) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা। বক্তৃতার তারিখ—

(৩) সেকাল একাল। বক্তৃতার তারিখ—

(৪) ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্তমান আধ্যাত্মিক অভাব। বক্তৃতার তারিখ—

(৫) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। বক্তৃতার তারিখ—

এবং নিয়মিত পুনর্ব্যাপক সকল প্রশ্নন করি :—

(১) The Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles. প্রকাশের বৎসর—
Theistic Toleration and Diffusion of Theism.

(3) Adi Brahmo Samaj as a Church.

(4) Science of Religion

What is Brahmoism নামক পৃষ্ঠকা আমার বাচ্চবী Miss Sharpe দ্বারা বিখ্যাত ইংরেজ ব্রহ্মবাদী Rev. Charles Voysey সাহেবের উপর স্বরূপ পাঠাই। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন “I have had unalloyed pleasure in reading this lecture of Babu Bose. *** I only wish I had time to tell you all I feel. It is magnificently true and wise.”

বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী নিউম্যান সাহেবের ঐ পৃষ্ঠকা সমৃদ্ধ বলিয়াছেন—“I can truly say the sentiments and the tone of the pamphlet all through are highly refreshing, highly encouraging, and that the writer has my warmest sympathy.” আমার উক্ত পৃষ্ঠকায় Brahmoism কি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে কেশব বাবুর কতকগুলি মত লইয়া বিচার আছে। ঐ বিচারাংশ পরিস্থিতা করিয়া ঐ পৃষ্ঠকা আমার পরম বন্ধু ও হিতৈশ্য Rev. Charles Voysey সাহেব কর্তৃক লগোনে প্রকাশিত হয়। Hindu Theist’s Brotherly Gift to English Theists এই নামে আমি উহা তথায় চাপাই। Voysey সাহেব ঐ পৃষ্ঠকায় পুনরায় ভূমদা প্রশংসা করেন।—“I have read with the deepest satisfaction your essay on Theism. It might be called a marvel of English composition, so happy have you been in the selection of words and so admirably clear in expressing your thought. I believe it will command the
assent of all Theists, though here and there on minor points there would be a slight difference of opinion.

* * * * Now my dear friend, will you at once send me your photograph? I want to place you in my gallery along with Theodore Parker, Professor Newman and Miss Cobbe. But you are a truer theist than any of them except Newman.”

The essay before us presents Theism in its purest and highest form, stripped of the legends and superstitions which degrade and deform more or less all the great historical religions of the world.

Our own Christianity embraces the noblest sentiments contained in the essay. With its spirituality, its catholicity, its high and pure morality, its universalism, we are in full sympathy.” After quoting a passage from the book the reviewer remarks. “These are true and noble sentiments. Would that the mass of mankind were ready to appreciate and receive them.”

শ্রন্তি Miss Sophia Dobson Collett আমার এই পুস্তক সমূহে ১৮৮২ সনের Brahmo Year Bookএ লিখিয়াছেন—
“An earnest and well-written tract, in excellent English setting forth the doctrines of Theism, and its position in relation to other systems. Babu Rajnarain Bose writes in a very kindly spirit, and prefaces his tract with the following “Dedication.” “To the Unitarians of England, whose church is growing from within, this work is inscribed by the author, in the hope that it may afford them some help, however feeble, in giving a character to their church more consonant to the spirit of Theism to which it is tending, and in the adoption of which that tendency must inevitably terminate.”

“Science of Religion” সমাবেষ্টে Brahmo Public Opinion বলিয়াছিলেন—“The Science of Religion has a unique interest for all Brahmos. It is, in short, their Theology. Very few Brahmos have, however, sufficiently appreciated its importance or devoted their attention to it. Within the last few months, however, Babu Rajnarain Bose has published a pamphlet containing the results of his long study and thought on the subject. We most heartily welcome this little book and hope it will be extensively read by Brahmos. We may be quite proud of it as the author has not simply borrowed from Europeans but derived some of his ideas on the subject from Sanskrit sources. Indeed, this would be quite evident from the manner in which he develops his thought and ideas on the subject, even had he not told us of it in the preface. Anything written by a man of his ability and ex-
perience deserves serious study and consideration. The work before us is full of original suggestions and acute remarks. We draw to it the attention of all thoughtful Brahmos who want to study the philosophical foundation of their religion. Like Geometry Theology or the Science of Religion is a deductive science. The former begins with a few axioms and definitions and constructs from them by deductive reasoning the whole body of the science. The latter starts from certain axioms known intuitively and develops by deductive reasoning the truths which are implicitly contained in them.

We have briefly given above the method proposed by our author for the Science of Religion in this little book. It is not a bad one so far as it goes. It is indeed quite a legitimate method in science and has been very fruitful as is well known in Geometry and other Deductive Sciences. Within its proper limits it could be equally fruitful in the Science of Religion. And the use made of it by our author seems to us to be quite legitimate, and the results arrived at quite reasonable and valid.” "The Sunday Mirror"—"Babu Rajnarain Bose has acquitted himself thoroughly well. In the course of a few thoughtful pages he has shown the feasibility of a science like this. The leading tenets of Theism are drawn up on a logical basis, as we believe he has succeeded in showing that Religion as a science is as reliable and trustworthy as
other sciences.” Voysey Sahib’s postscript: “P. S. August, 20 (1879)
I am at home again and have read with great admiration your essay on Religion as a science. This work deserves and, if I mistake not, will receive great attention from the scientific world. If you will send me 20 copies for sale I will remit you the cost and postage when I know the amount.

কলিকাতা অবস্থিতি কালে এলিশাবার্থনী Miss Frances Power Cobbe তাহার “ Alone to the Alone” পুস্তক আমাকে একথেও প্রদান করাতে তাহার সহিত আমার পত্র লেখালেখি হয়। সেই সকল পত্রের প্রতিলিপি নিয়ে দেওয়া গেল।

Calcutta,
June, 1871.

Dear Madam,

I have received your very valuable present of a copy of “Alone to the Alone.” * * * * * The book is a little compact chest of distilled sweets, distilled from the flowers of love and veneration growing in the innermost recesses of the human heart. * * * * * * It represents all the shadows and lights of human life and all the moods of the human mind from doubt to faith, from grief and despondency to social mirth and merriment. It is adapted to all states of the mind. It will infuse strength into the weak and wavering, give consolation to the miserable and heighten the joy of the happy. It will confirm faith, increase veneration and rekindle the flame of divine love in hearts becoming cold as
mine. It is, indeed, a most valuable manual of devotion to Theists. It has a mission to fulfil. May God speed that mission.

The fact of the prayers in the book having been contributed by fifteen individuals of different countries and races and trained up in the midst of different religions speaks to the identity of Theism and is an earnest of its future universal diffusion and permanence.

The preface to your book is an invaluable one. Seldom have I seen such noble thoughts expressed in such luminous and felicitous language, evincing the finest intuitions and the most delicate perceptions of the true, the good, and the beautiful.

I perfectly agree with what you say about prayer being a natural act of the human mind. As the lotus, to use a Hindu simile, opens its closed petals to the rising beams of its beloved sun, so the human heart opens itself to God by prayer. As the lark rises higher and higher in the sky towards the sun, raining a flood of melody below, so the soul of man rises higher and higher to God by means of prayer, delighting with its utterance men below. It is as natural to man to pray as for a lotus to open its petals to the rising sun and for the lark to rise in the sky and sing as it rises. Your remarks on prayer for spiritual blessings delight me much. The invariable fulfilment of such prayer comes from an invariable spiritual law. Unless we want God, we cannot obtain Him; unless
we want the aid of God to enable us to obtain Him, we can not obtain Him. But the noblest of prayers is, I think, that to which the word prayer in its usual sense cannot apply. It is the state of “still communion which transcends the inferior offices of prayer and praise.” It is the state which our Vedas call the state of full contact with God, the state, which it declares to be the source of the greatest felicity. This state is compared by it to holding the _amalaki_ fruit in the palm of the hand. The word for prayer in the Sanskrit language (_upasana_) comes from a root signifying “to sit” and literally means “sitting lowly before God.” This “sitting lowly before God” at last culminates in the contact with God mentioned above.

Your expression “the Being dearer and nearer to us than a flower or star” brought to my mind the saying of the Persian Poet Sadi: “The Friend is nearer to me than I am to myself. This is troubling to me that I am far from Him.” Our Vedas say in one place: “The wise, who see him in the soul, enjoy everlasting peace and not others” and in another: “The wise, who see Him in the soul, enjoy everlasting felicity and not others.” This constant perception of God as the soul of the soul, nearer to me than I am to myself and more mine than I am mine, is, I think, the highest prayer.

Most of the prayers in the book are addressed to God as father and mother. The ideas of God as father and mother are very consoling and, at the
same time, true, in as much as (to quote the beautiful words of Leigh Hunt) that side of God which touches humanity is true; but still those words only figuratively express the relation of God to us. God is not exactly our father and mother as one's earthly father and mother are. More spiritually true, therefore, is the undefinable mysterious relationship which draws us to Him as nearer and dearer to ourselves than we are to ourselves. This is well illustrated in the following song of Bishturam, one of our principal Brahmo song-makers: “I am at a loss to think what relationship is there between you and me. I find no clue of this, O Thou beyond conception! in the Vedas and Puranas. Art thou father, mother or any near relation? This cannot possibly be said of thee. How strange is this that there is no relationship with thee but still I do not consider thee as a stranger. I hear from all the Sastras that thou art in every place but still I know thee not. Thou must be somebody who is mine, yea, more mine than I am mine. If this be not the case, why does the mind of itself draw to thee?” Bisturam puts in the words, “Brother, sister, son or daughter” after “Father, mother, near relative”, but, as it is offensive to good (European) taste to use those words with reference to God, I have expunged them from the translation.

I quite agree with you in the opinion that there is a separate set of faculties for the attainment of religious knowledge, and the intellect or, in other
words, the reasoning faculty (there is a difference between the reasoning faculty and reason) plays but an inferior part in the process, acting simply as “regulator and corroborator” of what we learn from those faculties, but, from your frequent allusions to sculpture, painting and music when treating of the existence of those faculties it seems that you think them somewhat akin to the Aesthetic faculty (which does not occupy a very high rank in the classification of the faculties) and the affections. You seem to think them to be more of an emotional character than otherwise, but that this is not exactly what you mean, appears again from other words in the preface where you say that we know God by means of the three faculties of will, conscience, and affection. I, however, go to the length of saying that even these three faculties are insufficient to give us the knowledge of God. They certainly give us the idea of a Being possessed of intelligence, purity and love far higher than our intelligence, purity and love, but they do not lead us to the idea of the Absolutely Perfect Being. For that idea we must seek other sources than those three faculties. I think those sources are the intuitions of reason and judgment. Matter is not an object of sensuous perception nor is mind that of consciousness. By sensuous perception we know only the qualities of matter and not matter itself. By consciousness, we know only the qualities of mind and not mind itself. It is by an operation of reason
that we know matter and mind, but that is an operation of reason in its intuitive form. As we know mind and matter by intuition of reason, we know the Perfect Being, the eternal ground of all existences, upon whom matter and mind depend, by intuition of reason also, but the intuition of reason cannot give us an enlightened idea of absolute perfection. It only gives us a vague idea of the Perfect Being. It only enables us to know that the imperfect depends absolutely upon the Absolutely Perfect. But what is absolute perfection itself it does not enable us to know. For an enlightened idea of the Absolutely Perfect Being, we are indebted to the intuition of judgment which lets us know what qualities are nobler than others. It is by the intuition of judgment we perceive that one idea of absolute perfection is nobler than another until we arrive at the highest idea of God. From the intuitions of judgment also, we derive our notions of right and wrong. In this view of the question, conscience merges into the faculty of intuitive judgment, the feelings of moral approbation and disapprobation accompanying each act of such judgment being distinct from the latter. Conscience in its usual acceptation more properly means these feelings than the judgment above alluded to.

You seem to think that the ideas of God, given by the will, the conscience and the affections, are of an intuitive character but strictly considering they
are not so. The Being who has given us will must have will—the Being who has given us ideas of moral purity must himself be pure—the Being who has given us love must himself have love—are all inferences and not intuitions.

You say in one place of your preface: "Because we rejoice in these relics of ancient piety and delight to use them as often as they suggest themselves, as the genuine expressions of our feelings and love to link ourselves by their employment to the great chain of pious souls, stretching through the past, it does not therefore follow that we can confine ourselves within their limits or find in them, as a whole, the free channel wherein our faith can flow unbrokenly." This is a very sound principle. According to this principle, old and new elements should both be united in Theistic services and prayer-books. The retention of the old element aids the diffusion of Theism among the mass of mankind who has a tender fondness for the past. The acknowledgment of the merits of Christ in some of the prayers in your book, besides sounding very graceful as expressions of gratitude in the mouths of European Theists who have conscientiously greater admiration for Christ than we, Hindu Theists, have, links the past with the present, and aids the diffusion mentioned above. I am very glad to mark the sacred regard and the affectionate tenderness with which you have spoken of the past everywhere in your preface.

How happy is your expression "as if the Divinity
were something hidden in a lump of quartz!” How often have I quoted this to some of my scientific friends who do not depend on the intuitional argument (if such a term can be used) for the existence of God but seek for proofs of his existence in the external world.

You say in one place of your preface: “Virtue, truth and charity are such blessed things that we can not even think of them without being the better for it or brush past them on our way through life without carrying on our garments the smell of the field which the Lord hath loved.” This brought to my mind the saying of the Persian Poet: “The company of the pious is like an otto-holder. Though it may not give us a portion of the otto of roses it contains, yet there cometh out a smell thereof.” This means in Eastern language: “Though we may not be actually pious from the company of the pious yet we may be the better for it.”

You say in a certain place of your preface; “a man may or may not make rules of devotion, trusting in the latter case only to the unflagging ardour of his heart.” This want of rule may suit a few truly exalted and disciplined minds like yours but in the case of the generality of men rules of devotion are required. If they be taught to “leave the generous to shape themselves,” I fear they will be totally extinguished. * * * *

I was literally charmed by the last paragraph of your preface and blessed the hand that indited it.
I am very glad to see the book opens with a motto from Plotinus. If any non-Hindu approached in his opinions and character to the Rishis of ancient India, it was Plotinus of Alexandria. In fact, it is said by some historians that he borrowed his doctrines from the sages of India. Hindu ships that sailed to Alexandria imported philosophical opinions into that city as well as articles of merchandise. * * * * * Although the book opens with a motto from Plotinus, I am sorry to see that there is not a single prayer in the book which properly illustrates its charming title and which can be called truly Plotinan in character—one which Plotinus himself, refined by the influence of Theism, would have composed at your request had he been living. I have attempted to supply the deficiency in the following prayer. Although I am but a worm compared with the Great Alexandrian, I was led to write it out as my personal opinions on the subject of divine communion and my personal feelings towards God are akin to his. Had this not been the case, I would not have written it, for prayer should come out from the heart. I also send you another prayer expressing my gratitude to God for the many mercies he has shown me in my own life.

I hope the strictures I have made above are not of such a nature as to merit the censure which you have justly pronounced upon "as our burden and bane." How bitterly we are feeling the truth of this remark in our Calcutta Society. * * * * *
I remain, Dear Madam, with the deepest respect, your Hindu fellow-theist, (Sd.) Rajnarain Bose.

(১)

O Thou the Alone who dwellest in the awful depths of thy inaccessible majesty! Leaving the cares and distractions of the world behind me, I now approach thee alone. O Thou all-calm! with a calm heart art thou to be worshipped; make now my heart calm. Place me now above the storms of passion and the waves of emotion. Shed the beam of thy most holy place over my mind. Let not the fever of worldly ambition oppress me now that I come to worship thee in the inner temple of the heart.

Mysterious and incomprehensible Being! The mind cannot fathom thee. Speech with the mind desist in their attempt to grasp thy infinite nature. This we know that we know thee not. They, who say they know thee, know thee not, and they, who say they do not know thee, know thee. It is neither that I know thee not nor is it that I know thee. This only I know, O God! that thou art Truth, Unity, Infinity, Intelligence, Goodness, Peace and Felicity itself.

O Thou the Light of lights that dwellest in light ineffable! Lead me forth from darkness into light. Dispel the darkness of ignorance and worldly illusion from my mind. Reveal thy blessed nature to me,
O Thou Revealer of divine knowledge! It is thou that sendest down thoughts to men. Engage me in thoughts that lead only to good—in thoughts that lead to thee and the life eternal.

O God! thou only art true, thou art the truth of truth. The world exists through thee. To nothing is it reduced if thou withdraw thyself from it. The world is not real, thou only art real. Thou who art Reality itself! lead me forth from the unreal to the real. Let me not be deceived by the mirage of life. Centre all my hopes and aspirations in thee and in thee only.

Thou who art Life and Immortality itself! lead me forth from death to immortality. It is death not to know thee and love thee. Surrounded are we on all sides by death—by forgetfulness of thee. Release me from the bondage of death. Quicken me with thy life, O Life of life! Life eternal without thee is no life. Make me begin life proper here. Infuse life into me now to be continued and heightened beyond conception in the life to come.

Thou who art All-free! free me from ignorance, prejudice and the knots of worldly illusion that blind my soul. Free me from the world. Being in the world, let me live free from it. Free me from the thraldom of vice and make me thy servant now and forever. It is freedom to be under thee and with thee and it is slavery to be free of, and far from thee.

O Thou the Alone! man’s concern is with thee
alone and with others for thee only. Man is born alone, alone doth he die, alone doth he bear reward and punishment. For succour in the next world father and mother and dear relative remain not, thou only remainest. Thou art my best goal, thou art my best wealth, thou art my best world to live in, thou art my best felicity. O thou my portion for eternity! Make me wholly thine. I am thine alone, O thou who art the alone!

O thou the alone who art the soul of the soul, the being nearer and dearer to me than I am to myself! When now I witness thee within thy temple, the soul, I am transported with felicity inexpressible. I lose sight of the world, I lose my individual existence, I am absorbed by thee. I now feel that thou, O infinite spirit, and myself, the finite spirit, are one. It is now I feel that thou alone existest, O thou the alone!

(2)

God of my life! When I mark thy fingers in the events of my past life, I am transported with wonder and gratitude. Oft did it happen when I asked for anything thinking it to be good for myself thou didst not give it to me and when I did not ask for a thing, thinking it to be bad for me, thou didst give it. In those events I clearly mark the truth of what men say that man proposeth but God disposeth. At one time in my youth the seductions of sensual pleasure proved too strong for me but thou didst draw me away from
them with the violence of parental love. Worldly dignity and powers then attracted me; I was on the point of being placed on the fair road to their attainment when thou suddenly blasted my prospects and compelled me to undertake what has ever since proved to me to be the source of the greatest happiness—the task of communicating the blessings of knowledge religious and secular to my fellowmen. Lord! I heartily thank thee for these disappointments. I heartily thank thee for bringing me to the blessed path of religion. I heartily thank thee for raising me above surrounding ignorance and superstition to the saving light of Theism. I heartily thank thee for the instruction I have received from the friends who first taught me its truths. I heartily thank thee for the instruction I have received from the wise men of distant countries. Above all I thank thee for what I have obtained from my ancestors who meditated on thy sublime essence in deep Himalayan retreats beside the tall rhododendron, the lord of the forest and the sounding waterfall, whose lives and hearts were wholly devoted to thee, who were always cheerful, having obtained thee the all-cheering, whose enjoyment and pleasure were only thou. These have made me what I already am but how short does it fall of what I should be! The fascinations of fame and the allurements of pleasure have still a distant charm for me; thou art not yet to me so real as the objects of the world. Lo! my words have instructed
many but still myself am weak. Lord! when I see the fervent faith of men without any learning or eloquence and compare it with mine tears come to my eyes. Shall I, O Lord! provide others with sweets all my life and be deprived of them myself? Father! take compassion on me; make me firm in my faith and unwavering in my holy resolves. Show thyself to me, thy poor and lonely son afflicted by sorrow, afflicted by disease and afflicted by mental gloom.

26, Hereford Square,
London S. W.
September, 26th, 1871.

My Dear Sir,

I have been longer than I purposed in replying to your long and very kind and interesting letter and I fear now I shall be able to answer it only very imperfectly. My eyesight has become so bad from overwork that I write little more than I am obliged to do in the way of business. It gives me sincere pleasure to find that you liked my little book so much and think it likely to be of use. The way in which you can blend the religious feelings of the East and West and trace identity between the expression of them is proof (if we needed it) of the way in which Theism is the great unity underneath all multiform shapes of human religion. With regard to your very acute criticism of the faculties from which we derive our knowledge of God, I hardly feel I could do justice to it or to my
own views on the subject in a much longer letter than I can attempt to write. My object in drawing a parallel between religious and aesthetic knowledge is not to place them by any means on a level, for I entirely and heartily agree with you (as my book on intuitive morals shows) in considering our knowledge of morals and religion transcendental and intuitive. I wished only to make good the point that as we admit the (lower) faculty of aesthetic taste to bear testimony in its own realm so we ought in fairness to permit the religious sentiment to bear testimony in that wherein it is concerned. Perhaps you will be interested in hearing what the wisest and most respected of our men of science, Sir Charles Lyell, said to me in reference to this; "I entirely agree with you that the religious sentiment has just as good a right to be trusted as the intellect or any other faculty of our nature and I think those who dispute it are altogether wrong. It is one of the deepest and most universal of human feelings and grows stronger with the progress of the race and is clearest in the noblest minds."

After all I believe we rather involve ourselves in needless and artificial difficulties when in such matters we talk too much of the various parts of our minds which in truth form a simple personality. To that personality even in its innermost abysmal depths, God directly reveals himself, spirit to spirit, will to will. We know we can know nothing more.

I thank you heartily, Dear Sir, for the beautiful prayers
which you enclose in your letter and which it will give me great pleasure to print in another edition of my book, should I find one called for. You and I would perhaps differ over some details were we to meet. You might think me to be too hastily progressive and I might think that venerable as is the piety of the past, the danger of losing any one of its relics is less than that of embalming its errors. But whatever we might find to discuss I am quite sure we should find more on which most cordially to join. Believe me then with sincere regards, your friend and fellow-theist,

(Sd.) Frances Power Cobbe.
Go, son belov’d! as pilgrim bold to lands
Beyond the stormy ocean’s wide domain,
Where Commerce, Art and Science freely rain
On freemen blessings rare with lib’ral hands.
Thou art not tied by false religion’s bonds,
Her chains are not round thee; thou’rt nobly free:
Thou art not one who fears to cross the sea,
And on the beach by her spell-bound stands.
Thy freedom I esteem though thy excess
I check oft. Go, but still as ours remain.
Be not like apes who change their manners, dress
And language, of their trip becoming vain.
They England for their home do shameless call,
And reckon mother-land and tongue as gall.

Go, son belov’d! as pilgrim bold to lands,
Where nature’s servant and interpreter,
Man, wields over elements a God-like pow’r
As slavish tools in his controlling hands.
Go, vent’rous youth! where Goddess Science’ bands
Most wondrous feats perform on land and sea;
There monuments of art thou rapt will see,
A marvel in itself each tow’ring stands.
Go there, and feast your eyes on men as things;
Great Herschel, Mill and Tennyson divine;
And others too whose fame in India rings,
Bright lights that in far England's firm'ment shine.
Go, losing not yourself, learn from the west
And come back to your weeping father's breast.

( ३ )

My son! when thou reach England, thou shalt see
Our kin in faith who, not adoring man
And book, lead boldly true religion's van
Proclaiming Theism's creed in discourse free:
Strong Newman, superstition's enemy
Uncompromising, kinder e'en to doubt
And doubters than the hero-making rout;
Him and our sisters * on whom blessing be,
The Brahmavad'nis † of the Islands far,
Known as the White ‡ in our Puranas old;
Who, like our Maitreyi, § Old India's Star,
Such noble truths in noble words have told
As by her said: "From things that do not give
Eternal life, what joy can I derive"?

* Miss Cobbe and Miss E. Sharpe.
† Female discoursers of God, so called in the Vedas.
‡ Colonel Wilford in the Asiatic Researches conjectures the
  British Isles to be the Sweta Dwipa or the white Isles of the
  Puranas.
§ See the story of Maitreyi and Yajnavalkya in the Brihadara-
  nyaka Upanishad.
When thou to England go, our brethren greet
Of Wakefield*; tell them they do well to preach
Theistic truths in Christian dress, to teach
Our countrymen those truths we think it meet
To clothe them in a Shastric garb. To seat
Celestial truth in hearts of people weak,
We should this plan pursue, until we break
The ranks of error strong and her defeat,
Our faith the same though vested different;
As Englishman and Hindu both are men
Though different clad. Religion true at end
Will win the fight, such forms need perish then,
But now let us all work, though slow yet sure,
As God Himself does work, to end secure.

(1869).

28 August, 1870.

MY DEAR SIR,

I should feel that I was not fulfilling my duty if I did not send you a few lines to tell you how much pleasure the poem which you wrote to your son-in-law on going to England has given me. Mr. Ghose, as we call him here, must forgive us for anglicizing his name, you know we practical English, do every-

* The Free Unitarian Church or rather the Theistic Congregation of Wakefield.
ব্রণ্ডান্দ কেশবচন্দ্র সেন।
thing that takes least trouble, and is most convenient to us, gave me the poem now some weeks past, and it was with surprise and pleasure that I learnt my name was known by one so far away, and a stranger to me, and that it was mentioned in such a manner. I have received many advantages and very great pleasure from the visit here of your friend Babu Keshub—his name I will not anglicize, he is only a bird of passage amongst us—and one of the greatest of those advantages has been, the strong proof he has given us, that men of all nations are of one spirit, however different they may be in some ways; and that they are able in many things to sympathise with, and understand each other, to an extent in which I hardly believed before. Your poem in which I am called your "sister" makes me also realise the same truth. It seems a very glorious thing that separated by so many thousands of miles, people may yet feel a true bond of union between them. It does, indeed, help me to realise that all men are God’s children. Two lines of Tennyson’s will, I think, express my feeling as well as anything,

“For so the whole round earth’s every way,
Bound by gold chains, at the feet of God.”

* * * * *

He (Keshub) has indeed helped many others here, by helping us from his own ardent religious spirit, and fervent faith, to put warmth, and fervour and reality, into our perhaps less vivid faith. Enthusiasm is a
glorious thing, it must enkindle flame in other souls. I might not be correct if I were to say he has done this for the greater proportion of those who have come in contact with him, but in very many cases it is undoubtedly true, in more cases I feel sure than he is himself aware, or than we ourselves are, but I trust in the course of time the fruits of his visit will be more seen throughout England, in a growth towards a purer theism, a wider, warmer-hearted religious faith. As a social reformer we must also honour him highly. When I think of what courage he must have—what courage many of you have—in breaking through time-honoured customs and ceremonies, I wonder and admire; though we have not the same difficulties to overcome, yet many of us here would fall far below, in our courage in overcoming our “idolatrous” customs.

*       *       *       *       *

Sorry indeed are we to lose him, but we know his work lies in India, for that he must be best fitted; though in some ways he could not have done for us what he has, had he been European, yet I think one not brought up amidst it, is not so well-fitted to permanently influence European life, in these days an exceedingly complex thing.  *   *   *

Yours in theistic fellowship,

(Sd.) Elizabeth Sharpe.

P.S.—I cannot help wishing to tell you that one of the things we greatly admire in Babu Keshub
is his strong wish that his country shall not be de-
nationalised, but that it shall be elevated and im-
proved according to its own nature; it seems to us
India can thus only be truly reformed, having life
of its own as the basis of reformation, not adopting
in all things foreign ways and habits.

"The four pamphlets you have so kindly sent
to me have very greatly interested me. I think
it would please you to hear a remark made by
a lady to whom I lent "A Defence of Brahmaism
and the Adi Brahma Samaj." "I am surprised
and pleased to see how strongly its writer feels that
there is indigenous Indian life and thought on which
to plant new efforts after regeneration. I was not
aware the Indians felt their own nationality so
strongly or at least I thought all those who seeking
reform are also turning towards the European civiliza-
tion." I can give you another instance of how strongly
we English respect those who honour their own
country and national life. Another friend of mine
was struck with pleasure by nothing so much in
Keshub Babu's last speech in London as by his saying
"I came here an Indian and return a confirmed
Indian." "I do not know if it will sound strange
to you that your pamphlets strike me, if I may say
so, as being more English, more European in tone, than other Brahma writings I have read. This seems curious when you are wishing to adhere more to Hindu life than some others do, but I think, perhaps, it is because your tone is calmer, more ‘businesslike’ if I may use the expression, more scientific perhaps than some writers who have more religious enthusiasm. This made your writings valuable to me.”

Miss Elizabeth Sharpe মহাশয়কে আমার কৃত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ তাহার দৃষ্টি জন্য পাঠাইয়া দিল। তিনি তাহা পাঠ করিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন (8th August, 1871) :—

“This little book has given me a better insight into the Hindu Shastras than I have before been able to have. How much I shall look forward to one day seeing the book you say you are preparing.* I am much struck with the great spirituality in many of the passages. It is very wonderful the intense realization those old Rishis had of the omnipresence of God. How beautiful that is ‘He who seeth all in God and God in all despiseth not any.’ How full of wisdom is the sentence, ‘If you think you have known God well, then you know but little of the nature of God.’ That has dwelt much in my mind since I read it in your book. To me, nothing in religious thought is more grand, more awful, more

* Selections from the Hindu Shastras ইহা আমার বিবৃতিতের এডিটের
ইংরেজী অনুবাদের পেঁজে আছে। তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। (১৮৫৯)
impressing, than the thought how infinitely beyond any knowledge and conception of ours is God. It is even comforting to me some times to think how much of him we do not know. Then I feel how right it is to be humble and patient, to wait in trust, not to dogmatize as the orthodox do, nor as the materialist, who will dogmatize in declaring there is nothing beyond things present to be known. It never harmonizes with my feeling when people speak with great certainty of the nature of God. Still that does not in any way weaken my knowledge that he is. ‘It is neither that I know not God, nor is it, that I know Him.’ But while our knowledge of his nature seems sometimes undefined, how strong, how vivid, is our feeling of his love, our sense of our constant nearness to Him, our trust in His infinite kindness.‘

আমি বিদ্রীষ্ট শান্ত ও পরস্পর কবর এত হইতে উত্তম উত্তম বচন নিকটান করিয়া তাহা ইংরাজিতে অন্তর্বাদ পূর্বক তাহার দৃষ্টি অন্তর্বাদ গ্রেণ করিতেম, তাহাতে তিনি অন্তর্বাদ আকৃষ্ট ও বিশেষ সমুদ্র প্রকাশ করিতেন। সকল শান্ত হইতে উজ্জ্বল যে সকল জীবন অল্পবাদ করিয়া গাঢ় তাহার মধ্যে নিয়ে নিহিত জ্ঞান একটি —

পুণ্যমুখুরিশ্বেষ্ঠতত্ত্বরোপি।
ধীরং ন মূঢ়তি মুক্তমূদ্রাবিন্দ ম॥
সঙ্কীর্ণ নৃত্যকার্গিতান বস্তিকভাপি।
মৌলিকসুরণসন্ধবারীর চাব।

বিষনাশ চক্রবত্তিক তাগবতের টাক।।
রাজনারায়ণ বন্ধুর আত্ম-চরিত।

দেখন সত্য নটি সন্তুত, নৃত্য ও কবর প্রকার তারের বিধায় হইয়ো মন্তক্ষিত কুষ্ট পতিত হইতে যেয় না, তত্ত্বপুরুষ ধীর বাজি প্রোথায়-পুষ্টক্রুপে বিষয়ের প্রতি মনের দিয়াও মুক্তিবিদ্ধ। ঈশ্বরের পদার্থিন পরিতাগ করেন না।

তাহার ১৮৭১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রে এই প্রোক্তির সম্বন্ধে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন—

“‘I have a sonnet to quote to you by a favourite English Poet of mine, Elizabeth Barret Browning, it so much agrees in sentiment with this passage you quoted to me; ‘As the woman that dances with a pitcher full of water on her head, dances regularly but has her mind upon the pitcher to prevent it from falling, so a pious man should perform worldly business but have his mind at the same time set upon God.’

The woman singeth at her spinning-wheel
A pleasant chant, ballad, or bar carolle,
She thinketh of her song, upon the whole,
Far more than of her work, and yet the reel
Is full, and artfully her fingers feel
With quick adjustment, provident control,
The lines too subtly twisted to unroll
Out to a perfect thread. I hence appeal
To the dear Christian Church, that we may do
Our Father’s business in these temples mirth,
Thus swift and steadfast thus intent and strong,
The while apart from toil, our souls pursue
Some high, calm, spheric tune, and prove our work
The better, for the sweetness of our song.”
(1) Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj.

(2) The Brahmic questions of the day answered.

(3) Brahmic Advice, Caution and Help.

(4) Adi Brahmo Samaj and its Principles.

Brahmic Advice, Caution and Help শেষে আমি
বলি “Brahmoism is the religion of harmony.” এই
সম্প্রতি তিনি তাহার ১৮৭১ সালের ১৫ই মার্চের পত্রে লেখেন।

“I am so very much pleased with what you say
in one of your pamphlets: ‘Brahmoism is the reli-
gion of harmony.’ ‘The law of harmony is the
test by which we should examine whether any
religious doctrine really agrees with Brahmoism.’
Those words have helped me much. They expressed a
thought I was trying, just before I read them, to
arrive at more clearly than before. Our Theism
should indeed try to make into one great harmonious
whole all we find in God’s wonderful world, for is not
all, save our sin, from God? And this, to me, is the
great beauty and strength of theism that it helps me
to feel how all science, all knowledge, all social
improvement, all we do or learn, may partake of God.
We are to develop harmoniously all parts of our
nature in due proportion, not to dwarf one for the
other’s sake, for has not God endowed us with all
these qualities? An exclusive religion, one that made
something specially holy, and others less so, could
never comfort me. I long for harmony: yet we know while there is humanity there must be some warring; warring at least with evil. Do you know Tennyson’s beautiful lines?

‘Let knowledge grow from more to more,
But more of reverence in us dwell,
That mind and soul, according well,
May make one music as before,
But vaster.’

We want our whole lives ‘to make one music’ before God, our Father. Only to-day I was reading a passage from the Roman Marcus Aurelius, which agrees with this thought. ‘Everything harmonizes with me which is harmonious to thee O Universe. Nothing for me is too early or too late which is in due time for thee. Everything is fruit to me which thy seasons bring, O Nature! From thee are all things, in thee are all things, to thee all things return’*. Of course nature to me is not separated from God. Nature’s ways are His ways, though how great and infinitely beyond and above nature He may be, we cannot tell.”

* C. F. হতা দা ইন্দরী জুটানি জায় দেন জুটানি জীবনি বংশব্যাপী অন্তর্বিস্তিত অবিবিক্ষিত তাসক যমের উপাদান

রাজনারায়ণ বন্দর আত্ম-চরিত।

বাঙালীর ইংরেজী লেখা এবং তাহার নিজের বাঙালী শিক্ষা সম্বন্ধে ঐ পত্রে বলিয়াছেন—

“I am struck by the perfectly correct English in which you write, you Hindus are indeed proficient in
our language. You say you wish I could read Bengali, the best works on Brahmoism being in that language; indeed I should like to read them. I have been lately trying to learn Bengali from my interest in your country. Babu Prasanna Kumar Ray has been helping me in this study. I feel that it would take me a very long time to become at all accustomed to the language, but I have with the help of a good Dictionary (Sir C. Houghton’s) been able to translate some of the sentences from Keshub Babu’s little compilation of Theistic texts, those from the Hindu Scriptures being only in Sanskrit and Bengali, were until now sealed to me. Some of them delighted me much, I show them also to my friends. I know they should properly be rendered into English from the Sanskrit rather than Bengali, still I am glad to reach through the Bengali. Could you tell me if I could procure any other Bengali work of spiritual passages selected from the Hindu Shastras? I see you mention one in your ‘Defence of Brahmoism’ (that pamphlet specially pleased and interested me). Is that compilation called ‘Brahma Dharma’ out of print? If you have other English pamphlets like those you sent me I should be much interested to see them. I wish I had some true theistic work to return to you, but none now occurs to me. If there is any English book you wish to see I could procure and send to you, I should be most pleased to send it you, if you will tell me of it; it may sometimes be difficult to procure European
works you want in Calcutta. I am very sorry to hear of your physical sufferings. I hope it is consolation to you to feel you have laboured for the right and true. Your account of how health must give way before mental labour in India is not encouraging to Europeans who might wish to visit your country. I could say much more to you on many subjects, but my letter is long enough."

Мис Шарп, брахмачаря, приехал в Ваш дом, так как Вы привыкли жить в Путтия. Таха пустила в гости, а вы не пришли. Пусть будет удачи. Всё зависит от одного пункта, который я определил. Мис Шарп приехал в 1881 году без гостиного приглашения.

Господин Инграэм 1851 году приехал, чтобы увидеть Вас.

Однако, я хотел бы познакомиться с Вашей книгой "Путешествие в Восточную Индию". Это была книга, которую мы читали, и она была ценной. Я нашел, что она интересна и полезна.

14 St. George Square,
Primrose Hill, London.
August 7, 1871.

Dear Madam,

I feel very much obliged for your kindly sending me the letter of Babu Rajnarain, and having read it
with great interest I beg to return it to you with my best thanks.

I quite agree with the Babu’s views of the best, if not the only, means of effecting a sound reform of Hinduism. The Hindus must be shown that the present forms of their religion have nothing in common with the Vedic teaching, on which they assume them to be founded; but that they are the work of late ages, of ignorance and an interested priesthood. But to understand this, the Hindus must go back to their ancient Sanskrit literature of which they have all reason to be proud, they must remove ignorance by dint of hard study. As a long time, however, would be required in working out such a result, I believe that much might be gained by the establishing of religious councils composed of good and learned Hindus in whom the people had confidence and whose exposition of the old doctrine would have weight with them. In former times single individuals like Sankaracharya, effected such reforms by the same means; but as India has at present no man of this stamp, the combined action of several learned men should supply their place.

Mere general talking, preaching and moralising, without positive knowledge would have no effect; for, if ignorant or interested priests persuaded the masses that such preaching is not in the spirit of the old religion, they would believe them, and abide by their superstitions.
I am extremely glad also to find Babu Rajnarain regrets all kinds of foreign proselytism; for I have never doubted that even its best and sincerest intentions must remain useless, while too often only they have proved positively mischievous.

I beg to remain,
Dear Madam,
Your obedient Servant,
(Sd.) Th. Goldstucker.

Miss Elizabeth Sharpe.

(1)
How wonderful is life, how strange and new!
Things are, I know, I never thought could be,
I know that far across the southern sea,
Are hearts that beat in kindness to me:
How wonderful is life, how strange but true.

(2)
What though men speak their thoughts
with different tongue,
What though they move far different
scenes among,
The language of the heart is still the same,
All spirits understand love’s sacred name,
Blest be the land from whence to mine it came.
(3)
How can I ever thank my stranger friend?
His life and mine must lie in different ways,
But he has sunshine brought within my days,
By knowing how his thoughts with mine to blend,
And shown the common goal to which we tend.

(4)
What can I do, dear Father, but stoop low,
In true and loving gratitude to Thee,
Thou hast made possible these things should be,
‘Tis Thou that leadest all where we should go,
Thy hand it is from whence these blessings flow.

Miss Sharp's letter spoke of your gaiety and frequency of visits.
I have no means of sending you any presents, but I hope you will enjoy the season.

1 Highbury Terrace,
London,
18th July, 1872.

My Dear Sir,

I have two letters for which to thank you, dated 16th April and 18th May; both of them were very interesting to me, and I thank you much for your kind expressions towards me. I have also received safely your beautiful present of the silver butterfly; I think I must thank both you and your wife for sending it. It has been much admired by all my friends as well as by me especially. I shall always value it very much as a specimen of beautiful Indian
workmanship, as rare and precious coming from so distant a country, but more than all because it will speak to me of the kind feelings of distant and unseen friends. I shall like very much to wear it in my hair. My sister Letitia is writing to your wife to send thanks also for her present. I am very glad to hear that you received Mr. Martineau's book safely, and that you are pleased with it. Since I received your letters and presents, a packet of your pamphlets arrived by the last mail, and I have despatched some, and will soon send all to their several destinations.

I should have written to you before this, but I have been extremely engaged, and all my time and thoughts have been occupied in deciding a matter which will influence and indeed change all my future life. Perhaps you may have heard about this from some of my Calcutta friends. It is this, I am going to be married. This will change my life completely from what I thought it might have been. I shall never come to India now, which I thought I might possibly have been able to do, indeed I shall be able to do very little for your country, though I shall always care very much for her welfare, for I shall be so much occupied in my own home, and shall feel it my first duty to spend all my best energies there. An English lady at the head of a household, has seldom much time or thought for objects beyond

* Martineau's Endeavours after the Christian Life.
her home. I have hitherto had an unusual amount of leisure-time, living in a quiet home, well-ordered by my good mother, and sharing with my sisters the small domestic duties. In my new home I shall be more than usually occupied. Mr. Henry Cobb, to whom I am now to be married in a few weeks, is a London lawyer. He has been married before, and has four little children, to whom I am to supply the place of the mother they have lost so early. I am very happy in the thought of my new and life-long duties. It is, of course, impossible to leave any old course of life and enter a new one without some regrets, but I believe I am doing what is right, and as God would have me do. I cannot but regret that I shall be much cut off from my Indian friends, I shall have little leisure for writing or anything, but I shall always think with pleasure of the kindness you have shown to me, and shall value your letters, and the many interesting quotations from the oriental mines of treasure, I so much admire you have sent me. I am sorry I cannot answer your letters fully and properly. Will you tell your wife with my love I received and was much pleased to read her printed poem? One of my Indian friends, Babu Srinath Dutt translated it for me. I also was much pleased to receive her letter. If you still like to make use of use for your publications in London, I will do what I can, if I am very busy, one of my sisters will help me. Will you thank your son very much with
my kind regards for copying for me the extracts from Sadi? I must not now write more, but remain always with feelings of respect and regard.

Yours in theistic fellowship.

(Sd) Elizabeth Sharpe.

সমালোচনার শেষ পত্রের প্রতিলিপি বেষ্মন দেওয়া গেল তেমনি আমারও শেষ পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে দিতেছি। উপরের পত্র এই পত্রের উত্তর।

Calcutta,—May, 1872.

My dear Miss Sharpe,

After the despatch of my letter, dated the 16th ultimo and the parcel containing my wife’s gifts to yourself and আমারও, I received your very kind and valuable present of a copy of Mr. Martineau’s “Endeavours after the Christian Life.” I have not yet read the whole of the book but I am extremely pleased with what I have read. I have been literally charmed with certain passages replete with the most beautiful poetry and the strongest logic fused together. It is indeed a very precious gift. I have not seen you personally. It seems to me as if an invisible hand is sending these precious gifts to me and that hand becomes at times dearer than those that are visible and near. Distance is of no reckoning in the case. “There were giants in those days”—the Taylors, the Barrows, the Hookers, the Miltons, the Leightons, the Latimers, the Cudworths and the Baxters. Mr. Martineau evidently belongs to this race and not the present, but surpasses even that

* লেটিটিয়া লেটিটিয়ার অধুনায় আমারও
race in clearer perception of truth and the deeper feeling of love. A thousand pity it is that he did not publish his magnificent sermons on the foundation of religious knowledge! If my feeble voice can add any weight to those of the respected 6oo who signed the petition you speak of in your letter, I would certainly add mine. * The more I am learning of the causes of the schism † in the Samaj of India mentioned in my last, the more I am coming to the conclusion that the Great Man Theory, as propounded in Keshub Babu's lecture, has much to do with it. The seceders highly disapprove of that Theory. The diagrams in my last must have provoked a smile. ‡ I must admit that I had thought as well as entertainment in view.

The other day a thought occurred to me that we are

* সম্প্রতি (১৮৮৯) এই সকল "সম'ন" "Study of Religion" নামে একাপিত হইছে।
† কোচবিহারের বিবাদের কলেক্টর ঘন্তর পুর্বে।
‡ ... আর এই পত্র নিয়ে আলোচিত চিত্তে যায়। প্রস্তাব করি যে ইহা অন্তর্গত বিবাদ আরো চিত্রকলা সম্পর্কে বিশ্বাসী ইহা এবং ইহা এর রূপ নেমন বাড়তে উঠতে ভেনিলী রাজি ও অন্যান্য বাড়তে উঠতে।

Angle A—Intuition of God. A I—
Area of the triangle going on increasing represents Divine Joy.

BC
DE
FG
HI
The different bases represent peace.
in the house of our Father both in this life and the next but that this life is the first floor, and the first stage of existence in the next, the second floor of the house and so on. We can see Him if we but turn our eyes towards Him just as a child can see its earthly father in its home by turning its eyes towards him, but there is the difference between the physical sight and the spiritual that a child is born with the former in a perfect condition while the latter is susceptible of improvement both in this life and the next. This is His will—we cannot help.

I have given you extracts from Hafiz, I am sorry poor Sadi has been neglected. I send you herewith some passages from his works. They have been copied out for me by my eldest boy, Jogindra Nath Basu. I have nearly exhausted my stock of Persian poetry. As the stock is small, I could not comply with your request of publishing a volume of selections from Persian poetry. If I can learn more of the language, I shall try, but the nervous debility is a great drawback.

Yours affectionately,
(Sd.) Rajnarain Bose.

EXTRACTS FROM SADI.

(1) The rain of His mercy extends to every place.

(2) When every act of inspiration and respiration shows His mercy, who is there that can ever release
himself from the obligation of constantly praising Him?

(3) 
Man, His servant, committeth sin; He is ashamed.

(4) 
Cloud, wind, moon, sun and sky are constantly engaged so that you may bring a bread into your hand. All are employed for thee; it is not just that thou shouldst not labour.

(5) 
O thou bird of the morning*! Ask what is love from the moth. It burns itself to death but not a groan issues from its lips. These pretenders to the love of God have not received His news in His search. Of him to whom His news has come, news are not received. [That is, he sacrifices his life for His love.]

(6) 
O Thou beyond conception, imagination, inference and comprehension! The festal assembly of life is drawing to a close, but still I am at the beginning of Thy praise.

(7) 
Sadi being asked whether the world is real or a delusion, replied: “I asked the glow-worm why dost thou not shine in the day?” It replied: “Because of the superior lustre of the sun.” This means that the world

* The nightingale, the lover of the rose. This bird is a mere babbler of love compared with the moth.
appears real as long as God does not appear to the soul. When He does so, the world’s petty light is lost in His.

This was a favourite passage of Rajah Rammohhan Roy.

(8)

He, who has not made thee rich, knows thy happiness better than thyself.

(9)

I am vexed with the company of friends. They see my defects as merits, they see my thorns as roses and jessamine. I long for the quick-eyed sharp enemy who can point out my defects to myself.

(10)

Eating is for the purpose of living and glorifying God but thou finkest that living is for the purpose of eating.

(11)

It is better to lick the wall than dip the fingers in the pilau of a rich man.

Miss Sharpeএর বাঙলা। ভাষার ব্যাপকতা নিমিত্ত সমূহ তাহার পত্র হইতে নিয়ে লিখিত কয়েক পঞ্চিত উদ্ধৃত হইল—

“শ্রীলাটা বহুজাত্রাকে আমার শ্রীরত্ন নমস্কার দিবেন। তাহাকে বলিবেন, আমি আপনা করি, তিনি আমার নিকট একটি পত্র পাঠাইবেন।”

আমার কলিকাতার অবস্থার সময় ১৮৭২ সালে প্রচারিত ধর্ম সকলের বহির্ভূত ব্যর্থতাগুলিতের নিউট-রিসার্চ Civil Marriage Bill বিষয়ের প্রতি। ব্রাহ্মবিহার বৈধবিশ, তাহার অংশ
বিশেষ আইন করিবার আবশ্যক ছিল না। যখন চৈতন্যভাবলীবীর 
বৈঠকদিগের কর্তব্য বিবাহ এবং অন্যতম আধুনিক শিক্ষাপ্রায় 
কোনোদিগের বিবাহ আদালতে বৈধ বলিয়া গণ্য হয়, তখন বিশেষ 
আইন না হইলেও ব্রাহ্মণবিবাহ আদালতে বৈধ বলিয়া গ্রাহ্য হইত তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই কেবল বাবু আর কিছুদিন অপেক্ষা করিলে ব্রাহ্ম-
বিবাহ একটি সামাজিক প্রাধা দীর্ঘায়ত, তাহা হইলে তাহা। আদালতে 
বৈধ বলিয়া গ্রাহ্য হইত। কিন্তু কেবল বাবুর সকল কার্য্যই তিন তাড়া-
তাড়ি। ব্রাহ্মবিবাহের আইনের আবেদনের সময় কেবল বাবু বলিয়া 
ছিলেন যে হিন্দু শাস্ত্রামূলক অসর্ব বিবাহ কখন বৈধ হইতে পারে না। 
তাহার স্থাপিত রাজ্যসমষ্টির লোকেরা যখন অসর্ব বিবাহ দিয়া থাকেন 
তখন আদি ব্রাহ্মসমষ্টির পক্ষ হইতে সে কথার উত্তর এইরূপ দেওয়া 
হইতেছিল যে অসর্ব বিবাহ যদি হিন্দুশাস্ত্রামূলক নহে তবে নিজ 
কেবল বাবুর উৎপত্তি কোথা হইতে হইল ? তবে একত্র যথার্থ বাটে যে 
বিলোম অসর্ব বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রামূলক নহে। উপরে বলা হইতেছ 
যে কেবল বাবুর কার্য্য তিন তাড়াতাড়ি। কেবল বাবু ব্রাহ্ম বিবাহের 
বৈধতা বিষয়ে Advocate General Cowie সাহেবের মত জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন; Cowie সাহেব যেমন অবধি বলিয়া অমনি ব্রাহ্ম-
বিবাহ বৈধ করণার্থ চেষ্টা করিতে লাগিল গেলেন। কালবাদ্য নাই। 
১৮৬৮ সালে গবর্ণ জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভার ব্যবস সচিব Maine 
সাহেব হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম প্রতী ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্মতাত্ত্বিক 
সকল ধর্মের হিত জন্ত বর্ষ ম্যান Civil Marriage Billএর তার 
একটি Civil Marriage Bill প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
এই দোষ ছিল যে যদি কোন ব্যক্তি হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা মসলমান অথবা ভারত 
বর্ষে প্রচলিত অর্থ কোন ধর্মের জমিয়ার সেই ধর্মের অবিভাজ করে এবং সেই
ব্যক্তি ঐ ধর্ম একাদশধ্রুপে পরিত্যাগ না করিয়া। ঐ ধর্মের বিবাহপ্রতিক অহঊসারি বিবাহ না করে এবং প্রত্যাবিষ্ট আইন অহঊসারি বিবাহ করে তাহাও হইলেও সে বিবাহ বৈধ বলিয়া আদালতে গণ্য হইবে। ইহাতে হিন্দু মুসলমান সকলেই যেরূপ আপত্তি উখানেন করিল। তাহারা এই কথা বলিলে যে প্রত্যাবিষ্ট আইন দ্বারা প্রচলিত ধর্ম অনুসারে করা কার্যকে প্রশ্ন দেওয়া হইবে। ইহাতে Maine সাহেবের পরবর্তী ব্যাখ্যাসচিব Stephen সাহেব প্রত্যাবিষ্ট আইনকে ভারতবর্ষের একটি সম্প্রসার মাত্র অথবা ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের নাম দিয়া এবং এদিক ও দিক পরিবর্তন করিয়া উক্ত আপত্তি হুনপূর্বক Brahmo Marriage Bill নামে উঠে। বিধবাদ করিতে যাইতেছিলেন এমন সময়ে এক অলিখিত প্রদেশ হইতে আপত্তি উখানেন হইল। সেই অলিখিত প্রদেশ আমি ব্রাহ্মসম্প্রদায় হইতে তাহার পূর্বদিকে আমি ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের কতকগুলি ব্রাহ্ম Stephen সাহেবকে তাহাদিগের আপত্তি জানাইলেন। তাহারা এই কথা বলিলেন, যে ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দু-ধর্ম বিভিন্ন নহে এবং আবিষ্কারের ব্রাহ্ম। “আমি ব্রাহ্ম” কথায় এইরূপ টিকিত মানিতে চাহেন না; হিন্দুমাজ ধর্মিতা হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতে চাহেন, অতএব প্রত্যাবিষ্ট আইনকে Brahmo Marriage Bill সংজ্ঞা দিলে তাহাদিগের হানি হয়। এই অপ্রত্যাখিত বিকল্পান্তরে ন্যায়ন সাহেব এক প্রাক্তন হতরুদ্ধ হইয়া গেলেন, প্রত্যেকের কথা তুচ্চ স্বয়ংক্রিয় পরিলেন না। এমন সময়ে বিখ্যাত উকিল শ্রীনাথ সাহের পূর্বের উপেক্ষানাথ দাস প্রস্তুত কতকগুলি সংশয়বাদী Stephen সাহেবের কাছে এইরূপ আবেদন করিলেন যে ব্রাহ্মিকদের বৈধ বৈধ আইন করা হয় তাহাও হইলে সংশয়বাদী বৈধ কোন ধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষ না রাখিয়া বিবাহ করেন তাহাও হইলে সেই বিবাহ বৈধ।
কর্মজীবন।

বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমন আর একটি আইন করা উচিত।
এই কথাতে উত্তর হইয়া ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্ম সংকল্প পরিবর্তন
কারী সংকল্প লোকের হিতের নিমিত্ত একটি Civil Marriage
Act বিধিবদ্ধ করিবার মানস করিলেন। Governor-Generalের
সিমলা বাইবার সময় উপনিষ্ঠ হওয়াতে তাহা বিধিবদ্ধ হইল
না। তিনি ও Stephen সাহেব প্রতুলি Councilের মেহরগঞ্জ
সিমলা বাইবে পর শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নবগোপাল
নিত্য আমি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক শ্রীযুক্ত টিকেন সাহেবকে প্রতাপ আইন
বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ দিবার জন্য সিমলায় প্রেরিত হন। সারদাপ্রেসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাবি দেবেশ্বরনাথ ঠাকুরের জোষ অমাত্য।
নবগোপাল নিত্য বঙ্গবন্ধুর Father of Physical Education অর্থাৎ
ধ্যানবিষয়ক ব্যাস চর্চার প্রধান প্রবর্তক বালকা বিখ্যাত। [ইনি
ব্রাহ্মসমাজ আদৌলাম সময়ে আমাদিগের বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন।
লোকটি অভিনব রূপক্ষিত।] সিমলায় Stephen সাহেবে । সহিত
সারদাবাবু ও নবগোপাল বাবুর সাক্ষাৎ হইবার সময় সাহেব বলিলেন,
“তোমাদের প্রচারপ্রসাদ আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, প্রচার কার্যে
তোমরা ইংরেজের কিছু মাত্র সহায়তা চাও না (You do not want
the aid of Englishmen)। কেশব বাবু হিন্দু ধর্মের সঙ্গে কোন
রকম সংঘ্রহ রাখিতে চাহিয়া না। সিমলায় আমাদিগের কিছু পূর্বে কেশব
বাবুকে আমি বলিলাম ‘তোমরা যদি বল যে হিন্দু নই তাহা হইলে আমার
পক্ষে আইন করিবার সুবিধা হয়; বেহেতু প্রচলিত ধর্মসত্যাঙ্গকারী সংকল
লোকের জন্য ধর্মসাধক পুরুষের একটি সাহায্য সিদ্ধিবুদ্ধি বিধি বিধিবদ্ধ
করিতে আমরা মানস করিতেছি।’ কেশব বাবুর উত্তর করিলেন, ‘আমি
হিন্দু নই বলিতে প্রায় আছি’ ইহাতে আমি আশ্চর্য হইলাম।’ আশ্চর্য
রাজনারায়ণ বনস্পতির আত্ম-চরিত।

হইবার কথাই যেটি। বে দিন কেশব বাবু বলিলেন “আমি হিন্দু নই” বলিলেন কি শোচনীয় বিষয়! সে দিন হইলে ভাইএর ছাড়া হইল।
এক ভাই পৌঁছে নিবাস বদ্রুপ হিন্দুসমাজে রহিলেন, আর এক ভাই তথা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। সম্প্রতি হইতে যখন সাহেবরা ফিরিলেন তখন কলিকাতায় ত্রাণবিবাহ বিষয়ে নূতন আইন বিধিনিষ্ঠ হয়।

১৮৬২ সালের প্রথমে বিধিনিষ্ঠ হয়। তখন গবর্ণ-জেনারল Lord Mayo সাহেবের আগ্রামান ঘৃষে হত্যা করে মার্ক্সের গবর্ণ Lord Napier of Ettric গবর্ণ-জেনারলের কাউণ্টুক করিতে ছিলেন।

যে দিন আইন বিধিনিষ্ঠ হয় সে দিন আমি দর্শক ব্যবস্থা Council গৃহে উপস্থিত ছিলাম। গৃহটি অতি পথীর বিশিষ্ট; প্রাচীন শাসন পুরুষের গবর্ণ-জেনারলদিগের চির ঐ গতার বর্ধন করিয়াছিল।
গলদেশ লথমান ও বক্ষ দেশ স্থাপিত শোভন উপাধি চিহ্নিত হইতে মেয়রগণ যখন একের পর এক চুক্তিতে লাগিলেন তখন দেখিয়া বড় সন্তান হইয়াছিল।
সকল মেয়র অপেক্ষা প্রাধান্য সেনাপতি Lord Napier of Magdala উপাধিচিহ্ন অধিক, তিনি দেখিতেও অতি সুখী।
Stephen সাহেব প্রাতাদিত্ব আইন বিষয়ে একটি হৃদীয় বক্তৃতা করিলে পর অত্যন্ত মেয়রগণ নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এই সমস্ত সময়ে একজন মহাশ্রমী মেয়রকে নাসিকার শ্রমযুক্ত মাতৃ নির্দায় অভিলষিত দেখিলাম। তিনি Sir Richard Temple। বিশ্বাস করিয়া Chapman সাহেব Stephen সাহেবের দোষ প্রতিকৃতি, তিনি নিজ বক্তৃতাতে Stephen সাহেবের প্রতি বিলক্ষণ কটিহ্র ও প্রেরিত করিলেন। Stephen সাহেব তাহাতে মহাশ্রমী হইয়া বালকের ঘাসের ক্রমে ক্রমে সহাস্পদ গবর্ণ-জেনারলের নিকট Chapman সাহেবের sly insinuations সমস্ত অভিষেক করিতে লাগিলেন।
An Appeal

To The Brahmos of India.

Dear Brethren,

I took up my pen once when you were going to plunge yourselves into the errors of Avatarism. I now take it up again on the present momentous occasion when the merits of the Brahmo Marriage Bill are undergoing public discussion. The Bill in question, imposes a new form of marriage in the presence of the Registrar which bears on its face an implication that that form is indispensably necessary for the validity of Brahmo marriages whether they had been previously solemnized according to Brahmic rites or not. It is therefore plain that the Bill considers the solemnization of Brahmo marriages according to Brahmic rites a non-essential point. What! are
Brahmic nuptial rites nothing, and the form of marriage imposed by the Legislature everything? Is not this a plain insult to our religion? I do not condemn the Legislature for this but those who applied for the law. What could the Legislature do when they were implored to make such law? How could the applicants for the law, being religious men, act in this way I am at a loss to conceive. Had the bill ordained the simple registration of marriages previously solemnized according to Brahmic rites only, it would have been a different thing, but when the Legislature is going to impose a civil form of marriage contrary to the spirit of the Brahmic form, how can you, I ask, being true Brahmos, submit to the same? You must have lost every sense of respect towards our holy religion, if you can do so. You deceive yourselves with the thought that the civil form is a mere super-addition to the religious. How can this be, when the religious rites are non-essential, and the civil form the essential thing in the matter? Moreover, how can a Brahmo say before the Registrar that he takes a woman as his wedded wife, when he has already done so (or will do so)* in the solemn presence of God and the ministers of religion? Will not this be a plain lie?

* * * * * * * * *

There is another point to be taken into consideration in connection with the Bill and that the most

* ("Will do so") these words were not in the original.
important one. For the first time in the history of India, the Government is going to interfere with the religion of a class of Her Majesty’s Indian subjects, by rendering a civil ceremony essential for the validity of a religious one. Who is to be blamed for this? Not Government, but we ourselves who are going to surrender our religious rights into its hands of our own accord. The former Mahomedan Government as well as the present English Government have all along allowed Mahomedans or Hindoos differing from the orthodox faith to determine their own rites, manners and customs, and never questioned the legal validity of those rites and customs. The Sikhs, the Nanak-panthees, the Kubeer-panthees, the Sadhs, the Chaitanya Vaishnavas, the Ferazees, the newly sprung up Kokas of the Punjab as well as numerous other bodies of heterodox Hindoos or Mahomedans have all along enjoyed this privilege, as a spiritual patrimonial right handed down from generation to generation. Why should we only, Brahmos, be deprived of it? Never before this time did the Government interfere with this privilege. In the case of the abolition of the Suttee rite, the Government did not act contrary to the dictates of the Shastras which were plainly proved by the illustrious founder of our religion, the Raja Ram Mohun Roy, as not sanctioning that rite. In that of the Widow Marriage Act, the Government simply enforced the ordinance of the Rishi Parasara. In these two
cases, Government did not interfere with the religion of any class of Her Majesty’s Indian subjects. Now for the first time it is going to take away from us the right which all heterodox Hindoos and Mahomedans have all along enjoyed. If Government take away this privilege from our hands, we shall be obliged at every step in future to solicit government-interference in our religious and social concerns. Just consider the calamitous consequences that will flow from the same. Better that our sons be deprived of their patrimonial inheritance than part with our religious independence. Never before in the history of India did any such instance occur of a body of religious men surrendering their religious rights into the hands of the Government of their own accord in the way we are doing. Ever in its pages will this stain remain over our memory. How can we professing a religion higher and nobler than all others commit such an ignoble act? Have we got less religious spirit than the followers of other religions? If so, we should not vaunt any more of our religion being the highest of all. Many in India suffered martyrdom before for the sake of religious independence. Are we Brahmos so base as to part with it of our own will? You will gradually lose all spirit and energy if you conduct yourselves in this way from this time, and I assure you that no nation—no religious denomination in the world—will look upon you in future with any feeling of respect. Awake,
therefore, Brahmo brethren of India! to the danger of your present position. Arise to assert your religious independence or leave the Brahmo name at once.

উপরোক্ত উদাপন-পত্রিতে আমি লিখি যে ধর্ম বিষয়ে একবার গবর্ণমেন্টের হাতে যাইলে পুনঃ পুনঃ যাইতে হয়। আমার ভবিষ্যত সম্পর্ক হইয়াছে। কিন্তু দিন হইল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এবং সিভিল বিবাহ আইনের দোষ সংশোধন কর্ত্ত গবর্ণমেন্টে আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট ত্তাহাদিগের আবেদনের প্রতি কিন্তু মনোযোগ দেন নাই এবং বিবাহ সম্বন্ধে নাই। সিভিল বিবাহ আইনের প্রতি আমার প্রধান আপত্তি এই যে ব্রাহ্ম সমুদ্রে ব্রহ্ম আচার্য ভাষা নিয়মিত ব্রাহ্ম সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই অর্থাৎ Registrar, বলেন ঐ বিবাহ বৈধ। ধর্মিক বাক্যে এই বিবাহ পদ্ধতির কি প্রকারে অমূল্য করেন তাহ বুঝিতে পারিনা।

১৮৭১ সালের শেষে আমার চৌদ্দ জানীতা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন। আমি আমার ইংরাজীতে লিখিত চতুর্দশপঞ্চ বিবিধত এমন আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে তিনি বোধ হয় বিলাতে অস্থির বিবাহ দেশীয় হার হারাইবনা না। কিন্তু হারান্তে বিবাহ বিলাত হইতে তিনি সম্পূর্ণ ইংরাজ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বিলাত বাইবার পুর্বে তিনি একজন নিত্যবাসী উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন, বিলাত হইতে আসিবার পর তাহার বিপর্যায় দেখিলাম। দেখিলাম সংস্কারাদি তাহার মনে কিন্তু পরিষ্কারে প্রবেশ করিয়াছে। ধর্মং ব্যবস্থাপিত। তাহাকে আমি উৎসাহ করি, সে উৎসাহ পত্রে এমন আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে তিনি
ডাক্তার বৃহদে যে সকল লোকের শারীরিক রোগ দূর করিবেন সেইরূপ ধর্মসম্পদ্ধতা পরামর্শ দিয়া লোকের আধ্যাত্মিক রোগ নিবারণ করিবেন। আমার আশা বিশ্বাস হওয়াতে আমি মর্মান্তিক আছি। যাহা হউক ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা তুমি যেখানে থাকেন যেন স্থেবেই থাকেন। তাহার অনেক অসাধারণ গুণ আছে, তুমি যারপর নাই ভদ্র, অমায়িক ও পরোপকারী।

বিশ্বাসই অবশ্বিত হয় এই সকল গুণ তিনি হারান নাই; তাহার নন অভিষেষ মধুর। সেই মাধুর্য তাহার মুখশীতে প্রতিফলিত হইয়াছে। আমি যখন কান্সেন্টে ছিলাম তথাকার ইংরেজী পাঠানের পাদরী Rev. Mill সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন “I have never seen such a sweet face as his”। সেই পাদৌ সাহেব আমাকে আহারের নিম্নলিখিত করিয়াছিলেন। কিছু আমি নিম্নলিখিত করি নাই। ভদ্রতা পূর্বক তাহা রক্ষা করিতে অমৃতীর পাই। পূর্ব্বে যাহা হউক, কিছু একে ইংরেজের সঙ্গে নানা কাৰ্য্য বশত: আহার করিনা; কেবল ফল ও চা খাইয়া থাকি।

একজন (ইংরেজী আগাট, ১৮৮৯) সিলভিলিয়ান Beames সাহেবের নাম সকলেই অগ্রতা আছেন। ইনি দেনা করার জন্য গর্ভনেত্র হইতে কিছু দিনের জন্য পদার্থনির নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েন। ইনি বাঙালী বিদেশী সাহেব বলিয়া বিখ্যাত। বীমস সাহেবের যেমন দোষ আছে তেমনি কতক গুলি গুণও আছে। ইনি একজন নিপুণ ভাষাবিদ্যুক্ত ও প্রাচীন ভাষাসক্ত। ইনি ১৮৭১ সালে বাঙালী ভাষার উনিবের্সিটি সাধারণ ফরাসি দেশের French Academyর স্তায় একটি একাডেমি (academy) সংগঠনের প্রস্তাব করেন। এই academyর সহোদরী বাঙালী ভাষার শিক্ষা প্রয়োগের শুদ্ধতা বিষয়ে যাহা অবধারণ করিবেন তাহা আমাদেরও সকলকে অবনত মন্ত্রে গ্রহণ করিতে হইবে। সংবাদ
স্মরণীয় রাজনারায়ণ বঙ্গ।
আনুমানিক ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের অষ্টম ফটোগ্রাফ হইতে।
পত্র ও ছাপান circularএ এই প্রচার প্রকাশিত হয়। আমি এই প্রচারের বিপক্ষে জাতীয় সভায় (National Societyতে) বক্তৃতা করি, সেই বক্তৃতার সার্বজনীন National Paperএ প্রকাশিত হয়। তাহা দেখিয়া Dr. Rajendralal Mitra বলেন “It is a settler” অর্থাৎ বীমস্ত সাহেব ইহার কোন উভয় দিকে পারিবেন না। যদিও বীমস্ত সাহেব বলিয়াছিলেন “I shall refute all the arguments of the Baboo”, কিন্তু তাহার পরে তাহা আর করিতেন না অথবা পারিতেন না। ভাষাকে প্রথমে স্বাধীনতা দেওয়া কর্তব্য। বৈষ্ণবিক ও আলকা-রিকেরা ভাষাকে প্রথমে নির্মিত ও সীমাবদ্ধ করিবার জন্য নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন। ভাষা তাহা তুচ্ছ করতঃ একটি আটকান করিয়া আপনার গতিতে চলিয়া যায়। তবে ভাষা বেশ বিশিষ্ট ও উচ্চ অঙ্গ অবস্থায় চিরকাল থাকে আমার এমন মত নহে। একটি বিশিষ্ট অকার ধারণ করিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করা কর্তব্য।

—শেক ইংরেজি—সাধে আমি ব্রাহ্মণবোধিনী সভা সংস্থাপন করি। আমি ব্রাহ্মণ সমাজ কেবল মাত্র উপাসনার হ্রাস, যে খুবী এস উপাসনা করিয়া চলিয়া যায়। রামমোহন রায়ের Trust Deed অনুসারে উহা কোন দম্পত্র মোতাবেক সভায় পরিণত হইতে পারেন। মন্দিরের রক্ষা জন্য Trustee গণ নিযুক্ত আছেন, তাহাদিগের অধীনে মন্দিরের কার্যা স্বনির্বাহ হয় কি না তাহা দেখিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত আছে। আমি ব্রাহ্মণ সমাজের সহিত প্রচার কার্যের কোন সংশ্লেষ নাই। ব্রাহ্মণ ধ্রুব প্রচার জন্য আমি ঐ সভা সংস্থাপন করি। আমি ব্রাহ্মণ সমাজের লোক সভার কার্যা নির্বাহ জন্য দাতব্য দিতেন। সভা একজন প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার নাম হেমচন্দ্র চক্রবর্তী। ইনি দক্ষিণ বারাসত নিবাসী। ইনি দিন কতক খুব উৎসাহের সহিত দেশীয়ভাব
রক্ষা পূর্বক ধর্ষণ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার পর নামা কারণ বিষয়ে আর অধিক দিন সত্তা টেকিল না। সেই সকল কারণের মধ্যে মহব্বি দেবকমলানাথ ঠাকুরের ঔষধীত্ব একটি কারণ। কেশব বাবু আমি সমাজের সহস্র পরিত্যাগ করা অর্থাৎ তিনি কেমন এক রকম ভয়াবহ হইরা পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বোচ্চ আমাদিগকে বলিতেন আমাদিগের একেবারে হইতে কার্য—আমি বাঙ্গালার পূর্ব গৃহে অতি বুদ্ধি নিয়মিত উপাসনা করা এবং প্রতি মাসে তত্তব ও ধীর পত্রিকা প্রকাশ করা।

১৮৭২ সালের শেষে Miss Sharpe মহাশয়া Miss Akroydের দ্বারা আমার সহধর্মীর জন্য কোন উপহার দ্বারা পাঠান। যে দিন Miss Akroyd কলিকাতায় পৌছেন তাহার পর দিন কোন প্রবণতার উপলক্ষে বিখ্যাত ব্যারিস্টার মনোমোহন বোধকের সঙ্গে দেখা করিতে যাই।

কথোপকথনের পর তিনি বলিলেন “আপনি Miss Akroydের সঙ্গে দেখা করিনেন? তিনি আপনার পরিবারের জন্য Miss Sharpe প্রেমিত উপহার আনিয়াছেন”。 আমি বলিলাম “আঙ্কুলপূর্বক দেখা করিতেহে তাঁকে।” তৎক্ষনে তিনি আমাকে বলিলেন যেই গিয়া Miss Akroyd এর সঙ্গে পরিচার করিয়া দিলেন। পরিচার করিয়া দিয়া তিনি বেড়াইতে চলিয়া গেলেন। Miss Akroydের সঙ্গে আমাদিগের সামাজিক অনেক বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি বলিলাম “যদি আমরা ইংল্যান্ড জয় করিতে তথ্যকার লোক দ্বারা আমাদিগের রীতিনীতি অনুকরণ করো যদি আমরা উত্সাহ প্রদান করিতে তাহা হইলে আপনারা কি পছন্দ করিতেন?” তিনি বলিলেন “না”। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ”কোন সাহেব যদি ধৃতি পরিয়া লজ্জার রাগের ভাবে বেড়ান তাহা হইলে আপনারা তাহাকে কি করেন?” Miss Akroyd তাহাতে উত্তর করিলেন “we instantly clap him to Bedlam” অর্থাৎ “আমরা
তাহাকে পাগলা গাঁরে দিই। তাহাতে আমি বলিলাম “আপনারা যেমন ঐ কর্ম ঘটা করেন, আমরাও সেইস্থলে বিলাত ফেরত বাঙালি হারা ইংরেজ পরিপূর্ণ ব্যবহারে সেইস্থলে ঘটা করি”। তাই স্বাধীনতার বিষয়ে কথা হওয়াতে আমি বলিলাম “বিনা স্বৈরিষ্ট স্বনৈবাহিনীর অনিষ্টকর।” তিনি বলিলেন “You are right, female liberty without education would be a frightful evil”. তিনি ঐহুতে আমার সকল কথা মানিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু ভিতর ভিতর বাণিজ্যিকার তাহার চন্দ্র হইতে বিনিমিত হইতে লাগিল। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল আমাকে বা প্রায় করেন। আমি কপিল কলের হইলা বলিলাম “I beg to be excused madam, I didn’t mean anything wrong”. এমন সময়ে মনোমোহন বাবু বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ছাদে মিসটি হইতে দেখিয়া গিয়াছিলেন, আসিয়া দেখেন দাঙ্গা উপস্থিত। আমি তৎপরে বিদায় দিলাম। বিদায় দিবার সময় মিস এক্রিয়ার আমাকে একটি সন্ত্রাস করিলেন, কিন্তু যখন প্রথম দেখা হয় তখন শেষক্ষুব্ধ করিয়াছিলেন। সন্ত্রাস করিবার অর্থ এই যে “যখন আপনি জ্ঞাতিয়া হাজ তখন তালবাইন, তখন আপনার সিদ্ধের জ্ঞাতিয়া প্রাধান্য আপনাকে সন্ত্রাস করা উচিত।” আমি হাতিবার পাত নাই, আমি মনোমোহন বাবুকে বলিয়া আসিলাম “মায়ামু সাহেবকে বলিয়া যে তুমি তন্ময় সন্ত্রাসের অতি সূর্য দেখিয়াছিল।” Miss Akroyd কোপনবল্লার স্ত্রীলোক। কেশব বাবু একবার তাহার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তাহাতে তর্ক উপস্থিত হইয়া ছই জনে রাগারাগী হয়। কেশব বাবু বাবু ফিরিয়া আদিবাসির সময় সিদ্ধির নামিতেছিলেন এমন সময়ে Miss Akroyd মিছড়ি পর্যায়ে আসিয়া পুনরায় তাহার সহিত আর একবার ঝগড়া করিয়া গেলেন। আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর Miss Akroyd কলিকাতায় বসন্ত কৌলোক- দিগের অন্য এক বিষ্ণায় স্থান করেন। বিষ্ণায় কি প্রাকারে চালান কর্তব্য না বিষয়ে আমার পরামর্শ সম্পত্তিক করিয়াছিলেন। আমি অত্যন্ত পরামর্শের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত পড়াইতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। তাহার পর ম্যাম সাহেব আমি এত জাতীয়তাবাদী হইয়া পড়িলাম। যেকোন সময় বাক্সা কাগজ ব্যবহার না করিয়া ইংরেজী কাগজ ব্যবহার করি কেন। একটা খুঁটনাটি ধরাতে আমি একবারে পত্র লেখা বন্ধ করিলাম। তৎপরে একসময় Miss Akroyd আমার বাটীতে কৌলোক- দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। Miss Akroyd এক্ষে (১৮৮৯) আলিপুরের জম্মু Beveridge সাহেবের কৌল। তিনি এক্ষে বিবর হইয়াছেন শুনিয়া অভিশপ্ত চুংখিত হইলাম।

কুচকিরির বিবাহের পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যে আখ্যায়িকাদের 
উপস্থিত হয় যতই লেখার পত্র বাবার রূপে হইয়াছিল। ১৮৭২ 
সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ব্রাহ্মসমাজীর বিষয় পক্ষ কৃতকুলিণ 
ব্রাহ্ম সমাজসম্মেলনের যে পর্যায় ভিতরে ব্রাহ্মসমাজীরা বলিতেন সেই পর্যায় 
বাহিরে আপনাদিগের বাটীর কৌলোক-কর্দিগকে বসাইবার। অধিকার অক্ষ সমাজসম্মেলনের অধিকারের নিকট আবদন করেন; কিন্তু অধিকারের 
সম্পত্তি না হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে সম্পত্তি রহিত করিয়া বাহির হইয়া, 
পড়েন। এই দলের নেতা ডাক্তার অগ্নিচরণ খান্তিগি, হংগুমাহাঙ্গদা, 
রাজনীতির রাজ প্রভূতি ছিলেন এবং ইইদিগের সহিত ধারাকাঠ
গাঙ্গুলীও যোগ দিয়াছিলেন। ইহার। স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন।
মহবী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরমশ্চর্টে আমি দিনকতক এই নতুন
সমাজের আচার্য্যের কার্য করি। দেবেন্দ্র বাবু ও আমি, আমাদিগের
মধ্যে এই কথা কথার হইল যে আমি রাণুসমাজ সমাজসংস্কার বিষয়ে
রক্ষণশীল, তথাপি যে আমাদিগকে উপাসনা করিয়ে ডাকিবে আমরা
অবশ্য যাইব, তাহাতে আমাদের আপত্তি করা। উচিত হয় না। নতুন
সমাজে আমার অবস্থান সমুদ্র অর্ধচন্দ্রাকৃতির আলাদা শ্রীলোকের
বসিয়েন, তাহার পেছনে পুরুষের বসিয়েন। বহুবাজারে একটা
ভাড়াটির বাটাই প্রতি রবিরাজে ঐ সমাজ হইত। শ্রীলোকের
সমুদ্রে গান করিয়েন। বরিশালের নিকটস্থ লাখুটিয়ার জমিদার বাবু
রাখালচন্দ্র রায়ের প্রধান সহধর্মিণী প্রধান গায়িকা ছিলেন। তিনি
ধর্মপ্রচারণ শ্রীলোক ছিলেন। এই সমাজ ৬৬ মাসের পর উঠিয়া
গেল। রাখাল বাবুর বর্ষমান (১৮৮৯) সহধর্মিণীর শুনিতে পাই বাক্ক-
প্রভোত ও ধর্মপ্রচারের বিলক্ষণ কষ্ট দেখে।

ভক্তিপূর্বক অন্তরাচরণ খান্তগিরির প্রথমক্ষণ। কুমারী সৌদামিনী উপরি
বর্তমান সমাজের স্তম্ভ ছিলেন। তাহার প্রত্যেক সামাজ সংস্কার বিষয়ে এত
অগ্রসর হইলেও ধর্ম সংস্কার বিষয়ে তত অগ্রসর ছিলেন না। তিনি
সৌদামিনীর বিবাহ প্রচলিত হিন্দুমতে দিয়াছিলেন। দেবেন্দ্র বাবু ও
আমি, দুইজনে স্বত্ব হইল যে বিবাহ ক্রিয়া সকলই প্রচলিত হিন্দুমতে
হউক, কেবল শালগ্রামশীলা না আনিয়ে আমরা বিবাহে উপনীত
বাক্য। খান্তগিরি মহাশয় বলিলেন যে শালগ্রামশীলা আনা হইতে না।
শ্রীসদিক নিদিঙ্গমান বিলাত-ফেরত বিহারীলাল শুরের সহিত সৌদামিনীর
বিবাহ হয়। এই বিবাহে বিয়ে অন্তঃ হইয়াছিল, লোকে লোকাধিকার।
এই জনতার কারণ প্রসিদ্ধ রাণু খান্তগিরি প্রচলিত হিন্দুমতে বিবাহ

কর্মজীবন ।

১৯৭
দিতেছেন ও প্রসিদ্ধ বিলাস-ফেরত বিহারীলাল গুপ্ত সেইমতে বিবাহ করিতেছেন, এই দৃষ্ট দেখিয়া জ্ঞান সকল লোকে সমুঢ়ক হইয়াছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সকল প্রকার লোকই উপস্থিত ছিলেন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের লোকও উপস্থিত ছিলেন। এই জন্য ধাতুগর্তের বিপক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মূখ স্রূপ “মিলার” শেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে এই দিন বিবাহের বাটী Hall of All Nations হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ Great Eastern Hotelএর ঐ নাম। দিন কতক এমন হইল যে আমি প্রত্যহ মিলার খুলিলেই ধাতুগর্তি ও আমার এই চিহ্ন জনের গালাগালি দেখিতে পাওয়া যাইত। আমার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা জন গালাগালি দিত। বাটীর যে ঘরে বিবাহ হইয়াছিল, সেই ঘরে কতকগুলি বাছা বাছা লোককে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। তাহার মধ্যে দেবেন্দ্র বাবু ও আমি ছিলাম। পঞ্চ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোক ঐ ঘরে উপস্থিত ছিলেন।

ইঃ ১৮৭৩ সালে ( ১৭৯৪ শেবে মাহ মাসে ) শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য প্রচীন উপনযন পদ্ধতি ধ্রুব্ব ব্রাহ্মসমাজে প্রবৃত্তি করা যায় তাহা করিলেন। পূর্বে যে অহংকার পদ্ধতি প্রকাশিত হয় তাহাতে উপনযন বলিয়া একটি ক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ব্রাহ্ম উপদেষ্টার নিকটে কোন বালককে আমি। তাহার উপর তাহার ধর্ম শিক্ষার ভার অর্পণ করা। কিন্তু নূতন প্রবৃত্তি উপনযন পদ্ধতিতে গায়ত্রীমৃদৃ ধীর্দ্রী পূর্বক উপনীত প্রহা করার নিম্ন প্রবৃত্তি হইল। যাহি অন্য দেশের অভিজ্ঞতা ব্যক্তির সমুদ্রের পা তোলা সিঃ হঁইতে প্রতিক্রিয়া ব্যবহার অভিজ্ঞতায়ের চিহ্ স্রূপ জান করেন, তবে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণবংশোদ্ধর ব্রাহ্মণ প্রচীন ধর্মতাত্ত্বিক সত্তার লিখন পৌর্ণ্মিকতার সহিত কোন সংশ্রব না।
রাখিয়া উপবীত আধ্যাত্মিক আত্মোপলনের চিহ্নগুলো যদি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমি কোন হানি দেখিই না। জাতিবিভেদ প্রথা কোন না কোন আকারে সকল জাতীয় মহূর্ত সমাজে ধারিতেই থাকিবে, যদি আমাদিগের দেশের মতন জাতিবিভেদ প্রথা না থাকে তথ্যপূর্ণ ধনী দরিদ্রের মধ্যে বিশেষ প্রেক্ষাপট করা প্রথা থাকিবে। সেও একপ্রকার জাতিবিভেদের প্রথা। আমারা কেবল এই মাত্র দেখিয়া যে পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব না থাকে, যেহেতু অপরিমিত দেবতার পরিবর্তে পরিমিত দেবতার উপাসনা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিবিদ্ধ। নতুন প্রবর্তিত প্রাচীনতের দেবদেবীর সোমেশ্বর অথবা ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক তাহার সর্ক কিন্তু ছই পুজোর উপযোগ দেন। পৌত্তলিকতা ছাড়া ব্রাহ্মণ সকল নিয়ম পালন করিয়া উপনয়ন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। যেদিন উপনয়ন ক্রিয়া হয় তাহার ছই তিন দিন পূর্বে আমি নিবাধন দত্তপুজোর আমার ব্র্ত্যায় ভাবান্তি দীর্ঘনাম দৈনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। যেদিন উপনয়ন হয় সেইদিন যে দালানে ক্রিয়া হইতেছিল আমি নিবাধনের ফেরতু একোবার সেই দালানে গিয়া বসি। আমি জানিতাম না যে শুন্তে তথায় বসিতে পারিবে না এরূপ নিয়ম হয়াছে। এরূপ নিয়ম হইয়াছে জানিলে আমি তথায় বসিতাম না। যেহেতু সমাজজনকেরা ভালোপ্রিয় বিবেচনা করিয়া যে নিয়ম অবধারিত করেন তাহার প্রতি হজারা করা আমার সত্ত্ব নহে, তাহা পালন করা কর্তব্য যেন করি। প্রথমে আমি নতুন উপনয়ন প্রায় বিপক্ষ ছিলাম, কিন্তু এরূপ উপনয়ন মহোপীত আমি ব্রাহ্মণমাজের হিন্দু অধুত্তন প্রাকৃতিক সর্বানুমত সম্পর্ক হয় না, তথাহই বিবেচনা করিয়া তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম।

পূর্বে একস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে যে Friend of India সম্পাদক Routledge সাহেব নিজে স্বীকার হইয়াও আমার হিন্দুদেরের শ্রেষ্ঠতার
The walls of Calcutta were placarded with an advertisement of a lecture to be given by the minister of the elder body of the Brahmins (termed the ‘Adi Samaj’—Adi Church) on the superiority of Hinduism to all other religions. Reference has been made in an earlier chapter to one essential and vital difference between the two Brahmin Churches both professing to follow the great first Brahmin, Rajah Ram Mohun Roy. The younger body, the body of Keshub Chandra Sen, may be said...
to be very nearly akin to the Unitarian Christianity. The elder believe that Hinduism, although overgrown with excrescences, has for its germ and origin the worship and unity of the One True God and that a return to the teaching of the Vedas, would be a return to a pure though a poetical deism. I had at this time been in India about two years and had sent home what I must term strictly and rigorously accurate, though not unquestioned, pictures of what may be seen at the festivals of Durgah and Jagannath and I had also in those two years formed an impression that Englishmen do not rightly comprehend the faiths, or the men influenced by the faiths of India. The advertisement, however, was a startling one. Did the minister of the Adi Samaj (a scholar and a gentleman I afterwards found) actually mean to assert in the face of the missionaries and educated English of Calcutta, that Hinduism is superior to Christianity? I found he did; and before the controversy which this lecture caused had ended, I had come to the conclusion that the Hindus, may, in God's good providence, and without an absolute adherence to Christian channels of faith and form, find their way backward to the key of all truth, the oneness of the most High God. I did not think, and do not now think, of defending Hinduism. I did, and do, desire to show somewhat of the character of many Hindu scholars and thinkers who still claim to be actuated and guided by Hinduism.

Since that time I have endeavoured in different
ways to draw attention to the literature of these two Brahminic bodies—a literature so marvellously devotional and so imbued with a spirit of love to God and man, that one might seek far for a parallel to it, save in the most devotional works of the old Catholic divines. I find such passages as these; “Is not progress to be perceived in the sacred writings of the Christians also? Was it not a great transition from the Elohim of Moses to the God of the New Testament? A change passes over the Jewish religion from fear to love, from power to wisdom, from the justice of God to the mercy of God, from the nation to the individual, from this world to another, from the visitation of the sins of the father upon the children to every soul shall bear its own iniquity; from the fire, the earthquakes and the storms, to the ‘still small voice’......Let us be pure and holy in our lives. Let us make sacrifices for our religion. Lord God, our Father, our Saviour, our Redeemer! to Thee we look up for succour, for we are weak. Always grant the light of Thy countenance, for that light alone is our only consolation amid the darkness and danger of our situation. Forsake us not, but infuse patience, firmness and fortitude into our souls; so that we may stand as witnesses of thy glory to generations to come.” (ইহা আমার “Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj” হইতে উদ্ধত).

In the same spirit, a writer of the same body claims for Brahmoism the words of Abou Ben Adhem’s dream
—"Write me as one who loves his fellow-men." This literature is ever growing and its spirit pertains to both the Brahma bodies. Each has its pamphlets, its newspaper, its societies for moral and social, as well as religious progress. Both alike disown Christianity, save as one of the good systems of religion which "the education of the world" has produced from age to age.

The Minister of the Adi Samaj undertook to prove, in the face of the younger Brahma body as well as of Christian Missionaries:

"That Hinduism is superior to all other religions, because it owes the name to no man; because it acknowledges no mediator between God and man; because the Hindu worships God as the soul of the soul and can worship in every act of life—in business, in pleasure and in social intercourse; because while other scriptures inculcate worship for the rewards, it may bring or the punishment it may avert, the Hindu is taught to worship God and practise virtue for the love of God and of virtue alone; because, being unsectarian and believing in the good of all religions, Hinduism is non-proselytising and tolerant, as it also is devotional to an entire abstraction of the mind from time and sense, and possesses an antiquity which carries it back to the fountain-head of all thought."

These are some of the points which the lecturer endeavoured to illustrate from history, and by well-put references to existing facts.
His position was disputed by a genial and accomplished missionary, the Rev. Dr. Murray Mitchell, and several members of the younger Brahmo body. Dr. Mitchell claimed to include the Tantras among the sacred books of the Hindoos, and adduced from them immoral passages, which the minister of the Adi Samaj, Babu Rajnarain Bose, promptly disowned. “I am not,” he said, “a Tantrist, and therefore decline to enter into a discussion on the merits and demerits of any of the Tantras. The position which I took up in my lecture on the superiority of Hindooism was this, that even the lowest Shastras, the Tantras, not to mention the Vedas, the Upanishads, the Smritis, and the Puarnas, contain monotheistic sentiments of the most exalted description.” The younger Brahmo body maintained that the church represented by Babu Rajnarain Bose had drifted from the teachings of Rajah Ram Mohun Roy, and of his successor, Debendra Nath Tagore, neither of whom confined his search for truth to any one system, and the latter of whom claimed all great and good men as teachers, all ‘nature as revelation’ and ‘pure reason as minister.’ Baboo Jotendra Nath Tagore (a notable Calcutta Zemindar, kinsman and successor of Raja Ram Mohun Roy’s disciple, Dwarkanath Tagore) maintained that Hinduism is an illimitable fount of truth, and in confirmation of this view produced many beautiful passages from the Shastras.

This controversy produced little effect in India, so
far as making known the tenets of the two Brahminist Churches was concerned; but it was valuable to me, and it may be so to the reader in two ways. First, it shows that while the Church of Baboo Keshub Chunder Sen is drifting further from Hindooism, the older body is coming nearer to Hindooism, while, at the same time, endeavouring to raise it from idolatry to a philosophy and a monotheistic faith. Secondly, that the younger body in drifting from Hindooism is not drifting any the nearer to Christianity. The forms of worship of both Churches are thoroughly, and at festive times markedly Hindoo in the apparent intensity of the devotion, and in the appeals to the senses by music and flowers. An ‘Inquirer from the outside’ during this controversy having asked some questions indicating his view of the greater simplicity, solemnity, devotion, charity, and purity of the Gospel of Christ, the *National (Adi Somaj)* Paper replied with some fine instances of Hindoo charity, of honour paid to parents, and much besides; facts which may be freely admitted, while, at the same time, a glimpse into these ancient writings, as into the Koran, is sufficient to show what a marked contrast they present to the New Testament. I cannot see whither the spirit of inquiry now abroad in India is tending, but I venture to ask the reader to view it in a generous and kindly spirit."

*ইংরাজী ১৮৭৫ সালে প্রথম কলেজ-সমিলন (College Reunion) হয়। আমি উহা প্রথম বিধাত জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রার্থনা করি।*
রাজনারায়ণ বঙ্গুর আত্ম-চরিত।

অগগীনাথ রায়ের সঙ্গে হিন্দুকলেজে পড়িয়াছিলাম। ইনি বাঙালীর মধ্যে সর্বপ্রথম District Superintendent of Police হন। যখন আমি তাহার নিকট ঐ প্রতাব করি, তখন তিনি বাঙালীরের District Superintendent of Police ছিলেন। আমি প্রথম এই প্রতাব করি কেবলমাত্র পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্রের। কেন উত্তানে সন্ধিলিত হইয়া আমাদের আহ্বান করেন। জগদীশনাথ রায় আমার প্রতাবকে প্রসারিত করিয়া। সকল কলেজের ছাত্রগণকে তাহার অনুষ্ঠৃত করেন। প্রথম কলেজ সম্বলন রাজা ধরীশমোহন ঠাকুরের "মরকত নিকুঞ্জ" (Emerald Bower) নামক বিখ্যাত উত্তানে হয়। আমি সেই সম্বলনে হিন্দু অথবা প্রেক্ষিতের কলেজের ইতিবৃত্ত পাঠ করি। উহা আমার বিবিধ প্রবেশের প্রথম থেকে আছে। আমি যে ঘরে উহা পাঠ করিয়াছিলাম সেই ঘরে দুর্লভ কি হইতেছে দেখিতে একটি ধর্ষণ উৎসব ছিলেন, কিন্তু তাহার বন্ধ এই বিবিধ বারণ করিলেন যে "ওদের আর কি করিয়া? ওদের সেকাল একালে হইতেছে।" আমার কলেজের সাধারণ ও মহাব্যক্তির রামগোপাল ঘোষের ভাগিনের নবীনচন্দ্র পালিতের প্রতি বাঙা পুনর্বতে বাছা বাছা বাছা বাছা বাছা স্বান পুনঃ প্রতাব তাহার ছিল। তিনি একটি আলোক স্বাত্ত্বিক পুনঃ প্রতাব এমন সময়ে অগগীনাথ রায় তাহাকে একটি ধর্ষণ ও তৎপরে একটি উপহাস দ্বারা তাহা হইতে তাহাকে বিরত করিলেন। রাজা ধরীশমোহন ঠাকুর এক অতি সামাজিক বেশ ধারণ করিয়া সকলের অভাবনা ও পরিচয়। করিয়াছিলেন। এই সামাজিক বেশ ধারণ জগত বাঙ্গলা সমাধ্যপত্ত্ব সকল তাহাকে প্রশংসা করিয়াছিল।

দ্বিতীয় বৎসরে কলেজ-সম্বলন অগগীনাথ রায়ের উপস্থিত ছিলেন না। সকল বিষয়ে অধ্যক্ষতা আমাকে করিতে হইয়াছিল। এ সম্বলন-
ও "মরকত নিকুঞ্জে" হয়। বিখ্যাত "শকুন্তলাতন্ত্র" প্রণেতা বাবু চন্দ্রনাথ বন্দো, এন, এ, এই ধর্ম সমিতিসহ সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এবার বক্তৃতা ও গানের শেষে কতকগুলি নাটকের বাহা বাহা নাট্য অভিনীত হইয়াছিল ও কতকগুলি মূল অভিনীত (Tableaux Vivants) প্রদর্শিত হইয়াছিল। অতঃপর কলেজসমিতির তিন চারি বৎসর বন্দ খাকিরা ১৮৮১ সালে পুনরায় "মরকত নিকুঞ্জে" হয়। সেবার কোন বেবদোবদ বন্দ: উপস্থিত জনসমূহ কেপিরা উঠিয়া অত্যন্ত গোলমাল করিতে রাজ্যাত্মক, ( জনসংখ্যা ও লোকহৃদয়ের) তাহাদের বাগানে সমিতিসহ হওয়া বন্দ করিয়া দেন। তাহার পর বৎসর হইতে লাহাড়াতৃষ্ণ, রাজ্য, বাহুল্যচরণ ও বারু ঈশ্বরচরণ, উভ সমিতি করাইবার তার প্রাণ করেন। কর্মকর্তার উহা তাহাদিগের উচানে হইয়া একবারে বন্দ হয়।

বড় উঠার বিষয় যে কলেজসমিতির আর হয় না। উহা একটি মনোহর ব্যাপার ছিল। সমস্ত এর পর বৃদ্ধ ও যুবক কলেজসমিতির (Collegian) একত্রিত হইয়া পরস্পর মিলিত করিয়া। তাহাতে বড় আনন্দের উদয় হইত। কি প্রকার আনন্দের উদয় হইত তাহ। আমার হিন্দুকলের ইতিহাসে বিষয়ক প্রবন্ধের শেষ করেক পর্য্যন্ত বিবৃতে বিবৃত আছে। কলেজ-সমিতির জ্ঞানাধার ও সৌহধয়সাহসিকতার (Feast of reason and flow of soul) বোহা জন্মের ভোজ ও আমার চালাচলি করিবার একটি প্রাণ উপায় ছিল। উল্লিখিত করেন পঞ্জি নিয়ে উচ্চ হইল।

"আমার সমিতি অতি গুরু ঘটনা। ইহায় দ্বারা অন্য কোন উপকার যথি না হয়, অন্যতঃ এই উপকার হইল যে, আমের পরিচিত সেই সকল পুরাতন মুখ্য অন্য আমারা দেখিয়ে পাইলাম। সেই সকল মুখ্য সত্ত্বনাম করিয়া। জীবনের সেই আত্ম সুখদ পরম মনোহর কাল ।"
রাজনারায়ণ বসুর অজ্ঞা-চরিত।

মরণ হইতেছে, যখন আমরা এক বেঁচে উপবিষ্ট হইয়া এক শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছি। ইহা আমাদের বিষয় নহে। এই সম্মিলন প্রকাশ করিয়েছে যে, আমাদিগের চিন্তা কেবল সামাজিক অর্থ-চিন্তায় বন্ধ নহে,—তাহা কেবল সামাজিক অর্থপানের জন্য বাংলা নহে। ইহাতে প্রদর্শন করিতেছে যে, আমাদিগের জন্য কথা কাহা ও সৌহার্দ্যপানের জন্য পিপাসা আছে। বৎসর বৎসর এই প্রকার সম্মিলন ঘূর্ণ। ভবিষ্যত কি উপকার হইবে কে বলিতে পারে? এগুলি কতবিধ ব্যাপ্তি একটি হইলে যে কোন সংগ্রাম ও সংগ্রাহক উঠিত হইবে না, ইহা অতি অসম্ভব। সেই সকল সংগ্রাম ও সংগ্রাহক হইতে ভবিষ্যত কি ফল ফলিবে তাহা কে জানে?

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীযুক্তবাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয় আমার শ্রদ্ধা ছাড়ি গৌরবচ্ছা সঞ্চালী সভার অন্তর্ভুক্ত পত্র পাঠ করাতে হিন্দুমেলায় ভাব উঠার মনে প্রথমে উঠিত হয়। ইহা তিনি আমার নিকট পাঠ স্বীকার করিয়াছেন। ঐ হিন্দুমেলা সংস্থাপনের পর উঠার অধ্যক্ষ। করিবার অঞ্চল মিত্র মহাশয় জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। উঠার আমার প্রস্তাবিত “জাতীয় গৌরবচ্ছা সঞ্চালী সভার” আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। প্রথমে যে বৎসর (১৮৬৭ সাল) হিন্দুমেলা হয় আমি মন্ত্রক পীড়া। অঞ্চল মেডিনীপুর হইতে ছুটি লইয়া বোড়ালে অবস্থিতি করিতেছিলাম। আমি এবং আমার বোড়ালবাসী কতক-গুলি বন্ধ একত্র হইয়া বঙ্গের পূর্বরাগিনী বিষয়ে এক কবিতা রচনা করিয়া মেলায় পাঠার প্রস্তাব করি। উপহারস্বরূপ আমি বিলিয়াছিলাম যে উঠার শিরোনামে “বোড়াল কবিবাস কর্তৃক বিশ্বাসি” এই বাক্য লিখিয়া দেওয়া যাউক। ঐ কবিতার প্রতিলিপি নিয়ে দেওয়া।

গেল ১—
“বঙ্গের পূর্ব মহিমা বর্ণন”
( বোড়ালের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতূতি দ্বারা
বিরচিত ও মৎ কর্তৃক সংশোধিত। )

( ১ )
দেখিয়া উৎসব-সভা পুলকিত প্রাণ।
জাতীয় উন্নতি চিহ্ন যা’তে বিদ্যমান হ।
বঙ্গের দুঃখের নিশা বুঝি পোহাইল।
জাতৃভাবে পুত্র তার সকলে মিলিল।
এই উপলক্ষে মন চাহে বলিবারে।
বঙ্গের মহিমা পূর্ব বঙ্গীয় মাঝারে।

( ২ )
পুরাকালে যুদ্ধিতির বজ্রের কারণ।
দিগিন্তে হেতু তীরে করে গেলেন গ্রেট।
সমুদ্র ও চন্দ্রদেশ বঙ্গ নৃপতি।
সমগ্র নিপুণ দৌহে সাহসী নির্ভর।
উভয় সমর করে বুকের সনে।
ভারতীয় সভাপর্বে বিভূষিত হলে।

( ৩ )
বিজয় নামেতে বৈর স্বাতান্ত্র্য প্রধান।
বঙ্গের নৃপতি নিঃসচিব সত্তা।
কি কারণে অভিমানে তাত্ত্বিক পিত্র লয়।
সমুদ্র ভ্রমণ আশে চলিলা বিজয়।
সহচরগণ তার যে যে ছিল বঙ্গ।
পত্তিগণ সহ তারা চলিলেক সঙ্গে।
পথের প্রয়েজন যা সকলি লইয়া।
আরোহি অর্ণবপোতে চিলি বাহিয়া॥
বিষম বিপদ পথে ঘটে অকম্প্রাং।
মেধে আরাধিল দিক ঘনবজ্জায়।
উঠিল প্রবল বায়ু জলধি মাঝার॥
চির অরি সনে দন্ধ্য লাগিল তাহার॥
নাচিল সাগর বঙ্গ তরঙ্গ নিচয়।
গর্জিল অপার সিন্ধু মেঝে লাগে ভয়॥
ক্রমে ক্রমে বাড়ে ঝড় প্রলয় আকার।
সূচু আকাশ উভে হয় একাকার॥
কামিনীর যান দীপ মেঝে লাগিল।
কুমার সহিত তরা সিংহলে পড়িল॥
বিজয় উঠিল গিয়া সিংহদীপ তীরে।
কত লোক জীবন তাজিল সিন্ধুনীরে॥
অবশিষ্ট কাট বদ্ধু লইয়া বিজয়।
প্রবেশিলা দেশমধ্যে নিরভয় হদয়॥
তথ্যাকার অধিবাসী যক্ষ যোধগণে।
দমিলা বিজয় সিংহ যোরতর রণে॥
পড়িল যন্ত্রের নাথে কে রোধে কুমারে।
বিবাহ করিলা যক্ষরাজ তন্ত্রারে॥
স্থাপিলা নূতন রাজ্য শাসি যক্ষদলে।
সিংহল করিলা সভ্য নিজ বুদ্ধি বলে॥
উজ্জলিলা চারি দিক স্বাধ্যোত ধামে।
সাখিলা সিংহল নাম আপনার নামে॥
বঙ্গ পূর্বে কেহ করিলা এ সব।
কেহ যেন ইহা নাহি ভাবে অসমতল।
ইহার প্রমাণ আছে জনিহ নিশ্চিত।
মহাবংশ ইতিরূপে পালিতে লিথিত।

(৪)
বহুকালব্যাপী বঙ্গ না ছিল অধীন।
মগধ রাজ্যের বলে হইয়া শ্রীহীন।
তৎপরে করেকজন জমেন ভূপাল।
স্বাধীন সাহসী যোগ্য পরবীতে পাল।
কলিঙ্গ পর্যাপ্ত রাজ্য করেন বিষ্টার।
প্রকাশ্য শৌর্য বীর্য নাহি যার পাল।
তার পর স্ববিখ্যাত বৈদ্য রাজগণ।
অধিকার করে বঙ্গ রাজসিংহাসন।
কেমনে হইবে বল সে বংশ কৃষ্ণিত।
বাহ বলে ইন্দ্রপ্রস্থ হল পরাজিত।

(৫)
প্রতাপ আধিতয়সম যশোরে সদন।
প্রতাপ আধিতা নাম দেন। অগণন।
বঙ্গব কায়স্ত জাতি সেই নুপবর।
জযহাঙ্গির সনে যোগ করেন সমর।
ভারতীয় ভারত কবিতকের প্রধান।
অমরাঙ্গন গ্রহে বাহ যশোগন।
নওয়াব মহাবেত জঙ্গের সময়।
মনওয়ারুদ্দিন খাঁ লয়েন আশ্রয়॥
মুরিশ্বাদ নগরে নবাব নিকট।
ভািতসেনে রণে হারি তারিয়া আরকট॥
কটকের সুবিদারী পরে তিনি পান।
লাইলেন সঙ্গে তিনি করি দেওয়ান॥
৮ রামচরণ দে ব্যবহর্তা মহামতি।
ধাইরার প্রোত্ত হিন্দু সমাজের পতি॥
সঙ্গবিধাতার সার রাঙ্গা রাধাকান্ত দেব।
ধাইরার সন্ধান করে হিন্দু কি সাহেব॥
পথমধ্যে পিঙ্গারিয়া আসি আক্রমিল।
তাহাদের সঙ্গে ঘোর সমর বাজিল॥
নাশিয়া অনেক শত্রু ব্যবহর্তা বীর।
তাজিয়া সম্পূর্ণ রণে সার্থক শরীর॥

হায়! হায়! কোথায় আমাদের সে দিন।
সেই বঙ্গবাসী মোরা দিন দিন কৌণ॥
সাহস সহিত গেল আমাদের বল।
চেরিয়া কালের গথি হ’লাম বিকল॥
থাকিত মোদের যদি সে শুভ সময়।
তা হ’লে এ অপমান সহিতে কি হর্ষ?
ইউরোপীয়েরা বলে ভূরসা বিহীন।
মেহ সম বঙ্গালীরা বলবীর্য হইন॥
(৮)
সম্প্রতি স্বয়ম্বূহ মুনসেফ মহাশয়।
বিদ্রোহ সময়ে দেন বীর্য পরিচয়॥
গবর্ণমেন্ট তুষ্ট হয়ে ছিল। জায়গীর।
সাহস বাড়িবে বলে ভীরু বাঙ্গালীর॥
শুন ভাই বঙ্গবাসী মম নিবেদন।
লভিতে এভূপ যশ করহ যতন॥

(৯)
নাটোরের রাজপুত্র অতি বীর্যবান।
মহৎ বংশেতে জাত কুমার * প্রধান॥
সাহসের পরিচয় প্রদান কারণ।
সেনাপতি পদ জয় করে আবেদন॥
কি জয় যে গবর্ণমেন্ট না দেন তৃত্যায়।
বুঝিতে নারিত্ব মোরা এর অভিপ্রায়॥

(১০)
সকলের মুখে এই কথা শুনা যায়।
পিতামহ ছিলা মম বলবান্‌ কায়॥
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ছিল প্রচারিত।
বাঙ্গালীর প্রতি গ্রামে ব্যাঙ্গামের রীত॥
শ্রীতি উৎসবে যত মল্লগণ আসি।
তুষিত দর্শকমন নেপুণ্য প্রকাশি॥

* কুমার চন্দ্রনাথ রায়।
রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত।

রায় বংশ বর্ষ। আনে আপন আপন।
লইলা করিত কৌতুক জিনিসাদিত।
মূৱি লইলা হস্তে ভদ্র যুবকন।
ভাজিনন্দন প্রতিধন করিতেন ডন।
এখন সে সব চর্চা দেখা নাই যায়।
প্রেমের চর্চায় গুণ সময় কাটায়।
বিন্দালয়ে ছাত্র গুণ মানসিক ব্রহ্ম।
করিয়া দেহকে করে নিতান্ত অক্ষম।
মৌলন সময়ে তারা অক্ষম্যা হয়।
গীতায় গীতিত হয়ে চির কষ্ট সময।
অর্থলোভী পিতামাতা অর্থের কারণ।
পুনঃ পেশী যশ্বে করিয়া পেশী।
স্বরূপ শিল্পুরে কি কহিব কাহ।
ক্ষেত্র অর্থের জন্ত পরকাল ধায়।
কাচা বাক্যে লুঠ যথা সারহীন করে।
চিন্তা গুণে সেই নাশ তথা কলেবরে।
যোর্ড বৎসরাবধি ইহোহাি ভনয়।
খেলিয়া পড়িয়া সুখে সময় কাটায়।
ইংল্যাণ্ডে বিন্দালয়ে ছাত্র দেখত।
ছোট কি বড় সকল হয় কৌতুক রহত।
বঙ্গবিন্দালয়ে তার বিপরীত পথ।
খেলিয়া স্তর প্রথম মনে পাই ব্যথ।
বয়স্ক বালকগণ বিধীপ্রতিবাদ।
বসিয়ে পড়িলে বেন প্রধীপের গান।
বিভিন্ন প্রথার ফল বিভিন্ন প্রকার।
ক্রিয়তম দীন আত্মা বঙ্গ কুমার।
সবল শরীর মন ইংরাজ যুবর॥
ইংরাজ তনয়বর ছাড়ি বিদালয়।
সাহসী উদ্যোগী দৃঢ়ত্ব হয়॥
পাঠান্তে উদ্যোগীর বক্ষে হত।
শরীর হইলা তারা সদাই বিদ্রুপ॥
এ রোগের প্রতিকার কর নির্দরণ।
নিবেদি বিনয়ত তাবে যদেশীয় জন॥

১৮৬৭ সাল হইতে প্রতি বৎসর হিন্দু মেলা খুব জাগর সহিত করা হইত। কলিকাতার অনেক সম্প্রদায় ধর্মচর ব্যক্তি এই মেলায় যোগ দিতেন এবং ঐ মেলায় প্রস্তর জন্ম নানা প্রকার জিনিস পাঠাইতেন। নানা প্রকার ফল মূল ও পুষ্প এবং শিলিকাঠ্য প্রদর্শিত হইত। আমার স্মৃতি হয় বস্ত্রবাদের এক নতুন যোগ একবার মেলায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু সে যে প্রকার ছয় তাহা সাধারণের ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। মেলা উপলক্ষে ব্যায়াম ক্রীড়া ও পাঠকিদিগের খেলা হইত এবং কবিতাও পাঠিত হইত। কেহ কেহ বক্তৃতা করিতেন। ১৮৭৫ সালে তাহার সম্পদ এবং কার্য আমি সম্পাদন করিয়া। ঐ মেলা কলিকাতার পার্শ্ববাসী ব্যক্তি বিদ্রোহ ভাবে হইয়াছিল। ঐ মেলা উপলক্ষে বস্ত্রবাদের স্বাক্ত গান মৌলিকের গান হইয়া এবং শোভোচ্ছায়র নড়ালিবাদী অধিদার রাজচরণ রায় স্বায় ষিখিয়ে নিপৃণ জন্ম এক স্থ্রুপ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকেন। আমি সংগঠিত স্বরূপে ঐ গোধূলি ঠাকুর গলায় পরাইয়া দিই।
মৌলিক ঠাকুর সঙ্গীত কর্ম। দেখাইয়া সকলকে মুক্তি করিয়াছিলেন।

১৮৭৫ সালে ৩০ শে জুলাই তারিখে আমি ভাবানীকন্তা লেফ্টেনেট
গবর্ণমেন্ট আইডি করে। বেলারিকার ভবনে সায়া সামিলনে (evening party) নির্মিত হয়। ঐ সায়া সামিলনে সকল প্রশিক্ষণ বান্ধব এগঠিত হয়েছিল। সার রিচার্ড টেম্পস্লের বাংলা বোঝা করা না কেন তাহার একটি মহৎ গুণ ছিল। তিনি বাংলার জাতিসাধারণের প্রিয় হিতৈষী ছিলেন। আমি বলি যে ভাড়াটেরা গাড়ীতে পৌঁছে এবং প্রভুর নাটকের মনোনীত বন্ধু ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, “চোটলাট বাহারের সঙ্গে কি দুই ব্যাপার করিয়া তাহার প্রতি পদে পদে আমাকে শিক্ষা দিবেন।”
আমরা যখন গিয়া পৌঁছিলাম যখন চোটলাট অনেকগুলি প্রশিক্ষণ সাহেবের সহিত আহার করিয়েছিলেন। আমরা গিয়া চাপরাসী প্রশিক্ষণের সঙ্গে বন্ধু ছিলাম। সাহেবের আহারের পর যে ঘর আমরা গিয়া সেই ঘরে আসিলে আমরা চাপরাসী প্রশিক্ষণের ভাবেই দিয়ে লাইনে কাতার দিয়া ডাক্তার লাইনে।
তাহার মধ্য দিয়া চোটলাট ও চোটলাটপ্রাপ্তি প্রত্যেকের সঙ্গে কর্মদান (shake hand) করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। বর্ষার লেটি টেম্পস্লের পিসীতাকুরাগীর ভাব ইত্যাদি করিয়া সকলের প্রতি সন্তান ব্যবহার করিয়েছিলেন। তিনি এমন সঙ্গে ও সঙ্গে ব্যবহার করিয়ে যে তাহাকে আমি মনে মনে পিসীতাকুরাগী না বলিলা যাহাতে পরিলাম না। চোটলাট যখন চলিয়া যাইতে লাগিলেন এই কথা বলিয়া সমস্ত বলিদান বিচিত্র ছিল। এমন যথাসাধ্য শোক কখন বলিতে নাই যে রিচার্ড টেম্পস্লের নিকট তাহার গৌরব বড় হয়েছিল। লোকে বলিল যে তাহার গৌরব নেপোলিয়নের সঙ্গে চলিয়া যাইতে লাগিলেন গবর্ণমেন্ট ব্যবহারকে বিদ্যমান সাহেব ( টেনোসেন্ট ও রবিনসনাকে বুঝে পিলার মার্কিনের নজি তুলে বলিয়া}

216 রাজনারায়ণ বঙ্গু আম্ব-চরিত।